চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 134 Saturday, 15 April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৩৪ সংখ্যা ❋ ১ বৈশাখ, ১৪৩০, শনিবার, ১৫ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

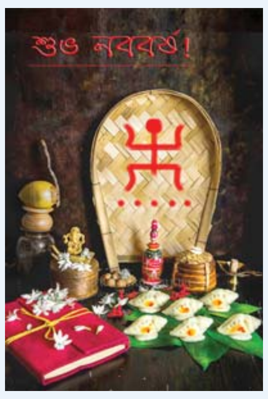

আজ ১লা বৈশাখ, ১৪৩০। ‘পয়লা বৈশাখ’ উপলক্ষ্যে ‘দুরন্ত বার্তা’র সকল পাঠক-পাঠিকা এবং পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকলকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আগামী দিন আরও গৌরবপূর্ণ এবং আনন্দময় হয়ে উঠুক, রইল এই শুভ কামনা।

-সম্পাদক

‘বাংলার পরের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির হবে’

‘ট্রেলারের’ সময় জানিয়ে বড় হুঁশিয়ারি অমিত শাহের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৪ এপ্রিলঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রচার কার্যত বাংলা থেকেই শুরু করে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। লোকসভা ভোটে এ রাজ্যে বিজেপির নেতাকর্মীদের ৩৫টি আসনের টার্গেট বেঁধে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শুক্রবার প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে সিউড়ির বেনীমাধব হাই স্কুলের মাঠে তিনি বলেন, ‘‘লোকসভায় ৩৫এর বেশি আসন বঙ্গবাসী দিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের পতনের জন্য ২০২৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না তাঁদের।’’ মমতাকে আক্রমণ করতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদি যে চাল পাঠান, সেই চালের উপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছবি লাগান। ৫ কিলো বিনামূল্যে চালে কেন ছবি লাগান? আপনিও ৫ কিলো দিলে, মানুষ ১০ কিলো চাল পেত। ৫৭ লক্ষ মানুষ এখন পানীয় জল পাচ্ছেন। কলকাতা মেট্রোর জন্য আমরা টাকা দিয়েছি। বন্দেভারত এক্সপ্রেসের জন্য টাকা দিয়েছি, নতুন রাস্তা বানানো হচ্ছে, নতুন শৌচালয় বানানো হয়েছে। বিনামূল্যে গরীবদের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। যদিও এই রাজ্যে আয়ুষ্মান প্রকল্প চালু করতে দেওয়া হচ্ছে না। একবার বিজেপি সরকার হতে দিন, আট কোটি মানুষ স্বাস্থ্যে সুবিধা পাবেন।’’ অমিত শাহের সংযোজন, ‘‘যাকে ভারত সরকার জেলে পাঠাল, তাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও জেলা সভাপতি করে রেখেছেন। দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ, ভাইপোকে তোষণ বন্ধ করতে হবে। আর এই কাজ একমাত্র নরেন্দ্র মোদি করতে পারবে। বিজেপি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো হিটলারি শাসন চলতে দেবে না। আপনার পরে, আপনার ভাইপো মুখ্যমন্ত্রী হবে না। আমি কথা দিচ্ছি পরের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির হবে।

২০২৪ সালে তার ট্রেলার দেখবেন। মোদি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভূমি পূজা করেছেন। আস্তে আস্তে মন্দির তৈরি হয়ে যাচ্ছে।’’ এদিনের সভামঞ্চ থেকে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের প্রসঙ্গ তুলে এনে বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী করতেই হবে। গত বিধানসভা ভোটে এই রাজ্যে আমাদের ৭৭ জন বিধায়ক দিয়েছেন। যা আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। দিদির ‘দাদাগিরি’র সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী লড়াই করছেন। আর এখানের এক নেতাকে জেলে পাঠানো হয়েছে।’’ অমিত শাহের সংযোজন, ‘‘২০২৪ সালে এই রাজ্য থেকে ৩৫ আসন আমাদের চাই। এই আসন মোদিজিকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে সাহায্য করব। বাংলায় অনুপ্রবেশ ঠেকাতে হবে। ২০২৪ সালে ৩৫ আসন দিন। ২০২৫ সালের আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পড়ে যাবে।’’ এদিনের সভা থেকে পরিবারবাদ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি দাবি করেন, বাংলায় পরিবারতন্ত্র শেষ করতে হবে। পরে অমিত শাহের ভাষণেও সেই একই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অমিত শাহ এদিন তাঁর বক্তব্যে একাধিকবার বলেছেন, বাংলায় বিজেপি ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। দুর্নীতি রুখতেই হোক বা অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে, বিজেপিকেই বাংলার মানুষ বেছে নেবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। জনতার উদ্দেশে অমিত শাহ বলেন, ‘‘শাসক দলের সন্ত্রাস থেকে মুক্ত করার একমাত্র রাস্তা হল বিজেপি, অনুপ্রবেশকারীদের আটকানোর একমাত্র রাস্তা বিজেপি।’’ যদিও অমিত শাহকে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, ‘‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভায় জেলার মানুষ সাড়া দেয়নি। তাই বিহার থেকে লোক আনল। এরা বিহার থেকে লোক আনে অনেক জায়গায়, সুমিত সাউকে এনেছিল, আজ আবার অমিত শাহের সভায় লোক আনল। আজ উনি বললেন অমুক জায়গায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি পারবেন? আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকল্প প্রধানমন্ত্রী মুখ, প্রধানমন্ত্রীর ছাওয়া সেটা আজ প্রমাণ করলেন অমিত শাহ।’’

তাপপ্রবাহে পুর-প্রস্তুতির কথা বললেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিলঃ এপ্রিল মাসের রেকর্ড গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা কলকাতাবাসীর। এর আগে চৈত্র মাসে এমন দাবদাহ কখনও দেখেনি বাংলা। আজ, সংক্রান্তির দিন তাপমাত্রা পেরিয়ে গেছে চল্লিশের কোঠা। রোদে-ঘামে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন মানুষ। কলকাতা-সহ ১৪ জেলায় চলছে তাপপ্রবাহ, জারি রয়েছে কমলা সতর্কতা। এই পরিস্থিতিতে শহরবাসীর উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিলেন মেয়র ফিরহাদ ববি হাকিম। আশ্বস্ত করলেন একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এদিন ববি বলেন, ‘‘তাপপ্রবাহ চলছে, মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ার অবস্থা। এত গরমে লুয়ের মতো পরিস্থিতি। আমরা গতকাল পুরসভার তরফে একটা নোটিস বার করেছি। অ্যাম্বুল্যান্স রেডি রাখতে বলেছি, যদি কেউ মাথা ঘুরে পড়ে যায়, সানস্ট্রোক হয়ে যায়, তাকে যাতে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেওয়া যায়।’’ কেবল পুর দফতর নয়, পাশাপাশি রাজ্য সরকারও তৎপর আছে বলে উল্লেখ করেন ববি। তিনি পরামর্শ দেন, দুপুরে যাতে যতটা সম্ভব কম বেরোনো যায়, সেই ব্যবস্থা করতে। তিনি বলেন, ‘‘আমি সকলকে বলছি সকালের দিকে বেশি কাজ করতে, ১২ থেকে ৪টে না বেরোতে।’’ এই তীব্র গরমে শহরের জলকষ্ট নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ববি

বলেন, জলের যাতে কষ্ট না হয়, সে বিষয়েও খেয়াল রাখা হচ্ছে। জলের ট্যাঙ্কগুলি সব ভর্তি রাখা হচ্ছে। কম-বেশি জল আছে সব জায়গায়। তবে তার পরেও জল নিয়ে যা খানিকটা টানাটানি হয়ই, সে কথা স্বীকার করেছেন ববি। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ‘‘এই সময়ে গঙ্গার জলস্তরও কমে যায়, সে জন্য জলের সঙ্গে কাদা ওঠে। সেই কাদা বসিয়ে রেখে জলটা আগে পিউরিফাই করতে হয়। জলের সাপ্লাই নদীই কম দেয়। ডিপ টিউবওয়েলেও জলস্তর নেমে যায়। কিন্তু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার। তবু একটু কম হয়ে যায় জল, কারণ এখন মানুষের জল বেশি লাগে। এমনিতে মানুষ একবার স্নান করলে এখন তিনবার করে। ফলে তিনগুণ জল খরচ হয়। কিন্তু সাপ্লাই তো তিনগুণ হয় না, বরং কমে যায়।’’ ফিরহাদ আরও জানিয়েছেন, জলের ভ্রাম্যমাণ ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে শহরের নানা প্রান্তে, সেগুলো ঘুরছে চারদিকে। টালা, গার্ডেনরিচ থেকে একটু দূরে অবস্থিত জায়গাগুলোয় সরবরাহ কম হওয়ার কারণে ওই ট্যাঙ্ক দিয়ে মেক আপ দেওয়া হচ্ছে। তবে কলকাতায় জলের কোনও সমস্যা নেই বলেই জানিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম।

মুখ্যমন্ত্রীই আচার্য, ‘জানিয়ে’ দিলেন ব্রাত্য! ফের রাজভবনের সঙ্গে সংঘাত রাজ্যের?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিলঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হঠাৎ হঠাৎ পরিদর্শন রাজ্যপালের। আর্থিক অনুদানও দিচ্ছেন তিনি। আর সেই সূত্রেই এবার ফের সংঘাতের আবহাওয়া রাজভবন ও রাজ্যের। অন্তত শুক্রবারের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর আধ ঘণ্টা ধরে সাংবাদিক সম্মেলনের পর কার্যত তাতেই সিলমোহর দিচ্ছে। রাজ্যপালকে এদিন কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ‘নৈতিকভাবে আচার্য’ বলেও এদিন দাবি করলেন শিক্ষামন্ত্রী। এদিন তিনি অভিযোগ করেন, আমাদের না জানিয়ে শিক্ষা দফতরকে বাইপাস করেই তিনি করে যাচ্ছেন অনেক কিছু। মুখ্যমন্ত্রীকেও কিছু না জানিয়ে উনি উপাচার্য ঠিক করে দিচ্ছেন। আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন। লজেন্স বিলি করছেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের রায় মানছেন না। প্রসঙ্গত গত সপ্তাহ থেকেই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সারপ্রাইজ ভিজিট শুরু করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়তে সারপ্রাইজ ভিজিট করেছেন রাজ্যপাল। যা নিয়ে এবার সরব হলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন তিনি অভিযোগ করেন, ‘‘রাজ্যপাল আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেননি। উনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যাচ্ছেন। বিভিন্নভাবে কথা বলছেন। আমাদের

সঙ্গে আলোচনা না করেই উনি করছেন।’’ পাশাপাশি এদিন শিক্ষা মন্ত্রী গত জুন মাসে বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে রাজ্যপাল কেন সই করছেন না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। এদিন শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, ‘‘তেলেঙ্গানা সরকারের একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি রায় দিয়েছেন অনির্দিষ্টকাল ধরে বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল রাজ্যপালের আটকানোর অধিকার নেই। রাজ্যপাল তিন সপ্তাহ আটকাতে পারেন। গত বছর জুন মাসে বিধানসভায় বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য কে হবেন সেই বিল পাস হয়েছিল। তারপর ১০ মাস কেটে গেছে। দু দুটো রাজ্যপাল চলে গেছেন। আমি রাজ্যপালকে বলব রাজ্যের বাসিন্দাদের সঙ্গে যদি একত্রিত হতে চান দশ মাস ধরে আটকে না রেখে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি যা বলছেন তা মেনে আপনিও এই বিল ছেড়ে দিন।’’ পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রী এদিন রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে বিধানসভায় বিল ফেরতেরও আবেদন জানান। যা নিয়ে ফের রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে চর্চা। এদিন শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘দরকার হলে আমরা আবার বিধানসভায় সেই বিল আনব।’’ প্রসঙ্গত সম্প্রতি রাজভবন থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছিল রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবেই কাজ করবেন। যদিও সেই সময় রাজ্যের তরফে নেতিবাচক কোন বার্তা দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগের সমস্যার সমাধান শিক্ষামন্ত্রীকে পাশে বসিয়েই করেছিলেন রাজ্যপাল। সেই সময় অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু রাজ্যপালের ভূমিকার প্রশংসা ও করেছিলেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সরাসরি রাজ্যপালের চিঠি পাঠানো, আর্থিক খরচের বিষয় আগে অনুমোদন চাওয়া নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। যদিও সেই সময় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ‘‘গোটা বিষয়টির উপর আমরা নজর রাখছি’’। কিন্তু এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে সরাসরি রাজ্যপালকে আক্রমণ করলেন শিক্ষামন্ত্রী যা নিয়ে ফের রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নিয়োগ নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ‘‘আমাদের না জানিয়ে উনি উপাচার্য নিয়োগ করে দিয়েছেন।’’

‘এত শারীরিক হেনস্থার পরও কীভাবে হেসে হেসে বয়ান দেন?’

কুন্তল ইস্যুতে প্রশ্ন আইনজীবী বিকাশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিলঃ কুন্তল ঘোষের নার্কো অ্যানালাইসিস করানো হোক। আদালতে সওয়াল করলেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর প্রশ্ন, কুন্তলকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করার পরও কীভাবে হাসতে হাসতে বয়ান দেন? কুন্তল ঘোষকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হয়। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, কুন্তল ঘোষের ন্যাক্রো অ্যানালাইসিস করানো হোক। কারণ কুন্তল আদৌ সত্যি বলছেন কি না, সেটা জানা জরুরি। কুন্তলকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করার পর কীভাবে হাসতে হাসতে বয়ান দেয়? সম্প্রতি কুন্তল দাবি করেন, অভিষেকের নাম বলানোর জন্য ইডি চাপপ্রয়োগ করছে। শহিদ মিনারের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, দুর্নীতিতে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা তাঁদের মুখ দিয়ে জোর করে তাঁর নাম বার করানোর চেষ্টা করছেন। দুর্নীতিতে তিনি জড়িত, সেটা প্রমাণ হলে তিনি শহিদ মিনারেই ফাঁসি বরণ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। অদ্ভুতভাবে ঠিক তার পরের দিনই ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশের সময়েই একই দাবি করেন কুন্তল। বললেন, এজেন্সিরা বিভিন্নভাবে ভয় দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে নেতাদের নাম বের করার চেষ্টা করছে। তারপর একই অভিযোগ করে আলিপুর আদালতের বিচারককে চিঠি দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, তাঁর এই চিঠি প্রসঙ্গেই হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, ধৃত কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলায় প্রয়োজনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করতে পারবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং ইডি। তা নিয়ে আবার শুরু হয়েছে নতুন শোরগোল। এদিকে নিম্ন আদালতে মামলাটি উঠলে ইডি-র আইনজীবী সওয়াল করেন, প্রতি ৪৮ ঘণ্টা অন্তর তো কুন্তল ঘোষের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হয়ে থাকে। সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিয়ো রেকর্ডিং রয়েছে। এমনকি ইডি-র বক্তব্য, নিম্ন আদালতে পেশ করার সময় কখনই ইডি-র আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ তোলেননি কুন্তল। কুন্তলের এই অভিযোগ প্রসঙ্গে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘এই চিঠি আসলে কুন্তল লেখেননি। এই চিঠির বয়ান বাইরে থেকে তৈরি করা হয়েছে। সেটাই নিজের মুখে বসাচ্ছেন। যে সব গল্প বলছেন, তা রহস্য উপন্যাসে হয়।’’

জেলাশাসকদের বৈঠকে ডাকল রাজ্য নির্বাচন কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিলঃ নজরে এবার পঞ্চায়েত ভোট। তা মাথায় রেখেই তৎপরতা শুরু করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৮ এপ্রিল জেলাশাসকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, সব জেলার জেলাশাসকদের ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। দুপুর ২টো থেকে ১৮ এপ্রিল এই বৈঠক শুরু হবে। সরকারিভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন কবে হবে তা এখনও পর্যন্ত জানানো না হলেও এই বৈঠকের মাধ্যমে মনে করা হচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। কমিশনের

নির্দেশিকা অনুযায়ী পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র নিয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ প্রকাশ হওয়ার কথা ২৮ এপ্রিল। বিধি অনুযায়ী তার ১২ দিনের মধ্যে ভোট করানো সম্ভব নয়। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাধারণত ২১ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে ভোট করানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মে মাসের শেষে বা জুনের প্রথমে ত্রিস্তরীয় নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই জানিয়েছে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার, সংশ্লিষ্ট সরকারের অধিকৃত সংস্থা পুরসভা, স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষা কর্মীদের ভোট কর্মী হিসেবে বাছা যেতে পারে। ভোট কর্মীদের দলে যাতে অন্তত একজন করে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কর্মী থাকেন, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে জেলাগুলিকে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ভোট কর্মীদের চিহ্নিত করার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর এক দফায় পঞ্চায়েত ভোটে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ভোটকর্মী লাগতে পারে। তা নিয়ে প্রশাসনের কোন সমস্যা না থাকলেও রাজ্য পুলিশ দিয়ে এক দফায় ভোট করানো সম্ভব কিনা তা নিয়ে অবশ্য ভাবাচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৬১৩৪০টি। যদিও ইতিমধ্যেই অন্যান্য রাজ্য থেকে পুলিশ আনা সম্ভব নাকি তা নিয়েও খোঁজখবর শুরু করেছে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর। সেক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে ১৮ এপ্রিলের বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিতে পারে জেলাশাসকদের রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় অরবিন্দ কেজরীবালকে তলব সিবিআই-এর

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিলঃ এবার সিবিআইয়ের তলবের মুখে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলাতেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেজরীবালকে তলব করেছে সিবিআই। আগামী ১৬ এপ্রিল, রবিবার বেলা ১১টার সময় দিল্লিতে সিবিআইয়ের সদর দফতরে কেজরীবালকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এর আগে আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরির ডেপুটি মণীশ সিসোদিয়াকে তলব করেছিল সিবিআই। এই মামলাতেই বর্তমানে জেলবন্দি রয়েছেন সিসোদিয়া। যদিও ‘ষড়যন্ত্র করে কেজরীবালের আওয়াজ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে’ বলে পাল্টা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন আপ নেতা সঞ্জয় সিং। সূত্রের খবর, আবগারি দুর্নীতি মামলায় নতুন কিছু তথ্য-প্রমাণ গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে। তার ভিত্তিতেই এবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তাই আগামী রবিবার বেলা ১১টায় দিল্লিতে সদর দফতরে হাজিরা দেওয়ার জন্য শুক্রবারই অরবিন্দ কেজরীবালকে নোটিশ পাঠিয়েছে সিবিআই। যদিও সিবিআই তলব প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য। করেননি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তবে দিন কয়েক আগেই

কেজরীবালের দল আম আদমি পার্টি জাতীয় দলের তকমা পেয়েছে। তারপরই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করে আপ সুপ্রিমো বলেছিলেন, আপ জাতীয় দলের মর্যাদা পেয়েছে। এবার সকলে জেলে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকুন। এদিন কেজরীবাল সিবিআই তলব নিয়েও মুখ না খুললেও এটি কেন্দ্রের চক্রান্ত বলে তোপ দেগেছেন আপ নেতা সঞ্জয় সিং। দলীয় নেতা-কর্মীদের অভয়বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আপ-এর একজন নেতাও এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগে ভয় পাবেন না। এর আগেও দলের অনেক মন্ত্রী, নেতা-কর্মীকে নিশানা করা হয়েছে। তবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। অরবিন্দ কেজরীবালকে তলব করে, জেলে পাঠিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেও আমাদের লড়াই থামানো যাবে না।’’ প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেই দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরী-সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে গ্রেফতার করে সিবিআই। বর্তমানে তিনি জেল হেফাজতে রয়েছেন। চক্রান্ত করেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং জামিন দেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মণীশ সিসোদিয়ার আইনজীবী।

করোনার থেকেও ভয়ঙ্কর মহামারী আসতে পারে আগামী ১০ বছরে, দাবি গবেষণায়

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

করোনাভাইরাসের চেয়েও বড় মহামারী আসতে পারে আগামী ১০ বছরের মধ্যেই, এমনটাই দাবি ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের। গবেষকরা বলছেন, করোনার আগে সার্স, মার্স, মারবার্গ ভাইরাসের সংক্রমণ মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেইসব ভাইরাস ফের তাদের চরিত্র বদলে ফিরে আসতে পারে। জেনেটিক মিউটেশন বা জিনগত বদল হতে পারে ভাইরাসে। আবারও অতি মহামারী ছড়িয়ে পড়তে পারে বিশ্বজুড়ে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, পশুপাখিদের শরীর থেকেও ভাইরাস ছড়াচ্ছে। মানুষের খাদ্যাভ্যাসই এর জন্য দায়ী। হতে পারে কোনও নতুন ভাইরাস সেই রোগ ছড়াবে, অথবা চেনা ভাইরাসই তার রূপ বদলে সংক্রামক হয়ে উঠবে। কিন্তু সে কোন ভাইরাস বা কেমন হতে পারে সেই অজানা রোগ, এ ব্যাপারে এখনও অবধি কিছুই বলতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। অপরিচিত সেই ভাইরাস কতটা সংক্রামক তাও অজানা। ১৯৭৬ সালে প্রথম ইবোলা ভাইরাস চিহ্নিত করেছিলেন যে বিজ্ঞানী সেই জিন-জ্যাকাস মুয়েম্বি এই ডিজিজ-এক্সের কথা সামনে এনেছেন। বিজ্ঞানী বলেছেন, করোনার থেকেও মারাত্মক সংক্রামক ভাইরাল স্ট্রেন আসতে পারে। এই ধরনের ভাইরাস

ছড়িয়ে পড়লে আরও এক মহামারীর মুখোমুখি হতে হবে বিশ্বকে। ২০১৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) ৯ রকম ভাইরাসজনিত রোগের কথা উল্লেখ করেছিল। হু-র চিহ্নিত করা সংক্রামক রোগের তালিকায় বলা হয়েছিল, পশুদের থেকে যে সমস্ত ভাইরাসনিত রোগের সংক্রমণ হয়েছে যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, রেবিস, ব্রুসেলোসিস, লাইম ডিজিজ ইত্যাদি, তেমনই কোনও ভাইরাস ফের তার জিনের গঠন বদলে ফিরে আসতে পারে। নগরসভ্যতার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, গাছপালা কেটে, বনজঙ্গল সাফ করার ফলে বন্য প্রাণিরা অনেক বেশি মানুষের কাছাকাছি এসে পড়ছে। তাছাড়া নানা রকম প্রাণির মাংস খাওয়ার অভ্যাসও মানুষকে বিপর্যের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বন্য প্রাণির শরীর থেকে সংক্রামক ভাইরাস মানুষের শরীরে ঢুকছে। এইসব ভাইরাস মানুষের শরীরকে আশ্রয় করে জিনের গঠন বদলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ২০১৮ সাল থেকে আজ অবধি হু-র রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্লু-প্রিন্টে ৯ রকম সংক্রামক রোগের তালিকা আছে, যথা-কোভিড-১৯, কঙ্গো হেমোরজিক ফিভার, ইবোলা ভাইরাস, মারবার্গ ভাইরাস, লাসা জ্বর, মিডল-ইস্ট রেসপিরেটোরি সিন্ড্রোম তথা মার্স, সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটোরি সিন্ড্রোম তথা সার্স, নিপা ও হেনিপাভাইরাল ডিজিজ, রিফ্‌ট ভ্যালি ডিজিজ, জিকা ভাইরাস। বিজ্ঞানীরা বলছেন, হতেই পারে তেমনই কোনও ভাইরাস ফের রূপ বদলে ফিরে এসে মহামারীর চেহারা নিয়েছে।

মোজাম্বিকে গিয়ে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' ট্রেনে চড়লেন জয়শঙ্কর

মাপুতো, ১৪ এপ্রিলঃ তিনদিনের আফ্রিকার সফরে গিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সে দেশে চড়লেন ' মেড ইন ইন্ডিয়া' ট্রেনে। তাঁর এই সফরে সঙ্গী হয়েছিলেন ছিলেন মোজাম্বিকের পরিবহনমন্ত্রী। ইলেকট্রিক ট্রেন ব্যবস্থা গড়ে তোলায় সহায়তা, জল পরিবহণে সাহায্য করার নিয়ে মোজাম্বিকের মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন জয়শঙ্কর।এই প্রথম আফ্রিকায় পা রাখল ভরতের বিদেশমন্ত্রী। সে দেশে গিয়ে সেখানকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও সাক্ষা করছেন জয়শঙ্কর। দুদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আরও শক্তিশালী করার বার্তাও দিয়েছেন। ভারতে তৈরি ট্রেন চলছে আফ্রিকার মোজাম্বিকে। মোজাম্বিকে রেল পরিষেবার উন্নতিতে সহায়তা করছে ভারত। এই সফরে গিয়ে ভারতে তৈরি সেই ট্রেনে চড়লেন জয়শঙ্কর। নিজেরই টুইট করে জানিয়েছেন সেই কথা। টুইটে তিনি লিখেছেন, মোজাম্বিকের পরিবহন মন্ত্রী মাতেউস মাগালার সঙ্গে মাপুটো থেকে মাচভা পর্যন্ত ' মেড ইন ইন্ডিয়া' ট্রেনে যাত্রা করলাম।

বেলুড়ে রাজ্যপালের হাতে তুলে দেওয়া হল পবিত্র গঙ্গাজল, বোস নিয়ে যাবেন কোচির রামকৃষ্ণ মিশনে

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃবেলুড় মঠে রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোসের হাতে তুলে দেওয়া হল পবিত্র গঙ্গাজল। শুক্রবার বেলুড় মঠে রাজ্যপালের হাতে তুলে দেওয়া হয় পবিত্র গঙ্গাজল। সেই জল নিয়ে আদতে কেরলের বাসিন্দা রাজ্যপাল বোস যাবেন কোচির রামকৃষ্ণ মিশনে, সেখানে এই জল দিয়েই হবে অনুষ্ঠানের সূচনা।রামকৃষ্ণ মিশনের কেরলের কোচি শাখার ৭৫ তম বর্ষপূর্তি। এক বছর ধরে তা উদ্যাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। সেই অনুষ্ঠানের সূচনার জন্যই বেলুড় মঠের মায়ের ঘাটের পবিত্র গঙ্গাজল নিয়ে গেলেন রাজ্যপাল। গঙ্গার জল ভরা মঙ্গলকলস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরে রাখা ছিল। শুক্রবার সকালে সেই মঙ্গলকলস তুলে দেওয়া হল আনন্দ বোসের হাতে। তুলে দিলেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দজি। উপস্থিত ছিলেন কেরল রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ।রাজ্যপালের হাত দিয়েই এই মঙ্গলকলস পৌঁছে যাবে কোচিতে। আর এই পবিত্র গঙ্গাজলে সূচনা হবে উসবের। রাজ্যপাল জানান, কেরল এবং এ রাজ্যের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন রয়েছে, তা আরও সুদৃঢ় হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে।

ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষার ঘোষণা উত্তর কোরিয়ার

পিয়ংইয়ং, ১৪ এপ্রিল ঃ প্রথমবারের মতো সলিড-ফুয়েল আন্ত ঃ মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষার ঘোষণা দিয়েছে উত্তর কোরিয়া। শুক্রবার সকালে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার তথ্য নিশ্চিত করে। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি হলো হোয়াসং-১৮।এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ তদারকি করেন কিম জং উন। তার সঙ্গে ছিল তার মেয়ে। কোরিয়ান নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) প্রতিবেদনে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার বিষয়টিকে অলৌকিক সাফল্য বলে আখ্যা দেয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃহস্পতিবার নতুন এক ধরনের আন্ত ঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হয়েছে।কেসিএনএ বলছে, দেশের কৌশলগত বাহিনী পরিচালিত হোয়াসং-১৮ অস্ত্র ব্যবস্থাটি (উত্তর কোরিয়াকে) রক্ষা করতে, আক্রমণ রোধ করতে এবং দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ভূমিকা পালন করবে।সলিড ফুয়েল ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা নিরাপদ। এটি পরিচালনা করা সহজ। তরল চালিত ক্ষেপণাস্ত্রের তুলনায় এটি দ্রুত মোতায়েন করা যায়। ২০২১ সালে প্রকাশ করা কিমের পাঁচ বছর মেয়াদি অস্ত্র উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান অংশ এটি।এদিকে, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান উত্তর কোরিয়ার সলিড-ফুয়েল আন্ত ঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার বিষয়টি শনাক্ত করতে পারে। জাপান তাদের উত্তরের দ্বীপ হোক্কাইদোর বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

দুদিক ছোট যানবাহনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে

জম্মু, ১৪ এপ্রিলঃজম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক শুক্রবার উভয় দিকে ছোট যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এদিকে, শুধুমাত্র শ্রীনগর থেকে জম্মু পর্যন্ত ভারী যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া

''বর্তমানে ভারত দ্রুততম অর্থনীতি হয়ে উঠছে''

নয়াদিল্লি,১৪এপ্রিলঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে জাতীয় রোজগার মেলায় ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং সংস্থায় নব-নিযুক্তদের মধ্যে ৭১ হাজার নিয়োগপত্র বিতরণ করলেন। সারা দেশ থেকে নির্বাচিত নতুন নিযুক্তরা ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং পদে যোগ দেবেন যেমন, ট্রেন ম্যানেজার, স্টেশন মাস্টার, সিনিয়র কর্মাশিয়াল-কাম-টিকিট ক্লার্ক, ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর, কনস্টেবল, স্টেনোগ্রাফার, জুনিয়র অ্যাকাডন্ট্যান্টট, পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইনকাম ট্যাক্স ইনস্পেক্টর, ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিনিয়র ড্রাফটসম্যান, জেই সুপারভাইজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, টিচার, লাইব্রেরিয়ান, নার্স, প্রবেশনারি অফিসার, পিএ, এমটিএস প্রভৃতি। নব-নিযুক্তরা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সকল নব-নিযুক্তদের জন্য অনলাইন ওরিয়েন্টেশন কোর্স ' প্রারম্ভ'-এর মাধ্যমে নিজেদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সময় মেলার সঙ্গে ৪৫টি স্থানকে যুক্ত করা হয়েছিল।ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বৈশাখীর পবিত্র দিন উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি প্রার্থী এবং তাঁদের পরিবারকে নিয়োগপত্র পাওয়ার জন্য অভিনঃদন জানান।প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সরকার উন্নত ভারতের সঙ্কল্প পূরণে দেশের যুব সমাজের মেধা এবং প্রাণশক্তির জন্য সঠিক সুযোগ দিতে দায়বদ্ধ। শ্রী মোদী সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গটি তুলে ধরে বলেন যে এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলি যেমন গুজরাট থেকে আসাম এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে মহারাষ্ট্রে দ্রুতগতিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন যে, শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশেই ২২ হাজারেরও বেশি শিক্ষককে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। এই রোজগার মেলা দেশের যুব সমাজের জন্য আমাদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ।ভারত সারা বিশ্বের মধ্যে দ্রুততম অর্থনীতি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে গোটা পৃথিবী আন্তর্জাতিক মন্দা এবং অতিমারীর সমস্যার মধ্যে ভারতকে একটি উজ্জ্বল বিন্দু হিসেবে দেখছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে নতুন ভারত যে নীতি এবং কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে তাতে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে। তিনি বলেন যে ২০১৪-র পর ভারত আগেকার প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থানের তুলনায় অতি সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করেছে। শ্রী মোদী বলেন, এতে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেখানে একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক সাক্ষী থাকছে কর্মসংস্থান এবং স্বনিযুক্তির নানা সুযোগ-সুবিধার যা আগে কল্পনাও করা যেত না। যুব সমাজ এখন এমন এমন ক্ষেত্র পাচ্ছে যা ১০ বছর আগেও ছিল না। স্টার্ট-আপ এবং ভারতের যুব সমাজের উৎসাহের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী একটি রিপোর্টের কথা বলেন যেখানে স্টার্ট-আপরা ৪০ লক্ষের বেশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। তিনি কর্মসংস্থানের নতুন পথ হিসেবে ড্রোন এবং ক্রী।ক্ষেত্রেরও উল্লেখ করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের ভাবনা এবং প্রচেষ্টা, স্বদেশী এবং ' ফর লোকাল'কেও ছাড়িয়ে চলে গেছে। আত্মনির্ভর ভারত অভিযান এমনই একটি অভিযান যেখানে গ্রাম থেকে শহরে কোটি কোটি কর্মসংস্থানের সুবিধা তৈরি হচ্ছে। তিনি দেশজ প্রযুক্তিতে তৈরি আধুনিক উপগ্রহ এবং সেমি-হাইস্পিড ট্রেনের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে ৩০ হাজারের বেশি এলএইচবি কামরা তৈরি হয়েছে ভারতে গত ৮-৯ বছরে। এইসব কামরাগুলির জন্য প্রযুক্তি ও কাঁচামাল ভারতে হাজার হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে।ভারতের খেলনা শিল্পের উদাহরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের শিশুরা বহু যুগ ধরে বিদেশি খেলনা নিয়েই শুধু খেলত। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় শিশুদের মনের মতো করে সেগুলি তৈরিও হত না এবং সেগুলির মানও ভালো ছিল না। প্রধানমন্ত্রী জানান যে সরকার আমদানিকৃত খেলনার জন্য গুণমানের মাত্রা বেঁধে দিয়েছে এবং দেশজ খেলনা শিল্পের প্রসারে কাজ করছে। শ্রী মোদী আরও বলেন যে এর ফলে ভারতের খেলনা শিল্পের মুখ পুরোপুরি বদলে গেছে এবং বিভিন্ন কর্মসংস্থান তৈরি করতে মুখ্য ভূমিকাও নিচ্ছে।প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম শুধুমাত্র আমদানিই করতে হবে - এই ধরনের মনোভাবের বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সরকার এই ধারা পরিবর্তন করে দেশজ উৎপাদকদের ওপর ভরসা রেখেছে যার ফলে সশস্ত্র বাহিনী ৩০০-র বেশি অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জামের তালিকা তৈরি করেছে যা শুধুমাত্র ভারতেই তৈরি হবে। তিনি জানান, ১৫ হাজার কোটি টাকার সামরিক সরঞ্জাম সারা বিশ্বে রপ্তানি করা হচ্ছে।শ্রী মোদী আরও বলেন, গত কয়েক বছরে মোবাইল ফোন উৎপাদন ক্ষেত্রে বিরাট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, স্থানীয় উৎপাদকদের উৎসাহ দিয়ে এবং তাঁদের উৎসাহভাতা দিয়ে ভারত অনেক বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় করছে। ভারত স্থানীয় চাহিদা মেটাবার পর মোবাইল হ্যান্ডসেট রপ্তানিও করছে। প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান তৈরিতে পরিকাঠামোয় লগ্নির ভূমিকার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মূলধনী ব্যয়ের ওপর জোর দেওয়ার ফলে স।ক, রেলপথ, বন্দর এবং বাড়ির মতো পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে। পরিকাঠামোর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান যে বর্তমান সরকারের আমলে মূলধনী ব্যয় বেড়েছে চারগুণ।২০১৪-র আগে ও পরের উন্নয়নের উদাহরণ দিয়ে শ্রী মোদী ভারতীয় রেলপথের উল্লেখ করেন এবং জানান যে ২০১৪-র আগের সাত দশকে যেখানে মাত্র ২০ হাজার কিলোমিটার রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ হয়েছিল, সেখানে গত ৯ বছরে ৪০ হাজার কিলোমিটার রেলপথের বৈদ্যুৎতিকীকরণ হয়েছে। তিনি আরও জানান যে ২০১৪-র আগে প্রতি মাসে ৬০০ মিটার মেট্রো রেললাইন বসানো হত, সে জায়গায় আজ প্রতি মাসে ৬ কিলোমিটার রেললাইন বসানো হচ্ছে। তিনি আরও জানান, ২০১৪-র আগে গ্যাসের নেটওয়ার্ক দেশের ৭০টিরও কম জেলায় সীমিত ছিল, সেখানে আজ এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৩০টি জেলা। গ্রামীণ এলাকায় স।কের দৈর্ঘ্যের বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এটি ২০১৪-র পূর্বে ৪ লক্ষ কিলোমিটার থেকে বেড়ে হয়েছে ৭ লক্ষ কিলোমিটার। তিনি আরও জানান, যখন সড়ক পৌঁছয় গ্রামে গ্রামে, তখন সমগ্র ব্যবস্থায় দ্রুত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।বিমান পরিবহণ ক্ষেত্র সম্পর্কে শ্রী মোদী জানান, ২০১৪-র আগে দেশে ৭৪টি বিমানবন্দর ছিল, সেই সংখ্যা বেড়ে আজ হয়েছে ১৪৮। তিনি বিমান বন্দরের কাজকর্মে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনারও উল্লেখ করেন। তিনি এয়ার ইন্ডিয়ার বিশাল মাপের বিমান বরাত দেওয়ার কথা জানিয়ে বলেন, অন্যান্য কোম্পানিগুলির জন্য একই পরিকল্পনা আছে। তিনি বলেন, বন্দর ক্ষেত্রেও একই অগ্রগতির সাক্ষী থাকছে। অতীতের তুলনায় পণ্য ওঠা-নামা দ্বিগুণ হয়েছে এবং তার জন্য সময় লাগছে অর্ধেক। এইসব উন্নয়ন বহু সংখ্যক কর্মসংস্থান তৈরি করছে।স্বাস্থ্যক্ষেত্র প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪-র আগে যেখানে ৪০০-রও কম মেডিকেল কলেজ ছিল, সেখানে আজ ৬৬০টি মেডিকেল কলেজ আছে। একইরকমভাবে ২০১৪-র আগে যেখানে মেডিকেল শিক্ষার আসন ছিল ৫০ হাজার তা বেড়ে এখন ১ লক্ষের বেশি হয়েছে। পাশ করা চিকিৎসকের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে।গ্রামীণ এলাকায় এফপিও এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি লক্ষ কোটি টাকার সহায়তা পাচ্ছে, মজুত করার ক্ষমতা বেড়েছে, ২০১৪-র পর ৩ লক্ষের বেশি সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র তৈরি হয়েছে, গ্রামে গ্রামে ৬ লক্ষ কিলো মিটারের বেশি অপটিক্যাল ফাইবার বসানো হয়েছে, পিএমএওয়াই-এর অধীনে গ্রামগুলিতে ৩ কোটি বাড়ির মধ্যে ২ কোটি ৫০ লক্ষের বেশি বাড়ি, ১০ কোটির বেশি শৌচাগার, ১ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশি ওয়েলনেস সেন্টার তৈরি হয়ে গেছে এবং কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এইসবের ফলে কিছুতে বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।শ্রী মোদী ক্রমবৃদ্ধিশীল উদ্যোগপতি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের বিষয়টিও ছুঁয়ে যান। তিনি জানান, ' মুদ্রা যোজনা' সম্প্রতি ৮ বছর পূর্ণ করেছে। এই কর্মসূচিতে ২৩ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ব্যাঙ্ক গ্যারাঃিট ছা।াই ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং প্রাপকদের ৭০ শতাংশের বেশি মহিলা। এই কর্মসূচিতে ৮ কোটি নতুন উদ্যোগপতি তৈরি হয়েছে। শুধুমাত্র ' যোজনার সাহায্যেই এই প্রথম ব্যবসা শুরু করেছেন তাঁরা - বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি তৃণমূলস্তরে অর্থনীতিতে প্রাণ আনতে মাইক্রো-ফিনান্সের শক্তির উল্লেখ করেন।যাঁরা আজ নিয়োগপত্র পেলেন তাঁদের উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবার এটা একটা সুযোগ। ২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত ভারত হওয়ার লক্ষ্যে দেশ এগিয়ে চলেছে। শ্রী মোদী বলেন, আপনারা আজ আপনাদের যাত্রা শুরু করছেন সরকারি কর্মী হিসেবে। এই যাত্রাপথে মনে রাখতে হবে সেই কথাগুলি যা আপনি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে অনুভব করতেন। সরকারের কাছ থেকে নব-নিযুক্তদের প্রত্যাশার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন আপনাদের দায়িত্ব অন্যদের প্রত্যাশা পূরণ করার। তিনি বলেন, আপনাদের প্রত্যেকে আপনাদের কাজের মাধ্যমে যে কোনওভাবেই একজন সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারেন। শ্রী মোদী কাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলার এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি করার প্রয়াসের ওপর জোর দেন। ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী নব-নিযুক্তদের বলেন যে নিয়মিত শেখার চেষ্টা করে যেতে হবে এবং তাহলে নতুন নতুন শিক্ষার প্রভাব পড়বে কাজে এবং ব্যক্তিত্বে। তিনি তাঁদের দক্ষতার উন্নয়ন করার জন্য অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম - ' Karmayogi'-তে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন।

দেশজুড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত আম্বেদকর জয়ন্তী, বাবাসাহেবকে শ্রদ্ধাঞ্জলি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল ঃ সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব ডক্টর বি আর আম্বেদকরের ১৩২-তম জন্মবার্ষিকী শুক্রবার দেশজুড়ে যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেশের সংবিধানের স্থপতি বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক বার্তায় বাবাসাহেবকে জ্ঞানের প্রতীক আখ্যা দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।বাবাসাহেব ডক্টর বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। শুক্রবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, পূজ্য বাবাসাহেবকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শত শত প্রণাম, যিনি সমাজের বঞ্চিত ও শোষিত অংশের ক্ষমতায়নের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। জয় ভীম! উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ও সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব ডক্টর বি আর আম্বেদকরের ১৩২-তম জন্মবার্ষিকীতে এক টুইট বার্তায় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তীতে দিল্লিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।

দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ১১,১০৯ ভারতে ৪৯-হাজারের উর্ধ্বে সক্রিয় রোগী, মৃত্যু ২০ জনের

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ বাড়তে বাড়তে ১১-হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে গেল। উদ্বেগ বাড়িয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১১,১০৯ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ২০ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৪৯,৬২২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ২০ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,০৬৪-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪২,১৬,৫৮৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪৬৭ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,২৫,১২০ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএম আর) জানিয়েছে, ১৩ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ২,২১,৭২৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নাড্ডার, বললেন সংবিধান স্থপতির দেখানো পথে এগিয়ে চলছে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিলঃভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা বি আর আম্বেদকরকে জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা। শুক্রবার সকালে দিল্লিতে আম্বেদকরের প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সংবিধানের স্থপতিকে শ্রদ্ধা জানান নাড্ডা। তিনি বলেছেন, সংবিধান স্থপতির দেখানো পথে এগিয়ে চলছে বিজেপি।জে পি নাড্ডা বলেছেন, বি আর আম্বেদকরকে দেখানো পথে এগিয়ে চলেছে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের প্রগতি ও উন্নতির জন্য আমরা কাজ করছি। নাড্ডা আরও বলেছেন, ডক্টর বি আর আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছে দেশ। দেশের উন্নয়নে তাঁর অবদান আমরা ভুলতে পারি না। তিনি ছিলেন ভারতীয় সংবিধানের স্থপতি।

মাফিয়া আসাদ ও শার্প শুটার গোলামের দেহ নিতে এল না পরিবার

ঝাঁসি(উত্তরপ্রদেশ), ১৪ এপ্রিলঃ মাফিয়া আতিক আহমেদের ছেলে আসাদ ও শার্প শুটার গোলামের মৃত্যুর প্রায় ২০ ঘণ্টা কেটে গেছে। দুপুর আড়াইটার দিকে দুজনের ময়নাতদন্তও হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত দুজনের পরিবারের কোনও সদস্য দেহ নিতে আসেনি।জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে কেউ না কেউ ঝাঁসি পৌঁছে দুজনের মৃতদেহ নিতে আসবে। বর্তমানে পুলিশের কাছে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে পরিচা বাঁধের কাছে এনকাউন্টারে দুজনের মৃত্যু হয়। সেখান থেকে দুজনের মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুর ২টা ২০ মিনিটে আসাদ ও গোলামের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। ডাঃ নীরজ সিং, শৈলেশ গুপ্ত এবং রাহুল পরাশর তিনজন ডাক্তারের দলে ছিলেন। পোস্ট মর্টেমের ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে।

জালিয়াতির মামলায় বিপাকে ডোনাল্ড ট্রাম্প, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবার জেরার মুখোমুখি

নিউইয়র্ক, ১৪ এপ্রিল ঃ আরও এক বার নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে যেতে হল আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। পর্নতারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ট্রাম্প ঘুষ দেওয়ার মামলার পর, এ বার ব্যবসা সংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন তিনি। বৃহস্পতিবার (স্থানীয় সময়) রাতে প্রায় ৭ ঘণ্টা ধরে রিপাবলিকান পার্টির নেতাকে তদন্তকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়।গত বছরের জানুয়ারি মাসে মাসে নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস জানিয়েছিলেন, তদন্তে তিনি দেখেছেন, একাধিক বার ট্রাম্পের সংস্থা ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সম্পত্তির অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়েছে আবার সেই সম্পত্তিরই দাম কম দেখিয়ে আয়করে ছাড় পেয়েছে। একাধিক বার ট্রাম্প সেই তদন্ত বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন বলেও অভিযোগ। তবে ৭ ঘণ্টার জেরা-পর্বের পরে ট্রাম্পের

মঙ্গল শোভাযাত্রায় মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, নৃগোষ্ঠীসহ সকল বাঙালি এক মোহনায়

শ্যামল সান্যাল,বাংলাদেশ(ঢাকা)ঃ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রধান উৎসব পহেলা বৈশাখ। এটা বাঙালির প্রাণের উৎসব। আর এই উসবের প্রাণভোমরা মঙ্গল শোভাযাত্রা। এই ' শোভাযাত্রা' ২০১৬ সালের ৩০ নভেম্বর জাতিসংঘ সংস্থা ইউনেস্কোর মানবতার অধরা বা অস্পর্শনীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান লাভ করে। উসবে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, নৃগোষ্ঠীসহ সকল বাঙালি এক মোহনায় মিলিত হয়। ফলে এই উৎসবের মূল চেতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বর্ষবরণ উসবের সাজ সাজ রব চলছে। ঠিক সেই মুহূর্তে উৎসবকে বাধাগ্রস্ত করতে আইনি নোটিশ পাঠানে হয়েছে। তবে আয়োজকসহ সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাবিদ, কবি-সাহিত্যিকরা বলছেন, মৌলবাদীদের আস্ফালনে মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধ নয় বরং বাঙালির প্রাণের এই উৎসব তার নিজস্ব গতিতেই চলবে।গত রবিবার, ৯ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ উদযাপনের অন্যতম আয়োজন মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধে রেজিস্ট্রি ডাকে আইনি নোটিশ পাঠান বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান। নোটিশের অনুলিপি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, ঢাকার জেলা প্রশাসক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিন বরাবর পাঠানো হয়েছে। নোটিশে বলা হয়েছে, পহেলা বৈশাখ বাঙালি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হাজার বছর ধরে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাঙালি জনগণ একে অপরের ধর্মকে সম্মান করে এই পহেলা বৈশাখ উদযাপন করে আসছে। কিন্তু অত্যন্ত দু ঃখের বিষয় এই যে, ' শোভাযাত্রা' নামে একটি কৃত্রিম কার্যকলাপ বাঙালি সংস্কৃতি পহেলা বৈশাখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূলত এই কৃত্রিম উদ্ভাবিত মঙ্গল শোভাযাত্রার সঙ্গে পহেলা বৈশাখের কোনও সম্পর্ক নেই।নোটিশে আরো বলা হয়, ' শব্দটি একটি ধর্মীয় সংশ্লিষ্ট শব্দ। সব ধর্মের লোকজন তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে ' প্রার্থনা করে থাকেন। এখন এই মঙ্গল শোভাযাত্রার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের দৈত্য আকৃতির পাখি, মাছ ও বিভিন্ন প্রাণীর ভাস্কর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে মুসলিম জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হচ্ছে, যা বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২-ক এর সরাসরি লঙ্ঘন। এটা দণ্ডবিধির (Penal Code) ২৯৫-ক ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধও।তাই নোটিশ পাওয়ার পর ' বেআইনি ও কৃত্রিম উদ্ভাবিত' মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হযেছে। অন্যথায় এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হবে বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়।মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধে আইনি নোটিশ নিয়ে শুরু হয়েছে সমালোচনার ঝড়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে অনেকে। তবে নোটিশের বিষয়টি আমলে নেয়নি মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ। এই ঘটনায় দেশের বিভিন্ন মাধ্যমের বিশিষ্টজনেরা বলছেন, মৌলবাদীদের আস্ফালনে মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধ নয় বরং বাঙালির প্রাণের এই উৎসব তার নিজস্ব গতিতে চলবে।মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধে আইনি নোটিশের বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে কবি ও সংগঠক আহমেদ শিপলু বিবার্তাকে বলেন, মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধে আইনি নোটিশের ঘটনায় আমরা ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এরইমধ্যে লেখালেখি করে প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমরা অবশ্যই এই নোটিশের বিরুদ্ধে। এই ধরণের নোটিশ বাঙালি সংস্কৃতির জন্য হুমকিস্বরূপ। কাজেই আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।তিনি বলেন, কোন একজনের নোটিশে মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে না বরং বাঙালি সংস্কৃতির এই উৎসব সুন্দরভাবে পালন করব।ভাস্কর ও কবি রিঙকু অনিমিখ বলেন, বাঙালির সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আমরা যেগুলো লালন করি তার মধ্যে সবচেয়ে ব। ঐতিহ্য হচ্ছে পহেলা বৈশাখ। অর্থাৎ জীবনে যদি ৩টা বড় উৎসবের কথা বলি, সেগুলো হলো দুই ঈদ আর পহেলা বৈশাখ। বৈশাখের এই উৎসবে তো ধর্মীয় কোন ঝামেলা হচ্ছে না। একটা দেশ তার নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে যে যেই ধর্মের লোক, সে সেটা পালন করবে। কাজেই ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিজস্ব সংস্কৃতি বাধা হতে পারে না। পৃথিবীর সব দেশেই কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতি পালন করছে। এক্ষেত্রে তারা যা ধর্ম, সেটাও পালন করছে। আমি

ময়দানে বার পুজো বড় নস্টালজিক

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ কয়েকদিন আগে এক বড় ক্লাবের কর্মকর্তা বললেন, পয়লা বৈশাখে আমাদের ক্লাবে চলে আসুন। বার পুজো হবে তো? জিজ্ঞাসা করলাম। হবে না মানে? বেশ ঘটা করেই হবে, বললেন তিনি। বার পুজোর কথা ভাবতে ভাবতেই কয়েক বছর আগের ময়দানের ছবিটা মনে পড়ল, আজ থেকে ৩০-৪০ বছর আগে বড় ক্লাবে কর্মকর্তাদের কথা। পুরনো সেই দিনগুলো। প্রাচীন হয়ে যাওয়া কাহিনী গুলো। ভোর হতে না হতেই ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের কর্মকর্তারা সবাই দলবেঁধে বেরিয়ে পড়তেন। কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে পান্ডাদের নিয়ে দোকানে গিয়ে ডালা সাজাতেন। তারপর ডালা নিয়ে একেবারে ময়দানের দরবারে হাজির। ততক্ষণের পূজা দিতে ভক্তরা লাইন দিয়েছেন অনেকের হাতেই খেরোর খাতা, ঝু।তিতে সিদ্ধিদাতা গণেশ। ময়দানের বড় ক্লাবের জন্য অবশ্য অন্য ব্যবস্থা আগেভাগেই করা থাকত। সটান তারা মায়ের কাছে পৌঁছে নতুন বছরের সাফল্য প্রার্থনা করতেন।বলতেন মা, এবার যেন ফুটবলে সব ট্রফি আমরা জিততে পারি। কেউ কেউ আবার ট্রফি জয়ের জন্য শর্ত আরোপ করতো। মা অন্তত তিন-চারটে ট্রফি পেলেই জোড়া পাঁঠা দেব। পূজো দিয়ে সোজা মাঠে। মা কালীর সিঁদুর লাগানো হতো ক্লাবের প্রবেশ দ্বারে, বার পোস্টে। ফুল মালায় মালায় সাজানো 'বার' এর শুদ্ধিকরণ এভাবেই করা হতো।সভ্য সমর্থকরা ভোর থেকেই ক্লাবের বাইরে ভিড় জমাতেন। বার পুজোর সময়টাতে বর্তমান ও প্রাক্তন খেলোয়াড়রা থাকতেন। এরপর বিকেল পর্যন্ত পুরো সময়টা লোকজনের আসা যাওয়া। ওই হুল্লোড় খাওয়া দাওয়া অবিরাম চলত। ওই সময়টা বার পুজোর পৃথক একটা সত্তা অনুভূত হওয়ার কারণ, এর আগে আগেই হয়ে যেত দলবদল। মোহনবাগানে যেবার গৌতম সরকার, শ্যাম থাপারা এলেন,সেই ৭৭ এর পহেলা বৈশাখ দারুন জমে গিয়েছিল। তখন কলকাতার ফুটবলে দলবদল নিয়ে সভ্য সমর্থকদের মধ্যে যে উন্মাদনা তা আজ আর নেই। দলবদলের সংজ্ঞা টাই এখন বদলে গেছে।খাঁটি মোহনবাগানি হয়েও অজয় শ্রীমানী ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল সচিব। সেই অজয় শ্রীমানি বার পুজো নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কিছুটা নস্টালজিক হয়ে বললেন,' এখন আর আমি ক্লাবে যাই না, যেতেও পারি না। কেউ ডাকেও না। ৬০- ৭০ সাল পর্যন্ত বার পুজো দেখেছি, দারুন উন্মাদনা ছিল। এখন সেসব মনে করলে বড় কষ্ট হয়। বর্তমানে তো শুনেছি কালীঘাটে পুজো দেয়া হয়। মাঠে পুরোহিতও আসে, জ্যোতিষও আসে। ওসব কথা থাক, সব ভুলে যেতে চাই।'দিন বদলেছে, ১০ বছর আগে মোহনবাগান তাবুতে বাংলা নববর্ষের দিনে স্বশরীরে হাজির হয়েছিলাম। সভ্য সমর্থকদের ভিড় হইচই হুল্লোর সব ছিল। ড্রেসিং রুমের বাইরে লোহার পায়া ওয়ালা লম্বা বেঞ্চ গুলোতে অনেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। ক্লাব সচিব অঞ্জন মিত্রের ঘরে অনেক চেনা অচেনা মুখের ভিড়। মুখ বাড়িয়ে শুভ নববর্ষ জানাতেই বললেন,'আরে!খেয়ে যাবে কিন্তু।' ভরপুর আন্তরিকতা। ঠিক তার ঘরের বাইরে প্রশস্ত হল ঘরের মাঝে বিশালাকাল লম্বা টেবিলের দু' দিকে তখন পাত পেড়ে চলেছে খাওয়া-দাওয়া।পাতে গরম লুচি, আলুর দম, কমলা ভোগ পড়ছে। তার মধ্যেই প্রাক্তন ফুটবলার কেউ কেউ আসছেন, গল্প করছেন আবার চলেও যাচ্ছেন পাশের ইস্টবেঙ্গলে।একই রকম দৃশ্য ময়দানের বড়র পাশাপাশি মাঝারি ও ছোট ক্লাবে। মুসলিম অধ্যুষিত মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবেও বার পুজো হয় বেশ ধুমধামের সঙ্গেই। কামনা এটাই, বছরের বাকি দিনগুলোও যেন সবাই এভাবেই রঙিন হয়ে কাটাতে পারে। ময়দানে খিদিরপুর ক্লাবের পাশেই ছিল বিড়লা ক্লাব। ওখানেই একসময় গোলকিপার তৈরীর কারিগর পটা গুপ্ত এবং তার ভাই বুড়ো গুপ্তর আড্ডা ছিল। পটাদা সারা বছর হাটু পর্যন্ত ধুতি আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো সাদা হাফ শার্ট পরে ঘুরে বেড়াতেন। সকালে শুধু জামাটা খুলে গোলকিপারদের নানা টেকনিক শেখাতেন। পটাদার গোলকিপার ট্রেনিং সেন্টারেও নববর্ষের সকালে কালীঘাট মন্দিরের পুজো দেয়ার পর হইচই এর শেষ থাকতো না। বিড়লা তাবুর বাইরে রান্না হতো। পটাদা খুব ভালো রান্না করতে পারতেন। নিউমার্কেট থেকে মাছের কাঁটা কিনে আনা হতো। কাঁটা চচ্চড়ি মাংস আর ভাত। পুরুষ ও মহিলা ফুটবলাররা বড় আনন্দ করে খাওয়া দাওয়া করতেন। সেই পটা দাও আজ অতীত ইতিহাস। এখন সেদিনের অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে।হারিয়ে গেছে ময়দানি জৌলুস। ময়দানের বার পুজো আছে। তবু যেন অনেক কিছুই থেকেও নেই।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৫এপ্রিলঃশনিবার, ১ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৫এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৯.০৭ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৭.০৭এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৭৭শতকরা এবং ২৪শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার । জোয়ার- সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত-৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ২০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ৫৬মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। শুভ দিন হবে
বৃষভ রাশিঃ স্ত্রী আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। শুভ
মিথুন রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে
কর্কট রাশিঃযেহেতু আপনি কিছু অসুবিধার সামনা করতে পারেন তাই আপনার ভারসাম্য বজায় ।
সিংহ রাশিঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। সংসারে শান্তি ফিরবে।
কন্যা রাশিঃকিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর
তুলা রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হোন, বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা।শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃস্বাস্হ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে- ।শুভ
ধনু রাশিঃআপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। সংসারে শান্তি
মকর রাশিঃবাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। আজ, আপনি একটি দলের কোনও ব্যক্তির মুখোমুখি হতে পারেন যিনি আপনাকে আপনার অর্থনৈতিক দিকটি
কুম্ভ রাশিঃআধ্যাত্মিকের পাশাপাশি শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা লাভজনক প্রমাণিত হবে। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। শুভদিন
মীন রাশিঃস্বাস্হ্যের জন্য অবশ্যই যত্নের প্রয়োজন। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না। আপনার পরিবারের প্রতি সঠিক সময় দিন। তাঁদেরকে বুঝতে দিন যে আপনি তাঁদের জন্য পরোয়া করেন। আপ

ভারতের সংবিধানের রূপকার ড. বি. আর. আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকীতে নবান্নে সশ্রদ্ধ প্রণাম রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়ের।

এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে লোকাল থিম বেস অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ হাওড়া জেলার দাশনগর সি টি আই সেমিনার হলে স্মল ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়নে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হল। স্মল ইন্ডডাসটি এলাকা পরিদর্শন করেন প্রতিনিধিবৃন্দ। তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। রেইসিং ভয়েস ফাউন্ডেশন এর আয়োজনে, নেহেরু যুব কেন্দ্র হাওড়ার আর্থিক সহায়তায় এই আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হল। এফএএসআইআই এর পক্ষে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয় এই আলোচনচক্রে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের এই আলোচনাচক্র শিবিরে। এই আলোচনাচক্র শিবিরে হাওড়া জেলার উচ্চ শিক্ষিত, পারিবারিক অশান্তির শিকার নির্যাতিত কয়েক্ জন মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ জনের অধিক এই লোকাল থিম বেস প্রোগ্রাম এ উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় লোকাল থিম বেস প্রোগামের উপর আলোকপাত করেন। নেহেরু যুব কেন্দ্র হাওড়ার পক্ষে অরুণিমা, রেইসিং ভয়েস ফাউন্ডেশন এর পক্ষে মৌমিতা দাস, আইনজীবি ইয়াসমিন খাতুন সহ দেবদত্ত বন্দ্যোপাধায, শৈলেশ্বর পাণ্ডা সহ আরো অনেকে। এলাকায় এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলার জন্য এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে। আলোচকগন পর্যায়ক্রমে নানান ধরনের তথ্য সহ আলোচনা করেন। এই শিবিরে উপস্থিত অংশগ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলারা বলেন এই শিবিরে উপস্থিত থেকে আমরা যথেষ্টই সমৃদ্ধ হলাম। এই ধরনের শিবির ধারাবাহিক ভাবে হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত হলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর চেহারার আমূল পরিবর্তন হবে।

চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন সন্ন্যাসীদের গাজন উৎসব পালন

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৪ এপ্রিল ঃ গ্রাম বাংলা থেকে এখন গাজন প্রায় বিলুপ্তির পথে, এখনো বেশ কিছু গ্রাম বাংলায় গাজন হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে এই উপলক্ষ্যে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এক সপ্তাহ ধরেই চলে গাজন সন্ন্যাসীদের ব্রত পালন করতে দেখা যায়। চৈত্র মাস জুড়ে তারা অধিবাস পালন করে ৫০ থেকে ১০০ জন গাজন সন্ন্যাসীরা ধুতি পড়ে গামছা গায়ে দিয়ে শিব মন্দিরে নানা নিয়মকানুন পালন করে। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন হাতে ত্রিশূল নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্রত পালন করে চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়কের ঝাঁপ হয় এমনও নিয়ম আছে কোথাও আছে বাসি চড়ক পুকুরের মধ্যে সন্ন্যাসীরা কয়েক ঘন্টা ধরে জলের তলা থেকে চড়কের কাঠ খোঁজে ও সংক্রান্তিতে শিবের গাজন করে ঢাকের তালে তালে শিব মন্দিরের সামনে গাজন সন্ন্যাসীরা নৃত্য করে। মূল গাজন সন্ন্যাসী জানালেন শিবের গাজন ব্রত পালন করার জন্য আমাদের অনেক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় কঠোর নিয়মকানুন। হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা চড়কতলায় ও মাকালতলায় হয় চৈত্রের গাজন এছাড়া রঘুনাথপুর অঞ্চলে হয় গাজন উত্তরপাড়ায় তালপুকুর এলাকাতে গাজন সন্ন্যাসীরা নিয়ম ব্রত পালন করে এছাড়া আরো কয়েকটি জায়গায় গাজন সন্ন্যাসীরা চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন ব্রত পালন করে। হুগলির গ্রামাঞ্চলে এই দিনে হয় গাজন উৎসব গাজন উৎসবকে ঘিরে প্রচুর মানুষের ভিড় করে হয় মেলা চৈত্র সংক্রান্তিতে।

লিলুয়ায় গ্রেফতার গাঁজা চক্রের মূল পান্ডা সহ চার, উদ্ধার ৬৩৮ কেজি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ হাওড়ার লিলুয়ার কোনা হাইরোডে সিআইডি'র নার্কোটিক বিভাগের জালে এবার এক আন্তঃরাজ্য গাঁজা পাচার চক্র। গ্রেফতার চক্রের মূল পান্ডা সহ চার। উদ্ধার প্রায় ৬৩৮ কেজি গাঁজা। আন্তঃরাজ্য গাঁজা পাচার চক্র এবার গোয়েন্দা পুলিশের জালে। হাওড়ার লিলুয়ার কোনা হাইরোডে সিআইডি'র নার্কোটিক বিভাগের জালে ধরা পড়ে আন্তঃরাজ্য ওই গাঁজা পাচার চক্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে লিলুয়ার কোনা হাইরোডের ধারে একটি গোডাউনে লিলুয়া থানাকে সঙ্গে নিয়ে হানা দেন সিআইডি'র আধিকারিকরা। হাতেনাতে ধরা পড়ে ওই চক্রটি। এক দুষ্কৃতী পালিয়ে গোডাউনের পাশের একটি জলাশয়ে ঝাঁপ দেয়। সেখান থেকেই সিআইডি অফিসারেরা গোডাউনের মালিক বাবু পাল সহ ওড়িশার তিন বাসিন্দা বিশ্বজিত গেড়ি ওরফে রাজা, প্রশান্ত পাত্র এবং গোবিন্দ সাহুকে গ্রেফতার করে। উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ (প্রায় ৬৩৮ কেজি) গাঁজা। জানা গেছে, ওড়িশার গঞ্জাম জেলা থেকে আনা হতো গাঁজা। এখানেই প্যাকিং করে হাইওয়েকে ব্যবহার করে বিভিন্ন জেলায় ও রাজ্যে গাঁজা পাচার করা হতো। আরও অভিযোগ, বেশ কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে চক্রের মূল পান্ডা এই গোডাউন ও সংলগ্ন বাড়ি কিনেছিলেন। গোডাউন থেকে দুটি বিলাসবহুল চার চাকা গাড়ি ও তিনটি বাইক উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে গাঁজা মাপার যন্ত্র ও প্যাকেজিং এর বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জামও। ঘটনার তদন্ত চলছে। ধৃতদের শুক্রবার হাওড়া আদালতে তোলা হয়।

দণ্ডি কাণ্ড ঃ আবার চিঠি সুকান্তের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ দণ্ডি কাণ্ডে তফশিলী উপজাতি (এসটি) কমিশনের চেয়ারম্যানকে ফের চিঠি লিখে প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, মূল অপরাধীকে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে এসটি কমিশনের কাছে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন সুকান্তবাবু। বিতর্কের সূত্রপাত গত ৬ এপ্রিল। রাতে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন বিধানসভা জেডপি-১২ মণ্ডলের গোফানগরে কয়েকজন মহিলা বিজেপিতে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই তৃণমূলে ছিলেন বলে দাবি করে বিজেপি। সেই ঘটনার চব্বিশ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই তপনের জেডপি-১২ মণ্ডলের গোফানগর থেকে শুক্রবার বালুরঘাট শহরে আসেন বিজেপিতে যোগদানকারীরা। তাঁরা বেশ কিছুটা রাস্তা দণ্ডি কেটে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে যান। সেখানে তৎকালীন জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর হাত থেকে ফের তৃণমূলের পতাকা তুলে নেন। দণ্ডির ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই দানা বাধে বিতর্ক। বিজেপি গোটা ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে। রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ দাবি করেন। জাতীয় এসটি কমিশনেও চিঠি লিখে অভিযোগ জানান। পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হয় ২ তৃণমূল নেতাকে। ফের এসটি কমিশনে চিঠি লিখলেন।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে চৈত্রের গাজন গান জয়নগর সহ সুন্দরবনে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৪ এপ্রিল ঃ রাত পোহালেই বাংলা নববর্ষের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেবে আপামর বাঙালি। আসছে আরও একটা নতুন বছর। আর এই বছরের আগে আমরা সবাই জানি, চৈত্র মাস। এই চৈত্র মাস নববর্ষের আগে আজও গ্রাম বাংলার গাজন গানের মধ্য দিয়ে মেতে ওঠে গ্রাম বাংলা। তবে সে ভাবে আর আগের মত গ্রামে গাজন উৎসব দেখা যায় না। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেশ কিছু এলাকায় আজও সেই রীতিতে চৈত্রের শেষে গাজন উৎসবের দেখা মেলে। তবে বাংলার লোকসংস্কৃতির মধ্যে গাজন উৎসব অন্যতম। তবে বর্তমানে আধুনিকতার যুগে সেই পুরানো প্রাচীন সংস্কৃতি এখন অবলুপ্তের পথে। তবে এই গাজন উৎসব চৈত্রের শেষে বৈশাখের আগে গ্রামবাংলায় শুরু হয় গাজন গান। নানান নাচ গানে জমিয়ে দেন শিল্পীরা বিভিন্ন সাজ পোশাকের মাধ্যমে মেতে ওঠেন শিল্পীরা। চৈত্র সংক্রান্তির গাজন মূলতঃ শিব ঠাকুরকে ঘিরেই তাই চলতি ভাষায় গ্রাম বাংলার মানুষরা একে চৈত্র গাজন বলে অভিহিত করেছে। বিভিন্ন গ্রামের মানুষেরা এই কাজের সঙ্গে এই কটা দিন অন্য কাজ ভুলে এই কাজেই লিপ্ত হয়। চৈত্রের শুরু থেকেই চলে এর প্রস্তুতি। সাধারণত শিবকে নিয়েই বানানো হয় নানান ধরনের গান। নানান সাজে সেই গান পরিবেশন করেই মানুষের মধ্যে আনন্দ দিয়ে থাকে তাঁরা। তবে দক্ষিণ

২৪ পরগনার জয়নগর ও বকুলতলা থানা এলাকার ময়দা, জয়নগর, দক্ষিন বারাশত, বহড়ু, রাজাপুর, বামুনগাছি, ফুটিগোদা, নিমপীঠ, শাহজাদাপুর, বাইশহাটা সহ বহু এলাকায় চৈত্রর শেষ চারদিন ধরে চলে এই ধরনের গাজন গান। চড়কের দিন এই গাজন গান শেষ হয়। তবে দিনে দিনে সংখ্যাটা অনেক কমে আসছে গ্রামের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষরাই মূলতঃ গাজন গান কে কেন্দ্র করে শিবকে উপাসনা করেন। প্রাচীন ধ্যান ধারনা অনুযায়ী শিবকে সন্তুষ্ট করতে শিবকে নিয়েই গান লেখা হয় আর তা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন এলাকায় শিবের মহিমা হিসাবে প্রচার করা হয় গাজন গানের মধ্যে দিয়ে।

হাওড়া জেলাতেও চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ, 'লু' এর সতর্কতায় দুপুরে রাস্তায় লোকজন কম

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ গরমে অতিষ্ট মানুষ। হাওড়া জেলাতেও চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। 'লু' এর সতর্কতায় দুপুরে রাস্তায় লোকজন কম। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি হাওড়াতেও চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। সকালের দিকে রাস্তাঘাটে মানুষের ভিড় চোখে পড়লেও দুপুরের পর থেকে রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে চলা তাপপ্রবাহের জেরে নাজেহাল অবস্থা সকলের। কলকাতা, হাওড়া সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে তীব্র গরমে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। হাওড়াতেও একই চিত্র সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে। হাওড়ায় রাস্তাঘাটে লোকজন কম। তবে যারা প্রয়োজনে বেরিয়েছেন তাদের দেখা যাচ্ছে ডাবের জল, শরবত, ঠান্ডা পানীয়তে চুমুক দিতে। এই দাবদাহে তৃষ্ণার্ত মানুষ ঠান্ডা জল, লস্যি, ডাব, আইসক্রিম এসমস্ত ঠান্ডা পানীয় বেশি পরিমাণে পান করছেন। এখনই হাওড়ার তাপমাত্রা প্রায় ৪১ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তীব্র তাপদাহ চলবে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। এই গরমে সকলকে বেশ কিছু সতর্কতা মেনে চলার কথাও বলা হয়েছে। অন্যদিকে, চৈত্রের দাবদাহে পথযাত্রী ক্লান্ত অবসন্ন মানুষের সুরাহায় হাওড়া পৌরনিগম বিভিন্ন জনবহুল অঞ্চলে (নিগমের অন্তর্গত প্রতি বিধানসভা অঞ্চলে আপাতত ১ টি হিসাবে) পানীয় জলের ট্যাঙ্কার বরাদ্দ করল। পৌরনিগম সূত্রের খবর, উত্তর হাওড়ার হরগঞ্জ বাজার, দক্ষিণ হাওড়ার বকুলতলা বাজার, মধ্য হাওড়ার হাওড়া ময়দান সংলগ্ন এলাকা এবং শিবপুর কেন্দ্রের ইছাপুর-শানপুর অঞ্চলে ওয়ার্ড ২২ ও ওয়ার্ড ৪৯ সংযোগস্থলে মানুষের স্বার্থে এই পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

যানজট মুক্ত জয়নগর শহর আদৌ কি হবে এই প্রশ্নই ঘুরছে জয়নগরের আনাচে কানাচে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৪ এপ্রিল ঃ যানজট মুক্ত জয়নগর শহর আদৌ কি হবে এই প্রশ্নই ঘুরছে জয়নগরের আনাচে কানাচে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর মজিলপুর একটি প্রাচীন অন্যতম শহর। আর জয়নগর থেকে কলকাতা যাওয়ার ট্রেন ছাড়া একমাত্র সড়ক পথ এই কুলপি রোড। এই কুলপি রোডের উপর পড়ে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার বেশ কিছুটা এলাকা। এই এলাকার ব্যস্ততম মোড় মিত্রগঞ্জ মোড় ও স্টেশন বাজার মোড়। যানজটের কারণে নাকাল সাধারণ মানুষ থেকে গাড়িচালক, স্কুল পড়ুয়া নিত্যযাত্রী। এই সমস্যা নিত্যদিনের। তবুও কোনভাবেই রেহাই মিলছে না। কবে যে মিটবে এ সমস্যা তার উত্তর কারোর কাছে নেই। দিনে দিনে বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা। কিন্তু এই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে সংকীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে আর যার জেরে নাকাল জয়নগর সহ আশেপাশের এলাকার মানুষ। তবে এই জয়নগর এলাকার সার্বিক সবরকমের উন্নয়নের নিরিখে এই সংকীর্ণ রাস্তার জন্য অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে জয়নগর তা মানছেন জয়নগরবাসী। সাংস্কৃতির ঐতিহ্যের নিরিখে অনেকটাই কিন্তু এগিয়ে জয়নগর। এই এলাকায় বহু শিক্ষাবিদ, বিপ্লবী থেকে শুরু করে ইতিহাস বিদের জন্ম হয়েছে। পাশাপাশি নাচ-গান নাটক চর্চায় দেখা মেলে এই জয়নগর এলাকাতে। এই জয়নগর এলাকায় যতটা প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে তার পাশাপাশি জয়নগরের নাম বিশ্বজোড়া। শীত পড়তেই এই এলাকার মোয়ার টানে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসে এই জয়নগরে। কলকাতা থেকে এই জয়নগরের দূরত্ব মাত্র ৪০ কিলোমিটার। আর তার মধ্যে এই জয়নগরে এই রাস্তার সংকীর্ণ হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত এলাকার মানুষ যানজটের শিকার হচ্ছে। স্কুল টাইম থেকে অফিস টাইম এই রাস্তা দিয়ে পার হতে গিয়ে অনেকটা সময় কেটে যাচ্ছে। অনেক সময় স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে স্কুল পড়ুয়াতে এই যানজটের কারণে। এই যানজট থেকে নিস্তার পায় না রোগী সহ এম্বুলেন্সও। বহু বছর বাম সরকারের আমলে জয়নগর কুলতলি ছিলো এসইউসিআই- এর বিধায়ক ও বামফ্রন্টের সাংসদ। পরিবর্তনের হাওয়ায় এখন সব

কিছু তৃণমূলের দখলে। এমনকি ১৫৪ বছরের প্রাচীন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার শাসনভার গত এক বছর ধরে তৃনমূলের দখলে। অথচ শাসকদলের এই নিয়ে পরিকল্পনার অভাবে ভুগছেন কয়েক হাজার মানুষ। সুন্দরবনের কুলতলি যেতে গেলে এই জয়নগর মজিলপুর স্টেশন হয়ে সড়কপথে যেতে হয়। অথচ অল্পপিত ভাবে অটো, টোটো, ম্যাজিক, মোটর ভ্যান, ট্রেকার ও বাসের বেপরোয়া ভাবে জনবহুল মোড়ের ওপর ট্রেন আসলে দাঁড়িয়ে থাকার কারনে যানজট বিশাল আকার নেয়। জয়নগর সাব ট্রাফিকের পক্ষ থেকে যানজট মুক্ত করার চেষ্টা করা হলেও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের স্বদিইচছার অভাবে আজ ও জয়নগরে যানজটে থমকে গেছে উন্নয়ন। এলাকার মানুষেরা চান জয়নগরকে যানজট মুক্ত করতে রাজনৈতিক দলগুলো এগিয়ে আসুক। ভোট আসলে যানজট নিয়ে তারা শুধু ভাষণ দেয়। আর তাদের জন্য আজ যানজটমুক্ত হতে পারলো না প্রাচীন এই প্রাচীন জয়নগর। আমরা চাই যানজট মুক্ত শহর হোক জয়নগর। যদিও এই ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল জানিয়েছেন, এই সমস্যার একমাত্র পথ ফ্লাইওভারব্রিজ। আর এই ওভারব্রীজ করলে তবেই মিটবে এই সমস্যা। তবে আমরা স্টেশন মোড়ে ছোট ছোট গাড়ি রাখার একটা স্ট্যান্ড করার চিন্তাভাবনা করছি। আমরা ও চাই জয়নগর যানজটমুক্ত শহর হোক।

নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্য বিশেষ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ সাম্প্রতিক কালে রাজ্যে বিভিন্ন পুরসভায় কর্মী নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার বিশেষ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে। পুরসভায় নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মী ও আধিকারিকদের চুক্তি পুনর্নবীকরণের কাজে এবার জেলা শাসকদের যুক্ত করা হচ্ছে। এতদিন রাজ্যের পুরদফতর একক ভাবে এই সংক্রান্ত বিষয় দেখভাল করত। দফতরের তরফে এক নির্দেশিকায় জানানো হযেছে, পুনর্নবীকরণে কোনও ফাইল কোনও পুরসভা আর সরাসরি রাজ্যের পুরদফতরে পাঠাতে পারবে না। পুরসভাগুলি সংশ্লিষ্ট জেলাশাসককেই প্রস্তাব পাঠাবে। খতিয়ে দেখে ফাইল তিনিই পাঠাবেন রাজ্যের পুরদফতরে। উল্লেখ্য, এর আগেই রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছিল যে, এবার থেকে রাজ্যের সব পুরসভায় সমস্ত পুরকর্মী নিয়োগ হবে জেলাশাসকের নজরদারিতে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, চুক্তিভিত্তিক কর্মী ও আধিকারিকদের চাকরি পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছতা রাখতে জেলাশাসকদের নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পকে বাতিল করছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকার শিলিগুড়ির গজলডোবায় ভোরের আলো পর্যটন প্রকল্পের মধ্যে পুকুরকে ঘিরে একটি প্রস্তাবিত প্রকল্পকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পুকুরকে ঘিরে এক মাসের মধ্যে চারটি ফিশিং ডেক তৈরির পরিকল্পনা করে গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারি পর্যটন দপ্তর দরপত্র ডাকলেও নির্ধারিত ২৭ এ মার্চের মধ্যে কোন সংস্থা দরপত্রে অংশ না নেওয়ায় তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। প্রকল্পটি বাতিল ঘোষণা করে পর্যটন দপ্তরের তরফে গত দশই এপ্রিল নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রকল্পটির জন্য রাজ্য সরকার ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল।

আজ থেকে সাধারণের জন্য খুলছে রাজভবন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ আজ বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখের দিন থেকে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে যাচ্ছে কলকাতার রাজভবন। রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস আগেই একে 'জন রাজভবন' করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সেইমত ওই দিন সকালে হেরিটেজ ওয়াক-এ সাধারণ মানুষ রাজভবন ঘুরে দেখতে পারবেন। পাশাপাশি বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে রাজ্য ভবনের তরফে একাধিক কর্মসূচিরও আয়োজন করা হচ্ছে। সকালে ১০০০ এনসিসি ক্যাডেটকে নিয়ে বর্ণময় একটি দৌড়ের সূচনা করবেন রাজ্যপাল। পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের এনসিসি ক্যাডেটদের ওই দৌড়ের পাশাপাশি রাজ্যপালের সাইকেল ব্রিগেডের ২০০ জন সদস্যকে নিয়ে একটি সাইকেল র‍্যালির ও আয়োজন করা হয়েছে। বিকেলে রাজ ভবনে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্টদের উপস্থিতিতে বাংলার বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী সংগীত ও নৃত্যের ঘরানাকে তুলে ধরা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

কেটে ফেলা হচ্ছিল একের পর এক গাছ, পুলিশ নিয়ে হাজির হলেন বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, পোলবা, ১৪ এপ্রিল ঃ কেটে ফেলা হচ্ছিল একের পর এক গাছ। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ নিয়ে হাজির হলেন তৃণমূল বিধায়ক। পোলবা সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশে প্রকাশ্য দিবালোকে অবাধে চলছিল বড় বড় আম গাছ কেটে ফেলা। স্থানীয়দের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে পোলবা থানার পুলিশকে নিয়ে শুক্রবার ওই এলাকায় যান চুঁচুড়া তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন ভ্যানেতে কাটা গাছ মজুত করা হয়েছে। কার নির্দেশে গাছ কাটা হচ্ছে? মালিক কে? গাছ কাটার কোনও অনুমতি আছে কিনা তা দেখতে চান বিধায়ক। যদিও কোনও কাগজই যে ব্যক্তিরা গাছ কেটেছেন, তাঁরা দেখাতে পারেননি। এরপরেই পুলিশকে বিধায়ক বলেন, গ্রেফতার করুন ওদের। বিধায়কের নির্দেশ পেয়ে পুলিশ পাঁচ জনকে আটক করে নিয়ে যায়। যদি এই ঘটনার পর অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন বিধায়ক গিয়ে গাছ কাটা বন্ধ করছেন। তাহলে পুলিশ বা স্থানীয় পঞ্চায়েতের নাকের ডগায় কিভাবে চলছিল রমরমিয়ে এই গাছ কাটা? কেনই বা তারা কোনও খবর পেলেন না? বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, পোর্ট ক্লাবে একটি রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলাম। একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ফোন করে জানান সুগন্ধা পঞ্চায়েতের পাশে বিরাট বড় আমবাগান রয়েছে সেখানে অবাধে গাছ কাটা চলছে। খবর পাওয়া মাত্রই আমি থানায় ফোন করি ও তৃণমূল কর্মীদেরও ফোন করি। সেখানে গিয়ে দেখতে পাই অবাধে গাছ কাটা চলছে। যিনি খবর দিয়েছেন তাকে ধন্যবাদ জানাই। বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে একজন মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছেন। গাছ কাটা, পুকুর ভরাট করা এগুলি সমাজের পক্ষে অমঙ্গল। অমঙ্গল কাজ আমাদের সরকার করতে দেবে না, আমিও করতে দেব না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি প্রতিরোধ করব। স্থানীয়দের বলব আপনারাও রুখে দাঁড়ান। যদিও বিধায়কের গাছ কাটা আটকানোকে কটাক্ষ করে হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, সুগন্ধায় বেআইনিভাবে গাছ কাটা, মাটি কাটা, বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট এগুলো নতুন কিছু নয়। বহু বছর ধরে চলে আসছে। এর বিরুদ্ধে বিজেপি বহুবার প্রশাসনের কাছে গিয়েছে কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। কারণ এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে মদত রয়েছে তৃণমূলেরই বহু নেতা নেত্রীদের। বিধায়ক এই কারণেই রাস্তায় বেরিয়ে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করছেন। কারণ ওখানে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে মানুষ তৃণমূল থেকে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিজেপি -র দিকে আসতে শুরু করেছেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। কারণ সেখানকার মানুষ জানেন ভোট চলে গেলেই আবার গাছ কাটা হবে, পুকুর ভরাট করা হবে মাটি কাটা হবে। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে যোগ্য জবাব তৃণমূল ও বিধায়ক পেয়ে যাবেন।

কেএমসি- এর কর্মচারী ও আধিকারিকরা সংগঠনের পক্ষ থেকে ড. বি আর আম্বেদকরের ১৩৩ তম জন্মদিন পালন করলেন।

গরমের দাপটে দুর্বিষহ অবস্থা তিলোত্তমায়, দক্ষিণবঙ্গে চলবে তাপপ্রবাহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গজুড়ে গরম একটুও কমেনি, উল্টে রোদের তেজ বেড়েই চলেছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ইতিমধ্যেই গ্রীষ্মের মতো গরমের দাপট শুরু হয়ে গিয়েছে। তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। অন্ততপক্ষে আগামী পাঁচ দিন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে আবহাওয়া। তাপপ্রবাহ চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী সোমবার পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে। এ ছাড়াও সোমবার পর্যন্ত প্রতি দিনই দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে। বাদ যাবে না পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়াও। ঘর্মাক্ত গরমে রীতিমতো নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গের মানুষজন, কলকাতার অবস্থাও দুর্বিষহ। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ১৭ তারিখের পর অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী দু'দিন দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় 'সামান্য পরিবর্তন' হতে পারে। তবে কী পরিবর্তন হবে, গরম কমবে কি না, বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা আগামী সপ্তাহে আছে কি না, তা স্পষ্ট করা হয়নি। তাপপ্রবাহের কারণে আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

স্ত্রীকে মেরে ফেলার চেষ্টা, ধৃত স্বামী

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৪ এপ্রিল ঃ স্ত্রীকে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগে ধৃত স্বামী, জয়নগর থানা এলাকায়। ধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হল। জয়নগর থানার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া নিজ এলাকার বাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার বাপী সেখ নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার এসআই তন্ময় দাস সহ পুলিশের টিম। গত বুধবার জয়নগর থানায় জনৈক এক গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর স্বামীকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বারুইপুর মহকুমা আদালতের বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে রেখে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তদন্তকারী পুলিশ।

তারকেশ্বরে মন্ত্রপূত জল আর তেলেই নাকি হচ্ছে চৎমকার, সেরে যাচ্ছে ফোঁড়া থেকে দুরারোগ্য ক্যান্সার

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, ১৪ এপ্রিল ঃ মন্ত্রপূত জল আর তেলেই নাকি হচ্ছে চমকার। সেড়ে যাচ্ছে ফোঁড়া থেকে দুরারোগ্য ক্যান্সার। মানুষের মধ্যে এমনই কুসংস্কার ছড়ানোর অভিযোগ উঠল তারকেশ্বরের এক পরিবারের বিরুদ্ধে। আর এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়ালেন গ্রামের মহিলারাই। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ওই গ্রামের এক পরিবার নাকি অপপ্রচার চালাচ্ছে, মন্ত্রপূত তেল আর জল দিয়েই ভাল হয়ে যাচ্ছে শরীরের সব রোগ। কোনও ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে যাওয়ার দরকার হবে না, এমনই কুসংস্কার ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, কিছুদিন আগে নাকে এক হার্ট অ্যাটাকের রোগীকে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে, মন্ত্রপূত জল আর তেল দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যদিও সেই রোগী বিনা চিকিসায় বাড়িতেই মারা যায়। এইসব দেখেই বেজায় চটেছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় কুসংস্কার ছড়ানোর চেষ্টা করছে ওই পরিবার। অথচ ওই পরিবারের নিজেদের কারও শরীর খারাপ হলে তাঁরা হাসপাতালে বা চিকিৎসকের কাছেই যান। গ্রামবাসীদের দাবি, এই ধরনের অপপ্রচার বন্ধ হোক এবং প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। যদিও যে পরিবারের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠছে, সেই পরিবারের দাবি তারা ধর্মের পথে চলেন। আর সেই পথে চলেই তাদের পরিবারের সবাই সুস্থ ও নিরোগ রয়েছে। কোনও অপপ্রচার চালানো হচ্ছে না বলেই দাবি ওই পরিবারের। এদিকে এই ঘটনায় গ্রামের বাসিন্দারা প্রথমে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে ও পরে থানারও দ্বারস্থ হন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য পতিত দাস বলেন, 'গ্রামের মানুষের কাছে কুসংস্কার ছড়ানোর অভিযোগ পেয়েছি এবং বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।' বিষয়টি নিয়ে তারকেশ্বর ব্লক হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক সুমন্ত সাহা মণ্ডল বলেন, 'এই ধরণের ঘটনা কখনই কাম্য নয়। সরকার সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যে বা যারা এই ধরণের কুসংস্কার ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য দফতর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।'

পয়লা বৈশাখেও নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন চলবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ তীব্র গরমেও তাঁদের আন্দোলন একইভাবে চলছে। দাবি একটাই, নিয়োগ চাই। নতুন বছরকে তাঁরা আন্দোলন মঞ্চ থেকেই স্বাগত জানাবেন। নিয়োগের দাবিতে পয়লা বৈশাখের দিন মাতঙ্গিনী মূর্তি ও গান্ধী মূর্তিতে চাকরির দাবিতে অবস্থান করবেন বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা। নিয়োগপত্র হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে এভাবেই তাঁরা অবস্থান চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। নিয়োগের দাবিতে কোথাও সাড়ে সাতশো দিন, তো কোথাও আড়াইশো দিনের বেশি অবস্থান বিক্ষোভ করছে এসএসসি, প্রাইমারি, গ্রুপ ডি সহ একাধিক বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের সংগঠন। প্রচণ্ড শীতেও তাঁরা খোলা আকাশের নীচে দিন-রাত কাটিয়েছেন। বর্ষায় ভিজেছেন। তাঁদের আন্দোলন তাতে আরও জোরদার হয়েছে। মাতঙ্গিনী মূর্তি থেকে গান্ধী মূর্তি চিত্রটা একই। তীব্র গরমে যখন শহর কলকাতা পুড়ছে তখন তা উপেক্ষা করেই অবস্থানে বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা। এমনকি পয়লা বৈশাখের দিনও একইভাবে অবস্থান বিক্ষোভ করবেন বলে জানিয়েছেন তারা। ২০১৪ সালে প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা শুক্রবার বলেন, নিয়োগপত্র না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৩৩ সংখ্যা, শনিবার, ১ বৈশাখ, ১৪২৯

বাংলা ভাষা ও নববর্ষ

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষা শুরু হতেই বাংলার নববর্ষের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় এসে ব্যবসা শুরু করলে তারা তখন থেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ করে নিয়েছিল যে বাংলাকেই অধিকার করতে হবে। বাংলা অধিকার করা যেতে ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আরব ব্যবসাদারদের কাছ থেকে অধিক মূল্য দিয়ে পণ্য ক্রয় করতে হবে না। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। সেখান কলকারখানা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার ফলে অধিক পরিমানে কাঁচা মালের প্রয়োজন রয়েছে। সেই কাঁচা মাল সংগ্রহ করতে হবে বাংলা থেকে। তারপরে সারা ভারত অধিকার করে ভারত থেকে পণ্য বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হবে। এইরকম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল ইংরেজরা আগে থেকেই। ফরাসিদের কোনঠাসা করতে তারা তখন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইংরেজদের সময় থেকেই বাংলা ভাষার উন্নতি লাভ করতে শুরু করে। বাংলার ভাষার উন্নতির মূলে যিনি ছিলেন তিনি হলেন উইলিয়াম কেরি। উইলিয়াম কেরি না থাকলে বাংলা ভাষা কবে প্রকাশ পেত তা বলা খুবই মুশকিল। সাহেবদের হাত ধরে বাংলা প্রকাশ পেতে শুরু করে। সেই বাংলা ভাষাকে এরও বেশি উজ্জ্বল করতে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর এগিয়ে এসেছিলেন। এগিয়ে এসেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বাংলা ব্যাকরণের জন্ম হয়েছিল ১৭৭৮ সালে নাথানিয়েল হ্যালিডের হাত ধরে। তিনি সেই সময়ে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সৃষ্টি করেছিলেন। বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল সংস্কৃত ভাষার হাত ধরে এটা বলার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। উইলিয়াম কেরি সংস্কৃত ভাষা বেশ ভালো করেই জানতেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা লিখতে এবং পড়তে জানতেন। সেই কারণে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সেই সময়ে বাংলা গ্রন্থ রচনা করার। ১৮০৫ সালে উইলিয়াম কেরি বাংলা ব্যাকরণকে সঙ্গে ভাষাকে সুসংবদ্ধ করতে উদ্যোগী হন। তার ফলে বাংলার ভাষার গদ্য সৃষ্টি হতে থাকে। বাংলা ভাষাকে গণমাধ্যম হিসাবে তৈরি করার পিছন সাহেবদের হাত ছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বাংলা ভাষা সৃষ্টি করতে তৎপর হতে থাকেন। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তখন সংস্কৃত ছাড়া আর অন্য কোনও ভাষা চর্চা করতে আগ্রহী ছিলেন না। তারা সংস্কৃত ভাষাকে রাজ ভাষা বলে গ্রহণ করতে থাকে। এমনকী তারা ইংরেজি ভাষাকে ম্লেচ্ছ ভাষা বলে গ্রহণ করতে থাকে। ইংরেজি ভাষা মুখে আনা পাপ বলে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল সেই সময়কার সংস্কৃত পণ্ডিতেরা। কিন্তু বাংলার ভাষার উন্নতির জন্য নবদ্বীপের সংস্কৃত পণ্ডিত চৈতন্যদেব এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর জীবনীকার বৃন্দাবন দাস বাংলায় 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের আকর গ্রন্থ হচ্ছে 'চৈতন্যভাগবত'। এর পাশে রয়েছে চৈতন্য দর্শন শাস্ত্র। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত'। বাংলা ভাষাকে সৃষ্টি করতে পারলে ইংরেজদের সুবিধা এটা মনে করতে শুরু করে দিয়েছিল সাহেবরা। তারা মনে করে যে সংস্কৃত ভাষা হচ্ছে পণ্ডিত ভাষা। এই ভাষায় কথা বলা বা লেখা চলে না। এই ভাষা দিয়ে সাহিত্য রচনা করা যেতে পারে বা শাস্ত্র রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু কথ্য ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষাকে ব্যবহার করা চলে না। বাংলা ভাষায় 'কথোপকথন' সম্পাদন করে কেরি দেখিয়ে ছিলেন যে বাংলার ভাষার একটি সাহিত্যমূল্য রয়েছে। যদি তা সংস্কৃত ভাষার মতো শক্তিশালী নয়। তবুও কিন্তু বাংলা ভাষার মাধুর্য রয়েছে। এই ভাষা কথ্য বলা যেতে পারে। সবার জন্য এই ভাষাকে কথ্য ভাষা হিসাবে প্রচলিত করা যেতে পারে। আবার এই ভাষা দিয়ে সাহিত্য রচনা করা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান

১৮১২ সালে 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থ রচনা করলেন কেরি। কেরির সমানে বাংলা ভাষা সৃষ্টি করার কোনও রসদ ছিল না। তিনি কিন্তু দিনরাত পরিশ্রম করে বাংলা ভাষায় বই রচনা করা কীভাবে যেতে পারে তা নিয়ে চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। শুধু তিনি নন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সব পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষা গ্রন্থ রচনা করার ব্যাপারে সাহেব কেরির উৎসাহ দিতে শুরু করেন। পণ্ডিত রামরাম বসু লিখলেন 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। কেরি এই গ্রন্থকে বাংলা গদ্যের প্রথম মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলাকে বাঙালির মাতৃভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সাহেবরা। তখনকার সময়ে সবাই ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতো। এই বাংলার সঙ্গে ফারসি এবং আরবি শব্দ মিশে থাকতো। শুদ্ধ বাংলা রচনা করার কোনও পথ তখন খোলা ছিল না। কেরি বাংলা গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করার প্রথম পথ প্রদর্শক বলা যেতেই পারে। তাঁর পথকে অনুসরণ করেই বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার উন্নতি জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে শুরু করেন। তখন তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। বেথুন স্কুলের ছাত্রীরা বাংলা ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য শিশুপাঠ্য রচনা করেছিলেন। ইতিহাসবিদ ডেভিড কফ মনে করেন যে কেরি বাংলা ভাষা পচ্ছন্দ করতেন তার মাধুর্যের জন্য নয়, বাংলার মানুষের সান্নিধ্যে যাওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম বলে। বাংলা ভাষার উন্নতি শুরু হতেই বাংলার নববর্ষ উৎসব আরও বেশি করে জমকালো হতে শুরু করে। ১৮২৮ সালে কেরি বাংলার ভাষার ডিকশনারী বা অভিধান তৈরি করেন। বাংলার ভাষায় আগে কোনও অভিধান ছিল না। কেরি প্রথম বাংলা অভিধান নির্মাণ করলেন বাংলা ভাষাকে পাকাপোক্ত করতে। বাংলা ভাষার জন্য তিনি প্রায় কুড়ি বছর ধরে লড়াই করেছিলেন। বাংলা ভাষাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন কেরি। তাঁর পথকে অনুসরণ করে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ডেভিড হেয়ার এগিয়ে এসেছিলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে বাংলার নববর্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বাংলার ভাষার উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথও পরিশ্রম করেছেন। তিনি সাধু বাংলা থেকে চলিত বাংলা সাহিত্য রচনা করতে শুরু করে দিলেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত মিশ্রিত বাংলা থেকে বের হয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সময়ে বাংলা ভাষা অনেকখানি পরিশুদ্ধ হতে শুরু করেছে। পরিমার্জন করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার মধ্যে আপন মাধুরী মিশিয়ে নতুন ভাবনাকে সেখানে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বাংলার কবিতা এবং সাহিত্যের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে দেন। তাঁর পথ ধরে আজও বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। বাংলা ভাষার উন্নতি রনজ্য স্যার আশুতোষ মুখার্জির নাম স্মরণ করতে হয়। তিনি না থাকলে বাংলা বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয়ে বেশ সময় নিত। তিনি উদ্যোগী হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার স্নাতক ডিগ্রি চালু করেছিলেন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

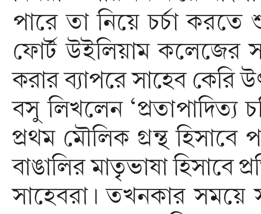

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত
মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর
আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি
ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি
প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

শ্যামা মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়।

ধর্মপূজা সম্মন্ধে যা সত্য, নীল বা চরকপূজাও তাই

সম্বুদ্ধ দত্ত

আমাদের ছোটবেলার ১লা বৈশাখ জানান দিত একটা ধ্বনির মধ্যে দিয়ে ধ্বনিটা ছিল-বাবা তারকেনাথের চরনের সেবা লাগে বাবা মহাদেব। এবং শেষের মহাদেব কথাটা প্রলম্বিত সুরের মধ্যে দিয়ে উচ্চারন করা হত। সারা ভারতের মতো বাংলায়ও দেবাদিদেবের জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। দেবাদিদেব মহাদেবের সরল, সাধাসিধে, ভোলাভালা,ভবঘুরে এবং একটু নেশারু ভাবমূর্তি সম্ভবতঃ মহাদেবের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। আর এই কারনের জন্যই সবথেকে বেশি মহাদেবের বেশে বহুরূপী চৈত্রের শেষের দিকে অঞ্চলে অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। মহাদেবের পর সব থেকে বেশি দেখা যায় কালী এবং কৃষ্ণকে। এছাড়াও অন্যিন্য দেবতা এবং হনুমান, পিশাচ, ডাকিনী যোগিনীর মতো চরিত্র তো আছেই। গাজন থেকে শুরু করে চরক উৎসব এবং শেষে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত এই সব বহুরূপীদের দেখা যায়। এদের বহুরূপী বা সঙ যাই বলি না কেন,এরা হল গাজন ও চরকের উল্লেখযোগ্য অংশ এবং আকর্ষণ। বাংলার অন্যতম প্রাচীন লোক সংস্কৃতির অঙ্গ হল চরক। ঐতিহাসিক নিহাররঞ্জন রায় চড়কপূজা সম্পর্কে তার বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) গ্রন্থে লিখেছেন, ধর্মপূজা সন্মন্ধে যাহা সত্য নীল বা চরকপূজার সম্মন্ধেও তাই। চরকপূজা মানেই শিবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জল ভরা একটা পাত্রে প্রতিষ্ঠিত যে প্রতীকটি এই পূজার কেন্দ্র সেই প্রতীকটি হল শিবলিঙ্গ এবং এটাই বুড়ো শিব নামে পরিচিত। জলন্ত অঙ্গারের উপর ছোলা কাঁটা ও ছুরির উপর ঝাপ। বিষফোঁড়া, শিবের বিবাহ ও অগ্নিনৃত্য, চরকগাছ হইতে দোলা ও জানো বারাণো বা 'হাজরা পূজা' চরক পূজার বিশেষ অঙ্গ। 'দানো বারাণো বা হাজরা পূজার' প্রদান সাধারণত শ্মশানে এবং এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গেই পোড়া শোল মাছ এবং তাঁর পুনর্জন্মের কাহিনী। (মহাভারতের শ্রী বৎস রাজার উপাখ্যান তুলনীয়)। চড়ক পূজারীরা কিন্তু আজো

আমাদের সমাজে সাধারণত জল অনাচারণীয় স্তরের। সামাজিক জনতত্ত্বের দৃষ্টিতে ধর্ম এবং চড়কপূজা, দুই আদিম কোম সমাজের ভূতবাদ পুনর্জন্মবাদের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক কোমের মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জন্মের কামনাতেই এই দুই পূজার বাৎসরিক অনুষ্ঠান। তা ছাড়া বানফোঁড়া এবং দৈহিক যন্ত্রণা-গ্রহণ বা রক্তপাত উদ্দেশ্যে যেসব অনুষ্ঠান চড়ক পূজার সঙ্গে জড়িত তাহার মূলে সুপ্রাচীন কোন সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি বিদ্যমান, এ সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম। ধর্মপূজাও মূলে তাই, এ ক্ষেত্রে হোক যে অজশিশুটিকে ধর্মের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করা হয় সেটি আয-ব্রাহ্মণ্য রূপান্তর। রামাই পন্ডিতের শূন্যপুরাণ গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়., ধর্ম পূজার প্রচলন সেন আমলে, তুর্কি বিজয়ের আগেই দেখা দিয়াছিল। (বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব। নিহাররঞ্জন রায়) সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে চরকের গভীরতা বাংলার সমাজ ও মানব জীবনে কতদূর বিস্তৃত। কারন গাজন, চরক ও বাংলা নববর্ষ যেন এক সুতোয় বাঁধা। (বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব) পৃ-৬৪২) গাজন বা চরকের কথা বলতে গেলে বহুরূপী এবং সঙদের কথা অনিবার্য ভাবে চলে আসে। সঙ বা বহুরূপী ছাড়া গাজন ও চরক কি কখনও ভাবা যায়! ১লা বৈশাখকে স্বাগত জানাতে গাজনের সঙ্গে বহুরূপী ও সঙদের নৃত্য ও সংগীত অন্যতম অঙ্গ। বিশেষতঃ হরপার্বতী ও সঙ্গী নন্দি ও ভৃঙ্গী সাজে বহুরূপীদের বাঙালি কি কোনদিন ভুলতে পারবে! উপুরি ছিল সঙদের মজার মজার গ্রাম্য সরল ছড়া ও মেঠো সংগীতের সুরে গান। বহুরূপীরা সাধারণত ধর্মীয় চরিত্র উপস্থাপনা করে আর সঙরা কৌতুকের মাধ্যমে সামাজিক ঘটনা বলে বেড়ায়। সুতরাং বহুরূপী ও সঙদের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। বহুরূপী ও সঙদের ভুমিকা বাংলা ও বাঙালির সমাজ জীবনে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ তাই এরা সাহিত্য থেকে চলচিত্রে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। শরৎ চন্দ্রের হাত ধরে তৈরি হয়েছে ছিনাথ বহুরূপীর মতো চরিত্র। যা আমাদের মনে আজীবন ধরা থাকবে। ছিনাথ কি শুধুই একটা গল্পের চরিত্র। আসলে একটু নজর করে তাকালে আজও আমাদের আশেপাশে এমন অনেক ছিনাথের দেখা মেলে। তবে একটা ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের ছিনাথ থেকে আজকের ছিনাথদের এক আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। এই বহুরূপীর দল সকলেই কিন্তু সমাজের একেবারে প্রান্তিক শ্রেনীর মানুষ। সেকাল থেকে একাল, এখনও পেটের তাগিদে এই বহুরূপী মানুষদের হাটে, বাজারে, পথে ঘাটে এবং মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অর্থ ও দৈনন্দিন খাবার উপকরন যোগার করে বেড়াতে দেখা যায়। কেউ দয়া করে সামান্য কিছু সাহায্য করে। কেউ করে তিরস্কার। এমনকি তাঁদের দিকে ডিল চুরে মারে। এই বহুরূপীরা এখন সমাজের হাসি মস্করা ও ব্যঙ্গের পাত্র। এক কথায় খোরাক। পুরু আস্তারনের রং মেখে মাথায় পরচুলা পরে চৈত্র-বৈশাখের দাবদাহে এই বহুরূপীরা যেভাবে ঘুরে বেড়ায় তার পরেও কি মানুষ গুলোর ঐ ব্যবহার পাওয়া উচিত। বহুরূপী বা সঙদের এমন সামাজিক অবস্থা কিন্তু পুরাতন কালে ছিল না। কলকাতার সঙ ও বহুরূপী সংস্কৃতিও বেশ পুরনো। চরকের নীলের দিনে কলকাতার কাঁশারীপাড়ার কৃষ্ণদাস পালের বাড়িতে সঙেরা বেশ উপভোগ্য অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করত। অনেক মানুষ সেখানে হাজির হতো। অনুষ্ঠানে সঙদের গান ছিল বিশেষ আকর্ষন। এই সঙেরা বিভিন্ন চরিত্রে সেজে গান পরিবেশন করত। সেই গানের মধ্যে যেমন কৌতুক ছিল, সমসাময়িক বিষয় ছিল, তেমনি রঙ্গরসের দ্বারা ব্যঙ্গাত্বক গানও ছিল। মোটের উপর বহুরূপী ও সঙরা তাঁদের শিল্পের মাধ্যমে সমাজে একটা বার্তা দিতে। তবে এর উল্টো উদাহরণ ও রয়েছে। কাঁশারীপাড়ার এই সঙেরা ব্যঙ্গত্বক বিষয়ক গান একসময় এমন নগ্ন রূপে উপস্থাপন করতে থাকল যার পরিনামে তারা ভদ্র সমাজের কাছে চিরতরে পরিত্যক্ত হল। তবে সঙ হিসাবে মালিকতলার আব্বাসের সেকালে বেশ নামডাক ছিল। তাঁর মখমলের পোষাক যেমন দর্শনীয় ছিল তেমনি ভিস্তি সেজে অসাধারণ নাচের সঙ্গে হিন্দি ভাষায় গান গাইত। আব্বাস সঙের পরিবেশনর বিশেষত্ব ছিল গানের সঙ্গে পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের তাল। এছাড়াও হাওড়ার শিবপুর, বন্দর সংলগ্ন খিদিরপুরে বেশ কিছু সঙদের দল ছিল। তবে কলকাতার জেলেপাড়ার সঙদের কদর ছিল সব থেকে বেশি। বাংলার বহরমপুরের বসন্ততলা একসময়. বহুরূপী গ্রাম নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। এই গ্রামের মানুষদের বহুরূপী বা সঙ সাজার সঙ্গে শিকার ছিল প্রধান পেশা। চৈত্রের গাজনের সময় বসন্ততলা গ্রামের বহুরূপীরা একটু বেশি আয়ের আশায় দুর দুরান্তের গ্রামে চলে যায়। এছাড়াও বাংলার বিভিন্ন জেলার বেশ কিছু নামকরা সঙের দলের নামকরা যেতে পারে। যেমন, মেদেনীপুরের সঙ, হুগলীর শ্রীরামপুরের সঙ,বীরভূমের চারকলের সঙ, এরকম প্রায় প্রতিটি জেলায় সঙেদের দল থাকত। অঞ্চল ভিত্তিক এই সঙেদের ভাষাগত এবং সুর ও সংগীতের তারতম্য থাকলেও সবকলের মূল বিষয় কিন্তু ছিল প্রায় এক। প্রথম দিকে বহুরূপী ও সঙরা দেবদেবী সেজে এবং তাঁদের আখ্যান ও মহত্ব বর্ণনার মাধ্যমে আবদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময় তাঁদের শিল্পকর্ম ধীরে ধীরে সামাজিক চরিত্র হয়ে ওঠে। তবে বর্তমানে বহুরূপী ও সঙদের গ্রামাঞ্চলে কিছু দেখা গেলেও শহর এবং শহরতলীতে আর প্রায় দেখাই মেলে না। সঙ বা বহুরূপী সেজে একদিকে তাঁদের যেমন মানুষের থেকে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ শুনতে হয় তেমনি পেটও ভরেনা। উন্নয়নের প্রলয়ে কালের চাকায় আমাদের বহু চিরাচরিত সংস্কৃতি আজ পিষ্ঠ। গ্রাম শহরে রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আজ বাংলার বহু লোক সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে এ কথা নিশ্চিত, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে চরক, গাজন,বহুরূপী এবং সঙদের কথা লোকমুখে শুনতে হবে।

১ লা বৈশাখ বঙ্গাব্দের নববর্ষে বাঙালির হালখাতা

রবীন্দ্রকুমার শীল ঃ ১ লা বৈশাখ বাঙালি তথা ভারতের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে ১৪ এপ্রিল নববর্ষ দিবস পালন করে। আর পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ দিবস পালন করা হয় ১৫ এপ্রিল। পয়লা বৈশাখ উদযাপন ঢাকার ইসলামিক সম্প্রদায়ের উৎসব বলে অনেকে বলে থাকেন। সেই সঙ্গে সম্রাট আকবর কর আদায়ের সংস্কার করেছিলেন এই দিনে। ইউনেস্কো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের দ্বারা আয়োজিত এই উৎসবকে মানবতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। পয়লা বৈশাখ শব্দটাকে বহু ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলার নতুন বছরের প্রথম দিন যাতে শুভ হয় তার জন্য মঙ্গলশোভা যাত্রার আয়োজন করা হয়ে থাকে। নববর্ষ ব্যবসায়িকরা বলে থাকেন নেবো বর্ষ। নেবো মানে যা কিছু পুরানো হিসাব রয়েছে তা মিটিয়ে দিতে খদ্দেরকে আমমনক্রণ করা হয়। খদ্দেরা বকেযা সব মিটিয়ে দিতে নতুন ব্যবসায়িক লেনেদেনের খাতা খোলে। সেই কারণে ব্যবসায়িকরা এই নামকরণ করেছে। লেনদেনের হিসাব মিটানোর দিন বলে তারা নববর্ষকে নেবো বর্ষ বলে আখ্যায়িত করেছে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে মোঘল শাসন কালে ইসলামি হিজরি ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী বাঙালিদের কাছে ভূমি কর আদায় করা হতো। সেই ক্যালেণ্ডারটি ছিল চন্দ্র ক্যালেণ্ডার। সৌর ক্যালেন্ডারের সঙ্গে মেলেনি। ইসলামি ক্যালেন্ডার চন্দ্রকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করা হয়েছে। আর হিন্দুরা সৌরকে সমানে রেখে তারা ক্যালেণ্ডার নির্মাণ করেছে। মোঘল সম্রাট আকবরের শাসন কালে কর বছর থেকে ফসল কাটার সময় পর্যন্ত এই উৎসবটি বাংলায় প্রচলিত ছিল। তখন থেকেই বঙ্গাব্দ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আকবরের রাজসভার জ্যোতির্বিজ্ঞানি ফতুল্লাহ শিবাজিকে চন্দ্র ইসলামিক এবং সৌর হিন্দু ক্যালেন্ডার মিশ্রন করে নতুন ক্যালেণ্ডার তৈরি করার কথা বলেছিলেন। এটি ফসোলি শান (ফসল কাটার ক্যালেণ্ডার) হিসাবে নাম করেছে। আবার ইতিহাসবিদ শামসুজ্জামান খানের মতে, এটি মুর্শিদকুলি খান বাংলার মুঘল গর্ভনর থাকা কালীন সর্বপ্রথম পুণ্যাহ ঐতিহ্যকে পালন করে আনুষ্ঠানিক ভূমি কর আদায়ের দিন হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। বাংলা ক্যালেণ্ডার ব্যবহারের সঙ্গে আকবরের আর্থিক নীতি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসবিদ নীতিশ সেনগুপ্ত মনে করেন বাংলা ক্যালেণ্ডারের উৎপত্তি অস্পষ্ট। বাংলার শন বা শাল শব্দটি এসেছে আরবি এবং ফারসি থেকে। তাতে বোঝা যায় বাংলা সালটি প্রবর্তন শুরু হয়েছিল একজন ইসলাম শাসনকর্তার আমল থেকে। তিনি মনে করেন বাংলা ক্যালেন্ডারের ওপরে ভিত্তি করে বসন্ত কালে ফসল কাটা এবং কর আদায় করা হতো। রাজা শশাঙ্কের আমলেও বাংলা ক্যালেণ্ডার দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। বঙ্গাব্দ শব্দটি আকবরের আগে শিব মন্দিরে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। বাংলার বহু রাজবংশরা বিক্রমী ক্যালেণ্ডার ব্যবহার করতো। পাল যুগে সৃষ্ট বৌদ্ধ গ্রন্থে এবং শিলালিপিতে বিক্রম শব্দটি রয়েছে এবং আশ্বিনের মতো মাসগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। ভারত ও নেপালে বাংলা ক্যালেন্ডারকে বিক্রমাদিত্য হিসাবে গণ্য করা হতো। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়েও বাংলা ক্যালেণ্ডার ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৬৬ সালে মহম্দ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে বাংলা ক্যালেণ্ডারের পরিবর্তন করা হয়েছিল। তার ফলে বাংলাদেশের ১৪ এপ্রিল হচ্ছে ১লা বৈশাখ আর পশ্চিমবঙ্গে ১৪ এপ্রিল ১ লা বৈশাখ উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। পয়লা বৈশাখ হচ্ছে বাঙালিদের একটি নিজস্ব উৎসব। সেই কারণে তারা সেদিন ধুতি, পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা শাড়ি পরিধান করে থাকে। বাংলাদেশের রমনা ময়দানে ছায়ানটের উদ্যোগে ভোর বেলায় নববর্ষের প্রভাতী অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। পয়লা বৈশাখের দিন নতুন খাতা খোলা হয়। নতুন খাতা খুলে নতুন লেনদেন শুরু করে। বাংলাদেশে সমস্ত বাঙালি পরিবার পান্তা ভাত এবং ইলিশ মাছ থেকে থাকে। যাদের পয়সা কম তারা পান্তা ভাত এবং তার সঙ্গে স্থানীয় পুকুরের মাছ ভাজা খায়। তার সঙ্গে থাকে টক ডাল এবং দই। সন্দেশ আর রসগোল্লাও সেদিন বাঙালিদের পাতে থাকে। ইতিহাসবিদ ইউলেম ভ্যান শেণ্ডেল এবং হেঙ্ক শুল্টে নর্ডহোল্টের মনে ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সাল বাংলাদেশের বাঙালিরা পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৯ সালে মঙ্গলশোভাযাত্রা শুরু করেছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর চারুকলা ইন্সটিটিউট এর ছাত্ররা মঙ্গলশোভা যাত্রা বের করে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরাতে পয়লা বৈশাক উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। এখন ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকাতেও পয়লা বৈশাখ পালন করছে সেখানকার বাঙালি বা হিন্দু সংগঠনগুলি। এর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইসলামিরাও। পয়লা বৈশাখ কলকাতার বই বাজারের সেরা উৎসব। কলেজ স্ট্রিট এলাকায় অবস্থিত বিখ্যাত বই এর প্রকাশকেরা এদিন নতুন বই প্রকাশ করে এবং তার সঙ্গে লেখকদের আমন্ত্রণ করে থাকে। আগে প্রতিটি প্রকাশক পয়লা বৈশাখের দিন নতুন বই প্রকাশ করতো। বই কিনলে মিস্টি এবং নতুন বাংলা ক্যালেণ্ডার দেওয়া রীতি আছে। কিন্তু এখন কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলা শুরু হওয়ার ফলে পয়লা বৈশাক বই প্রকাশ করার যে রীতি ছিল তা বলতে গেলে প্রায় উবে গিয়েছে।

নববর্ষে 'মছলি প্রিয় বাঙালি' লেখক শঙ্কর

নববর্ষ উৎসবকে কেন্দ্র করে মৎস্য প্রিয় বাঙালি লেখক শঙ্কর (মণি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়) সবার সমানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর বয়স বলতে গেলে প্রায় ৯০ এর কাছাকছি। এখনও তিনি আসা যাওয়া করতে সক্ষম। তবে এখন তাঁকে একটি লাঠি বা হাতের ওপরে ভর দিয়ে চলা নির্ভরশীলতা সঙ্গে করে নিয়ে চলতে হচ্ছে। এত বয়সে তিনি যে মানসিক দিক দিয়ে বুড়িয়ে চান নি সেটা বাঙালিদের গর্ব বলা যেতে পারে। লেখালেখির মধ্যে এখনও রয়েছেন। তিনি বলেন, বাঙালিকে চিনবে কীভাবে। বাঙালি চিনার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাছ। মছলি বাজার শব্দটা এসেছে মাছের বাজার থেকে। জেলেরা আগে মাছ ধরে বাজারে বসে য়েখানে বিক্রি তাকে সবাই মছলি বাজার বলতো। স্পেনার'স আয়োজিত মৎস্য বাজারে এসে উপস্থিত হয়ে লেখক শঙ্কর নববর্ষে বাঙালিদের মৎস্য প্রীতির কথা না বলে থাকতে পারেননি। তিনি বলেছেন মাছ থেকেই মেছুয়া বাজার কথাটা এসেছে। আগে কলকাতায় বহু মাছের বাজার ছিল। বৈঠকখানা বাজার থেকে শুরু করে মেছুয়া বাজারে মাছ বিক্রি হতো। শিয়ালদহ বাজারে রেলগাড়ি করে মাছ আসতো খুব ভোরে। সেই সব মাছ ভোর বেলাতেই বিক্রি হয়ে গিয়ে কলকাতার বিভিন্ন বাজারে গিয়ে উপস্থিত হতো। ঘুম থেকে উঠেই বাঙালি বাবুর হাতে থলি নিয়ে সেই সব মাছ কিনতে বাজারে গিয়ে উপস্থিত হতেন। বহু ইংরেজি সাহেব মাছ খাওয়া খুবই পচ্ছন্দ করতো। জব চার্নক কলকাতায় থাকার সময়ে ভাতের সঙ্গে মাছ খেতেন। বাংলার ছোট লাট থেকে শুরু করে বড় লাটরা পর্যন্ত মাছের তারিফ করে গিয়েছেন। বাঙালিরা কেন মাছকে প্রিয় খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলো তা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বহুজন বলেছেন, মাছ খেতে বাঙালির কোনও অসুবিধা হয় না। বহু বাঙালি পরিবারদের ঘরের পাশে ছোট পুকুর ছিল। সেই সব পুকুরে মাছ থাকতো। সকাল বেলায় জাল ফেলে মাছ ধরে বাড়ির গিন্নির হাতে তুলে দিয়ে কাজে বের হয়ে যেত। নববর্ষের দিন বাঙালিরা আবার খেটকি, পাবদা, রুই, কই, ট্যাংরা কাতলা খেতেই খুবই ভালোবাসে। তার সঙ্গে চাই দই আর রসগোল্লা। নববর্ষের মেনু তালিকায় মাছ ভাজা তো থাকবেই। মাংসা বাঙালিরা বলতে গেলে খেতই না। তারা সবাই মাছ ভক্ত ছিল। লেখক শংকর বলেন, তিনি এখনও প্রতিদিন একটা করে মাছ খান। বেশি খাওয়াতে ডাক্তাররা বারণ করে দিয়েছে। তবে মাছ খাওয়া ডাক্তাররা বারণ করে দেয়নি। মাংস খাওয়া বিশেষ করে রেড মিট খাওয়া বলতে গেলে প্রায় নিষেধ। মাসে একটি করে রেড মিট এক পিস খেতে পারেন। তার বেশি নয়। মাছ খাওয়াতে ডাক্তাররা কোনও নিষেধ জারি করেনি বলে আজও ভাতের সঙ্গে মাছ খেয়ে থাকি। প্রয়াত কার্টুনিস্ট নারায়ণ দেবনাথ মাছ থেকে খুবই ভালোবাসতেন। মাছ প্রিয় কাঠবাঙাল লেখিকা তসলিমা নাসরিন। আগেকার জমিদার বাড়িগুলিতে নববর্ষের দিন সকাল থেকেই রান্না শুরু হয়ে যেত। বহু জমিদার বাড়িতে হালখাতাও হতো। লাল কাপড় দিয়ে বাঁধানো খাজনা আদায়ের নতুন খাতাও পুজো করা হতো। প্রজাদের নিমন্ত্রণ করার রীতি তখনও ছিল। বিশিষ্ট অতিথিদের নিমন্ত্রণ করে রাত্রে বেলায় জলসার আয়োজন করা হতো। রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে লর্ড ক্লাইভ আসতেন দুর্গা পজোর সময়ে আর একবার আসতেন নববর্ষের দিন। তাঁর সঙ্গে আসতেন লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস।

হেরিটেজ

নববর্ষ মানেই রসগোল্লা

বাঙালির নববর্ষ মানেই রসগোল্লা। আজও বহু জমিদার বাড়ি এবং বনেদি বাড়িতে রসগোল্লা খাওয়ার চল রয়েছে। সঙ্গে ঠাণ্ডা দই আর সন্দেশ। ভীম নাগস নবকৃষ্ণ গুঁই, নবীন চন্দ্র দাস, কেসি দাস এতো দোকানের কথা উল্লেখ করতেই হবে। এদের তৈরি করা মিষ্টি দিয়ে ধনীরা নববর্ষ উৎসব পালন করে থাকে। রসগোল্লা নিয়ে বাংলার এবং ওড়িশার রণক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। এই মহাযুদ্ধে অবশেষে বাংলার জয় হয়। পুরীর জগন্নাথ ধামের ভোগকে সাক্ষ্য রেখে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল ওড়িশা সরকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সাক্ষী ধোপে টিকলো না। বাংলার কাছে পরাজয় স্বীকার না করলেও বলতে গেলে আত্মসমর্পণ করলো। কিন্তু লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা বজায় রাখলেন ওড়িশার অর্থমন্ত্রী শশীভূষণ বেহারা। তিনি বলেছেন, জিওগ্রাফিক্যাল ইণ্ডিকেশন (জিআই) বাংলার একতরফা শুনানি শুনে রায় দিয়েছে। ভবিষ্যতে আবার এ ব্যাপারে হয়তো 'জগন্নাথ রসগোল্লা' নামে হয়ে ওড়িশার হয়ে আর্জি জানানো হবে। জিআই এর সরকারি রেজিস্টার চিন্নারাজ জি নাইডু বলেছেন, বাংলাই হচ্ছে রসগোল্লার আঁতুড় ঘর। ওড়িশার এই দাবি একেবারে দিশাহীন। এতেই ক্ষেপে গিয়েছে ওড়িশা সরকার। বলা হয়েছে, উল্টোরথের দিন রসগোল্লার উৎসব হয় পুরীতে। জগন্নাথদেব দুই সপ্তাহ ছুটি কাটিয়ে মন্দিরে ফিরে এসে শ্রীলক্ষ্মীর মানভঞ্জন করেন রসগোল্লা খাইয়ে। এই প্রথা পুরীর প্রাচীন পরম্পরা। ওড়িশার পাহালে প্রসিদ্ধ রসগোল্লার প্রস্তুতকারক বিকলান্দ করের বংশধর প্রশান্ত কর পুরীর পুরানো প্রথার কথা টেনে আনেন। কিন্তু রসগোল্লার প্রথম প্রস্তুতকারক নবীন দাশের নাতি ধীমান দাশ বলেন, ওড়িশা যেগুলো রসগোল্লা বলছে সেটা রসগোল্লা নয়। ওড়িশার মন্দিরের নথিতে রসগোল্লার কোনও উল্লেখ নেই। ক্ষীরমোহন বলে মিষ্টির সঙ্গে রসগোল্লার মিল থাকতে পারে। জিআই এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রসগোল্লার বয়স খুব বেশি হলে ১৫০ বছর। বাগবাজারের নবীন দাশ এবং ফুলিয়ার হারাধন ময়রার হাত ধরেই রসগোল্লা অবির্ভাব। বাংলা থেকেই রসগোল্লা ওড়িশাতে গিয়েছিল। রাজ্যের প্রায় লক্ষাধিকের বেশি রসগোল্লা প্রস্তুতকারক আছে বলে পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা মনে করেন। ১৯৩০ দশক থেকেই বাগবাজারের নবীন দাশের পুত্র কে সি দাশ এর সংস্থা টিনবন্দি করে রসগোল্লা বিজেশে রপ্তানি করতে শুরু করে। লেখক সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের লেখাতে টিনের রসগোল্লার বিদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত রয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রসগোল্লার ভক্ত ছিলেন। উত্তর কলকাতা কাশী মিত্র ঘাটের কাছে ছয় পুরুষ ধরে বাস নবীনচন্দ্র দাশের পরিবারের। এদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল চিনিকল। নবীনচন্দ্র দাশ জন্মগ্রহণ করার তিন মাসের মাথায় তাঁর পিতা পরলোকগমন করেন। পরে তাঁর বিধবা স্ত্রীকে ব্যবসা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অল্প বয়সে চিৎপুর রোডে অবস্থিত কালিদাস ইন্দ্রের মিষ্টির দোকানে কারিগরের কাজ করতে শুরু করন নবীনচন্দ্র দাশ। পরে দক্ষ কারিগর হয়ে আটচালার মিষ্টির দোকান খোলেন। নবীনচন্দ্র দাশ প্রথমে শুকনো মিষ্টি তৈরি করতে শুরু করেন। পরে বুদ্ধি খাটিয়ে ছানার ছোট ছোট গোল্লাকে চিনির রসে ডুবিয়ে রসগোল্লা তৈরি করতে শুরু করেন। রানি স্বর্ণময়ী এই রসগোল্লা খুব পচ্ছন্দ করতেন। তখন রসগোল্লা নামটা আসে নি। তখন এর নাম ছিল 'আবার খাবো'। নবীনচন্দ্র দাশের ব্যবসায়িক বুদ্ধি ছিল না। ব্যবসা লাটে ওঠার সময় তাঁর স্ত্রী ব্যবসার হাল ধরলেন। নবীনচন্দ্র দাশের স্ত্রী ছিলেন ভোলা ময়রার নাতনী। ব্যবসাকে ধরে রাখতেন তিনি। এরপরে কৃষ্ণচন্দ্র দাশ তাঁর ছোট ছেলে সারদাচরণ দাশকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকো এলাকাতে দোকান খোলেন। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। আজকের বিখ্যাত 'কে সি দাশ' এর নেপথ্যে নায়ক হলেন ঠাকুরদা সারদাচরণ দাশ।

লম্বায় ১২৫ ফুট, জন্মদিবসেই উন্মোচিত আম্বেদকরের দীর্ঘতম মূর্তি

১৪ এপ্রিল ঃ ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মদিবসেই তাঁর ১২৫ ফুট লম্বা মূর্তি উন্মোচন হবে তেলেঙ্গানায়। শুক্রবার হায়দরাবাদে এই মূর্তি উন্মোচন করবেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন আম্বেদকরের প্রপৌত্রও। ইতিমধ্যেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে তেলেঙ্গানায় পৌঁছে গিয়েছেন আম্বেদকরের বহু অনুগামী। হায়দরাবাদের বিখ্যাত হুসেন সাগর লেকের পাশেই অবস্থিত আম্বেদকরের এই মূর্তি। সম্পূর্ণ ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি হয়েছে ১২৫ ফুট লম্বা মূর্তিটি। ভারতে অবস্থিত আম্বেদকরের মূর্তিগুলির মধ্যে এটিই দীর্ঘতম। শুধুমাত্র মূর্তির মাপজোকের কাজ শেষ করতেই দু'বছর সময় লেগেছে। তারপরে শুরু হয় ভারতের দীর্ঘতম আম্বেদকর মূর্তি তৈরির কাজ। পদ্মভূষণ সম্মানপ্রাপ্ত শিল্পী রাম ভানজি সুতারের হাতে এই মূর্তি তৈরির দায়িত্ব তুলে দেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর। মূর্তি তৈরির পরে ৯৮ বছর বয়সি সুতারের কাজের ভূয়সী প্রশংসাও করেন তিনি। আম্বেদকরের মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে পদ্মভূষণজয়ী শিল্পীকে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে সংবিধান প্রণেতার প্রপৌত্র প্রকাশ আম্বেদকরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জেরে অভিযুক্তের সাজা চেয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

২০০ গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলা করল পুলিশ

তনুজ জৈন, মালদা, ১৪ এপ্রিল ঃ দশ দিন আগে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল বাবার। অভাবের পরিবারের চার মেয়ে ও এক ছেলে। এখনও হয়নি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান। স্বজনহারা শোকে কাতর পরিবার। পাশে দাঁড়িয়েছিল গোটা গ্রামবাসী। আর এই দুর্ঘটনার জন্য যে বা যারা দায়ী তাদের গ্রেফতারির দাবিতে যখন বিক্ষোভ দেখিয়েছিল পরিবারের লোক, তখন তাদের পাশে দাঁড়ানো এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে মামলা করলো পুলিশ। শুক্রবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে এলাকাবাসীর মামলার খরচ যোগাতে সাহায্য তুলছে মৃতের ছেলে-মেয়েরা। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে মামলা করা হচ্ছে। এর থেকে ভালো ছিল ব্রিটিশ শাসন, বিস্ফোরক অভিযোগ মৃতের মেয়ের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেন্দ্রপুর গ্রামের ঘটনা। গত ৩ এপ্রিল মহেন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা আশুতোষ দাস শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকে ভালুকাগামী রাজ্য সড়ক দিয়ে ফেরার সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইকের ধাক্কায় মারা যান। ঘাতক বাইক আরোহী শামীম আক্তার ওরফে রিক্কিকে পুলিশের হেফাজতে তুলে দেয় এলাকাবাসী। কিন্তু পুলিশ হেফাজত থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়ায় পরের দিন ৪ এপ্রিল মহেন্দ্রপুর বাসস্ট্যান্ডে আশুতোষ দাসের মৃতদেহ রাস্তায় রেখে বিক্ষোভ দেখায় পরিবারের লোকেরা। সেই বিক্ষোভে সামিল হয়েছিল গোটা গ্রাম। পরিবারের লোকের অভিযোগ ছিল এটা দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পনা মাফিক খুন। স্থানীয় শাসকদলের নেতারাও বিক্ষোভে সামিল হয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। এবার সেই ঘটনায় বিক্ষোভাকারী ২০০ জনের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রনোদিত মামলা রুজু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশের এই কাণ্ডে তাজ্জব হয়ে গেছে হরিচন্দ্রপুরের সাধারণ মানুষ। এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জামিনের অর্থে জোগাড় করার জন্য চাঁদা তুলছে পরিবারের লোকেরা। কারণ পরিবারের লোকের মতে যারা তাদের পাশে দাড়াতে গিয়ে কেস খেলো তাদের জামিনের অর্থ তারা চাঁদা তুলে দেবে। তৃণমূলের ১ নম্বর ব্লক সভাপতি বিমান ঝা, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জেলা সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ মহালদার সহ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মোজাহিদের বিরুদ্ধেও মামলা করেছে পুলিশ। মৃত আশুতোষ দাসের মেয়ে দেবাদৃতা দাস বলেন, আমার মনে হয় ব্রিটিশ শাসন এর থেকে ভালো ছিল। যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তাদের বিরুদ্ধে না নিয়ে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করল পুলিশ। আমাদের এলাকার লোকেরা আমাদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে কেস খেলো। তাই তাদের জামিনের অর্থ জোগাড় করার জন্য আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলছি। আমরা খুব আতঙ্কে আছি। এরকম হলে তো মানুষ আর মানুষের পাশে দাঁড়াবে না। স্থানীয় বাসিন্দা কল্পনা দাস বলেন, আমাদের কাছে এসেছিল সাহায্য নিতে। কেসের খরচের জন্য। আমরা সাহায্য করেছি। মানুষটা খুব ভালো ছিল। এই ভাবে মারা গেলো। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ মহালদার বলেন, পুলিশের এই ভূমিকা ঠিক নয়। মমতা ব্যানার্জী একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরী করেছে রাজ্যজুড়ে। সেখানে এই ঘটনা খুব নিন্দনীয়। তবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যত মামলা হয় হোক। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ- প্রশাসন স্বৈরাচারী শাসন চালাচ্ছে। এই ঘটনা খুব নিন্দনীয়। শাসকদলের যে নেতারা ছিলেন তাদেরও নাম আছে। তবে আমার মনে হয় পুলিশের পেছনে নেতাদের একাংশেরও মদত আছে। কার্যত হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষ এই ধরনের ঘটনা আগে কখনও দেখেনি। প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা। সর্বস্তরের মানুষ সরব নিন্দায়। প্রশ্ন উঠছে গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদ দেখানো কি অপরাধ! একদিকে ঘাতক বাইক আরোহীকে ছেড়ে দিল পুলিশ। আর যারা তার গ্রেফতারের দাবীতে প্রতিবাদ করল তাদের বিরুদ্ধে হলো মামলা। এ যেন উল্টো রাজার উল্টো দেশ। যদিও পুলিশের কাছ থেকে এই বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আক্রান্ত বিজেপির মন্ডল সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ দলীয় পতাকা লাগানোর দায়ে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালায় তৃণমূলের কর্মীরা। শুক্রবার আহত কর্মীকে দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন ইন্দাসের মন্ডল সভাপতি শোভনদেব নন্দী। এই ঘটনায় আহত আরও তিন বিজেপি কর্মী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হচ্ছে ইন্দাস। ঘটনায় সূত্রপাত ইন্দাসের রোল এলাকায় বিজেপির পতাকা লাগায় স্থানীয় কর্মীরা। এরপরই স্থানীয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে ওই পতাকা খুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে বিজেপির অভিযোগ। পতাকা খুলে না নিলে হাত পা ভেঙে দেওয়ার ও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করে বিজেপি। অভিযোগ রাজা হাজরা, মহাদেব হাজরা সহ বিজেপি কর্মীরা পতাকা খুলতে গেলে তাদের মারধোর করে তৃণমূল কর্মীরা। খবর পেয়ে নিগৃহীত কর্মীদের দেখতে রোল এলাকার মন্ডল সভাপতি শোভনদেব নন্দী দু'জন কর্মীকে নিয়ে হাজির হলে তৃণমূল কর্মীরা তাদের উপর চড়াও হয়। মোটর সাইকেলের চাবি ও মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধোর করা হয়। প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়, পকেটে থাকা ন'হাজার টাকাও ওরা ছিনিয়ে নেয় বলে শোভনদেব জানান। পঞ্চায়েত ভোট যতই এগিয়ে আসছে শাসক তৃণমূলের স্বৈরাচারী মনোভাব ততই প্রকাশ পাচ্ছে। বিরোধীদের কন্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে আরও বেপরোয়া ভাবে এমনই অভিযোগ বিজেপির। ঘটনাটি ঘিরে যথেষ্ঠ ক্ষুব্ধ জেলা বিজেপির নেতা ও কর্মীরা।

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত কাজের জন্য খ্যাতনামা রেলওয়ের অনুমোদিত এবং যোগ্য ঠিকাদার ও সরবরাহকারী সংস্থা/পাবলিক সেক্টর উদ্যোগের উপযুক্ত তালিকাভুক্তদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্রম নং. ১, টেন্ডার নং এবং কাজের নামঃ ইএনজিজি-১-২৩-২৪-এলএলএইচ-ওপেন আইটেম-১ এবং এইএম/ ডব্লুএস/এলএলএইচ এবং সিডব্লুএম/এলএলএইচ এর অধীনে ২০২৩-২৪ পি.ই ৩০.০৬.২০২৪ এর জন্য জোন নং ১-এর জোনাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্যঃ ₹ ৭৫,০০,০০০.০০; বায়না অর্থঃ ₹ ১,৫০,০০০; ক্রম নং. ২, টেন্ডার নং এবং কাজের নামঃ ইএনজিজি-১-২৩-২৪-এলএলএইচ-ওপেন আইটেম-২ এবং এইএম/ডব্লুএস/এলএলএইচ এবং সিডব্লুএম/এলএলএইচ এর অধীনে ২০২৩-২৪ পি.ই ৩০.০৬.২০২৪ এর জন্য জোন নং ২-এর জোনাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্যঃ ₹ ৬০,০০,০০০.০০; বায়না অর্থঃ ₹ ১,২০,০০০; ক্রম নং. ৩, টেন্ডার নং এবং কাজের নামঃ ইএনজিজি-১-২৩-২৪-এলএলএইচ-ওপেন আইটেম-৩ এবং এইএম/ ডব্লুএস/এলএলএইচ এবং সিডব্লুএম/এলএলএইচ এর অধীনে ২০২৩-২৪ পি.ই ৩০.০৬.২০২৪ এর জন্য জোন নং ৩-এর জোনাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্যঃ ₹ ৭৫,০০,০০০.০০; বায়না অর্থঃ ₹ ১,৫০,০০০; ক্রম নং. ৪, টেন্ডার নং এবং কাজের নামঃ ইএনজিজি-১১-২২-২৩-এলএলএইচ ওপেন-আর পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়ার সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ-এ এলএইচবি কোচের পিওএইচ চলাকালীন আরএমপিইউ-এর ওভারহলিংয়ের জন্য পরিকাঠামোগত সুবিধার আপগ্রেডেশন ও পরিবর্তন-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্যঃ ₹ ১,০২,০৯,১১৬.৪২; বায়না অর্থঃ ₹ ২,০৪,৬০০.০০। টেন্ডার নথির মূল্যঃ ক্রম নং ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য শূন্য। কাজ শেষ করার মেয়াদঃ ক্রম নং ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য ১২ মাস, ক্রম নং ৪ এর জন্য ১৮০ দিন। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ ০৮.০৫.২০২৩ বেলা ১২টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের অফারটি অনলাইনে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। MISC-15/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং-২৩/২৪ তারিখ ১১.০৪.২০২৩

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ, **(একটি আইএসও ৯০০১.২০১৫ শংসাপত্র প্রাপক সংস্থা)** আহ্বান করছেন নিম্নলিখিত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	ক্ষুদ্র বিবরণ	পরিমান	টেন্ডার খোলার তারিখ
১	৩০২৩৪২১৯	কে-টাইপ কম্পোজিশনের ব্রেক ব্লকস	১৭৮৬৯ টি	১০.০৫.২০২৩
২	৩০২৩২২৮৯	ভাঁজযোগ্য বোতল ধারক	৪০০০০ টি	১০.০৫.২০২৩
৩	৩০২৩১২২১	সাইড ফ্রেম কি	৮১০০০ টি	১০.০৫.২০২৩
৪	৪০২৩১০৩১এ	এনকেএন ক্যালেণ্ডারেড (নোমেক্স ৪১০)	১২৫ কেজি	০১.০৫.২০২৩
৫	৬৪২৩৫০২৭এ	হাইড্রোলিক হোস সেট সঙ্গে সংযোগ ট্যাম্পিং ইউনিটের জন্য ইউনিম্যাট ডুলি ক্রিম্পেড	৬২৮ সেট	০১.০৫.২০২৩
৬	৬৩২৩আরজিসি ০৬	উৎপাদন এবং যোগান জিএফএন-৬৬ ইনসুলেটিং লাইনারস সুইটেবল হবে ৬০ কেজি (ইউআইসি)	১৬৪১০৯৬ টি	১৮.০৫.২০২৩

দ্রষ্টব্য ঃ ১. সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-টেন্ডারের দেখা যাবে এবং ডাউনলোড করা যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট থেকে -**https://www.ireps.gov.in**।

536/23 (D)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. জেএইচএস-ইঞ্জি-এন-২০২৩-২৪ তাং ঃ ১৩.০৪.২০২৩

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), এন.সি. রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন সিলকরা ''ওপেন টেন্ডার'' অনলাইনে কেবলমাত্র (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য।

ই-টেন্ডার নং.	কাজের বিবরণ	আনুমানিক মূল্য	বায়না মূল্য
জেএইচএস-ইঞ্জি-এন-২০২৩-২৪	বন্দোবস্ত ইন্টারলকিং ০৬ এলসি গেটে থাকবে টিভিইউ ২০০০০ থেকে বেশি ভিজিএলবি-ডিএইচও সেকশানে ঝাঁসি ডিভিশনে। (এলসি ৩৭০, ৩৮২, ৩৮৫, ৩৯৩, ৩৯৯ এবং ৩৯২)।	₹১১৯৫৬০৯২.০০	₹২০৯৮০০.০০

টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ১০.০৫.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা।

সম্পাদনের তারিখ / গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়া থেকে মেয়াদ ঃ ০৮ মাস।

দ্রষ্টব্য ঃ- (১) টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে ১০.০৫.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। (২) বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং দরপত্র জমা করতে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট দেখুন **www.ireps.gov.in**।

549/23 (A)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

২ টাকার সাংবাদিক বলে কটাক্ষ ওসির

থানায় ডেকে সাংবাদিকদের হুমকি

দুরন্ত বার্তা, পটাশপুর, ১৪ এপ্রিল ঃ কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের পর এবার সাংবাদিকদের 'দু টাকা'র সাংবাদিক' বলে কটাক্ষ করলেন খোদ থানার ওসি। তিনি আর কেউ নন। তিনি হলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার ওসি রাজু কুন্ডু। অভিযোগ, সাংবাদিকদের পটাশপুরে কোনো খবর করতে হলে স্থানীয় থানার ওসির অনুমোদন নিতে হবে। আর তা না হলে সাংবাদিকতা করা একেবারেই ঘুচিয়ে দেবেন-এমনটাই হুঁশিয়ারির সহিত সাংবাদিকদের থানায় ডেকে ফতোয়া জারি করলেন খোদ পটাশপুরের ওসি রাজু কুন্ডু। প্রসঙ্গত, গত ২৩ মার্চ পটাশপুর থানার খাটুয়াবাড় গ্রামে ধীরেন পাত্র (৫৫) নামে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। ২৫ মার্চ গ্রামবাসীরা মৃতের পরিবারের লোকেদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তোলে সালিসি সভা করে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, মৃত ব্যক্তিকে তাঁর পরিবারের লোকজন মিলে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তারপরে ঘটনাস্থলে পটাশপুর থানার পুলিশ এলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাঁধে গ্রামবাসীদের। এবং রাতে পুলিশ গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা। সেদিন এই ঘটনার খবর সংগ্রহ করে সংবাদমাধ্যমের দুই প্রতিনিধি। আর এই খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পরে পটাশপুর থানার ওসির গাত্রদাহ হয়। অথচ এই খবরের জেরে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পুলিশ ১০০ জনের বিরুদ্ধে মামলাও রজু করে। ঘটনার ১৫-২০ দিন কেটে গেলেও কেনই বা সাংবাদিকদের থানায় ডেকে আসামীর মতো ব্যবহার করবেন ওসি! তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। গত ১২ মার্চ রাতে দুই সাংবাদিককে থানায় ডেকে সমস্ত অফিসারের সামনের কার্যত অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং গ্রেফতার করার হুমকি দিলেন স্বয়ং ওসি। এমনকি পটাশপুর থানা এলাকায় ঢুকতে দেবেন না তিনি। আবারও বলেন বেশি বাড়াবাড়ি করলেন লক আপে ঢুকিয়ে দেব। তাহলে প্রশ্ন তিনি সাংবাদিকদের ভয় পেয়েই কি তিনি হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন! নাকি সমস্তটাই প্রকাশ্যে চলে আসার জন্য আর টাকা-পয়সা না পাওয়ার জেরেই কি এমনটাই বলছেন? সাংবাদিকদের সাথে ওসির অভদ্র আচরণের জন্য নিন্দার ঝড় বুদ্ধিজীবি মহলে। ওসি কি এটা ভুলে গেলেন সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ! তাহলে উনাকে কে অধিকার দিয়েছেন সাংবাদিকদের কাজে বাধা দেওয়ার? যদিও এ প্রসঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার (কাঁথি গ্রামীণ) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানব সিংলা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

গৃহবধূকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেফতার ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৪ এপ্রিল ঃ গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল কালনা শহরের এক ওষুধ ব্যবসায়ী তথা মূল অভিযুক্তকে। বৃহস্পতিবার হুগলি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম তাপস সিংহ রায়, বাড়ি কালনা শহরের নেপপাড়ায়। অন্যদিকে এই ঘটনায় সহযোগিতা করার অভিযোগে অকালপৌষ এলাকা থেকে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকেও গ্রেফতার করা হয়। ধৃত সিভিকের নাম মোজাফ্ফর রহমান। তার বাড়ি কালনা ২ ব্লকের অকালপৌষ গ্রামে। এর আগে এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে আরও ২ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও মূল অভিযুক্ত তাপস পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, বধূকে ধর্ষণ, অপহরণের চেষ্টা, তার পরিবারের সদস্যদের মারধরের অভিযোগে পুলিশ মূল অভিযুক্ত তাপস সিংহ রায়কে গ্রেফতার করে। ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, PS-Purulia(MF) Dist-Purulia
Memo No.-05/HGP/NIT-9(3)
Dated-13/04/2023

NOTICE INVITING e-TENDER NO-2(3)/2023-24. Bid submission end date-**25.04.2023 – 5 pm.** Bid opening Date (Technical)-**28.04.2023 – 12 Noon.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 346/EO/JLD-II, Dated: 13/04/2023
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-01(e)/EO/JLD-II/2023-24 dt. 20.01.2023,** for 2 nos. of scheme **(Tender ID 2023_ZPHD_512008_1 to 2023_ZPHD_512008_2)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **28.04.2023 up to 5-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

e-Tender Notice

P.O-cum-D.W.O, B.C.W & TD, Purulia invites e-tender of 2023-24.

NIT No	Tender Id	End Date
NIT No-2(e)	2023_DM_512063_1	29.04.2023
NIT No-12(e) 2nd Call	2023_DM_511995_1	21.04.2023.

Details may be seen on website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-P.O-cum-D.W.O.
B.C.W, Purulia

BARAURMA GRAM PANCHAYAT
Add:- At+Post- Sagma, P.S-Balarampur, Dist-Purulia, Pin-723153
E-Tender No:- NIeT 01/2023-24/BUGP dated 17/04/2023--15th FC
E-Tender No:- NIeT 02/2023-24/BUGP dated 17/04/2023--15th FC

E-Tender are hereby invited by the Pradhan, Baraurma Gram Panchayat from the bonafide and eligible contractor for the various scheme of 15 th FC Fund under the terms and condition of Baraurma Gram Panchayat under Balarampur Panchayat Samity. Date of downloading of documents(online) starting **from 17/04/2023 up to 22/04/2023 at 4.00 PM.** Last date of submission of Bid documents (Online) **22/04/2023 up to 4.00 pm.** Opening of Technical Bid (online) on **25/04/2023 after 12.00 am.** For all information and all details please visit website: **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Baraurma Gram Panchayat

ANCHURI GRAM PANCHAYAT
BADULARA*WEST SANABANDH*BANKURA
NOTICE INVITING e-Tender

e Tenders are invited from Contractors for **(1) NIT No-01/2023-24, Sl No 1, Memo No- 484/AGP, Dated 12/04/2023 (2) NIT No-02/2023-24, Sl No 1, Memo No- 485/AGP, Dated 12/04/2023, for NIT No 01 to 02 of 2023-24,** Last Date of Submission of Technical and Financial Bid is **19/04/2023, up to 6:00 PM,** Date of opening Technical bid is on **24/04/2023 at 6:00 PM. (3) NIT No-03/2023-24 Sl No 1 to 4, Memo No-492/AGP, dated 13/04/2023, (4) NIT 04/2023-24, Sl No. 1 to 4 Memo No-493/AGP Dated 13/04/2023 (5) NIT No-05/2023-24 Sl No 1 to 5, Memo No-495/AGP, dated 13/04/2023, for NIT No 03 to 05 of 2023-24** Last date of Submission of Technical and Financial Bid is **20/04/2023 up to 6:00 PM.** Date of opening Technical bid is on **24/04/2023 at 4.00 PM.** For details visit Anchuri GP, Documents can be downloaded from the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Anchuri Gram Panchayat

ফের মৃত্যু হল পরিযায়ী শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ১৪ এপ্রিল ঃ ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে যায় অনবরত। যা থেকে বাদ যায়নি ইসলামপুরও। এখনও দগদগে দিল্লী ও পাঞ্জাবের ঘটনা। তার মধ্যে আবারও মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। সিকিমের গ্যাংটকে কাজ করতে গিয়ে পাহাড়ের ধস নেমে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি ইসলামপুর ব্লকের অন্তর্গত রামগঞ্জ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমগাছি গ্রামে। মৃতের নাম সাত্তার আলি। তার বয়স আনুমানিক (২০) বছর। পরিবার সূত্রে জানা যায় সে সিকিমের গ্যাংটকে রাজমিস্ত্রি হেলপারের কাজ করতে গিয়েছিল। কাজে যাওয়ার সময় পাহাড়ের চূড়ায় ধস নেমে আসে। এই ধসে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় সেই যুবকের। তার সাথে আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়। তারা গ্যাংটক মনিপাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে বলে জানা যায়। দেহ রাত ৯টার সময় নিয়ে আসা হয় ইসলামপুরে। মৃতের পরিবারের সাথে দেখা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলামপুর ব্লকের সহ-সভাপতি মহম্মদ বুধু। রামগঞ্জ একনং গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি ইয়াসিন আলী তার পরিবারের সাথে কথা বলে আশ্বাস দেন রাজ্য সরকারের পরিযায়ী শ্রমিকের যে আর্থিক অনুদান করা হয় তার ব্যবস্থা করে দেওয়ার। সরকারি সহায়তা পেলে অসহায় পরিবারটি কিছুটা হলেও রেহাই পাবে।

নানা অনুষ্ঠানে আম্বেদকর স্মরণ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ সারা দেশের পাশাপাশি শুক্রবার ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ১৩২ তম জন্মজয়ন্তি পালিত হল বাঁকুড়াতেও। বাঁকুড়ায় জাতি ও উপজাতি সংগঠনের তরফে পালন আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করে পালিত হয় দিনটি। সংবিধানের জনকের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সারাদেশে সরকারি ছুটি। এই দিন স্কুল, ব্যাঙ্ক-সহ কিছু সরকারি সংস্থা বন্ধ থাকে। প্রতিবছর এদিন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দেশের মানুষ। সবাই তাঁকে 'বাবাসাহেব' নামেও চেনেন। বাবাসাহেব আম্বেদকরের আসল নাম ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। ১৪ এপ্রিল ১৮৯১ সালে তাঁর জন্ম হয়। এদিন মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করে দিনটি উদযাপন করে বাঁকুড়া জাতি ও উপজাতিদের তরফে। আম্বেদকরের ১৩২তম জন্মবার্ষিক পালন হল দুর্গাপুর বাইপাস রোড, ব্রিজ গোরাজ, সতীঘাটে। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশন অফ এসসি -এসটি অর্গানাইজেশনের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি কোন বাউরী, ভানু বাউরী, দিলি মাল, পাঁচু রজক, নিমাই দাস, পতিক দাস, বুধন বাউরী এসসি-এসটি জেলা সভাপতি কলু বাউরী।

নেপালি পঞ্জিকা অনুসারে বর্ষবরণ

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৪ এপ্রিল ঃ শুক্রবার ছিল বাংলা পঞ্জিকা মতে ৩১ চৈত্র। বছরের শেষ দিন। চড়ক পুজোর মধ্যে দিয়ে বাঙালি সমাজের বছরের শেষ হয়। শনিবার ১৪৩০ বঙ্গাব্দ শুরু হতে যাচ্ছে। হাটে-বাজারে, দোকানে হালখাতা হবে। তার প্রস্তুতি চলছে। বাঙালির যখন বর্ষ শেষ সেই দিন থেকেই নেপালী পঞ্জিকা মতে ১ বৈশাখ। এই উপলক্ষে গোর্খা গৌরব সংস্থার উদ্যোগে মহা সমারোহে বর্ষবরণ উৎসব পালিত হয়। এদিন সকাল থেকে বহু মানুষ উচ্ছাসে মেতে ওঠে। এদিন এই উপলক্ষে সুসজ্জিত ট্যাবলো সহ শোভাযাত্রা বের করা হয়। সুসজ্জিত পোশাকে বহু মানুষ শোভাযাত্রায় পা মেলান। নাচ গান ও সাংস্কৃতিক উৎসবের মধ্যে দিয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পালিত হয়। উদ্যোগী সংস্থার কো-অর্ডিনেটর নরেন্দ্র তামাং বলেন, আজ নেপালী পঞ্জিকা মতে ২০৮০ সাল শুরু হচ্ছে। তাই র‍্যালি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বর্ষবরণ করা হচ্ছে। গরুবাথান ব্লকে অনেকে সামাজিক রীতি মেনে বাড়িতে বর্ষবরণ করেন। স্থানীয় যুবক লেনিন রাই জানান, আজ ২০৮০ সালের ১ বৈশাখ। আজ থেকে বছর শুরু।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৪ এপ্রিল ঃ পৃথক তিনটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলা সহ তিনজনের। শুক্রবার সকালে ঘটনা তিনটি ঘটেছে আসানসোলে। মৃতরা হলেন দুর্গাপুরের কাঁকসা থানার গোপালপুর উত্তরপাড়ার শিখা রায় (৫৬), আসানসোল দক্ষিণ থানার উষাগ্রামের মঙ্গল মুর্মু (৩৮) ও রানিগঞ্জ থানার বিধানবাগের তপন রুইদাস (৪৫)। এদিন দুপুরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে দেহগুলির ময়নাতদন্ত হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে দুর্গাপুরের কাঁকসার বাসিন্দা শিখা রায় আসানসোল উত্তর থানার সেনরেল মোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারলে ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, এদিন সকালে রিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ২ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন তপন রুইদাস। সেই সময় একটি গাড়ি রানিগঞ্জ থানার জেকে নগর মোড়ে পেছন দিক থেকে তাঁকে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে জানান। এদিকে, এদিন সকালে আসানসোল দক্ষিণ থানার ডামরায় ট্রাক্টর থেকে পড়ে আহত হন মঙ্গল মুর্মু। তাকেও আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান। তিনটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

e-TENDER NOTICE

Notice Inviting E-Tender Pradhan-on behalf of Santipur-I No. G.P.invites(online) vide M.No.-75/S-1/2023-24/15thFC, 76/S-1/2023-24/15th FC, 77/S-1/2023-24/15th FC, 78/S-/2023-24/15th FCDtd. 10.04.2023.For details visit website http://wbtenders.gov.in & other details may be seen during Office hours.

Sd/-Pradhan,
Santipur-I No. Gram Panchayat
Mecheda :: PurbaMedinipur

টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

রেজি অফিস ঃ ১১ ফ্লোর, টাওয়ার এ পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই-৪০০০১৩। CIN No. U67100MH2010PLC210201. ওয়েবসাইট-www.tatacapital.com।

অনুবিধি-৪-এ
(দেখুন বন্দোবস্ত অধীন ধারা ৮(৬)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুনর্গঠন আর্থিক সম্পত্তি এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন,২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) নিরাপত্তা আগ্রহ(প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় জনস্বার্থে এবং বিশেষভাবে গ্রাহক, জামিনদার এবং বন্ধকদাতাদের প্রতি যে নিম্নবর্নিত স্থাবর সম্পত্তি আরও বিশদে বর্নিত রয়েছে সারণীতে, এখানে, বন্ধক/ দায়যুক্ত রয়েছে নিরাপদ ঋণদাতার কাছে, বন্ধকদাতা শর্তহীন অবস্থায় সম্পত্তি সমর্পন করেছেন ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে ও শারিরীক অধিগ্রহণ করেছেন টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (টিসিএফএসএল)-র অনুমোদিত আধিকারিক, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে এবং যার আদেশনামা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পাস করা হয়েছে গাজিয়াবাদ জেলাশাসকের তরফে, অধীন ধারা ১৪ সারফেইশি আইন মোতাবেক অনুমোদিত আধিকারিক টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (টিসিএফএসএল) নিরাপদ ঋণদাতা শারিরীক অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করেছেন যা বিক্রয় করা হবে ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন আছে'', এবং ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে **২ মে, ২০২৩ (নিলামের তারিখ)** পুনরুদ্ধার করতে টাকা. ২১,৯৬,০৬,০৮৭ /- (একুশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ ছয় হাজার সাতাশি টাকা মাত্র) বকেয়া রয়েছে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে, সঙ্গে পরবর্তী সুদ, মূল্য, দাবী ইত্যাদি ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ থেকে, পুণরুদ্ধার হওয়া পর্যন্ত যা বকেয়া রয়েছে টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (টিসিএফএ২সএল)-র কাছে টিআইএল লিমিটেড ও শ্রী সুমিত মজুমদার তরফে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) উল্লেখিত সম্পত্তির নিম্নোক্ত ঃ

সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি (টাকা)	ইএমডির শেষ তারিখ	ই-নিলাম তারিখ
৩৫,৮৬,০০,০০০.০০	৩,৫৮,৬০,০০০.০০	১মে ২০২৩	২মে ২০২৩

সারণী
বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ

সার্ভে / দূর পাট্টা / খাতা নং.	৯-১-২৫২/ ৩, অ্যাসেট নং. ৪০৬৭১
প্লট নং........ / ফ্ল্যাট নং	ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লট নং.১১
পরিমাপ / সম্পত্তির পরিমান	২১,২৭৬.৮০ বর্গ মিটার
স্থান / ল্যান্ড মার্কস / এলাকার নাম, মহল্লা (ইহা পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে সম্পত্তির স্থানে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সঠিক স্থানে পৌঁছাতে)	লিজধারকের অধিকার রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লট নং. ১১, পরিমাপ ২১,২৭৬.৮০ বর্গ মিটার, অবস্থিত রয়েছে লে-আউট প্ল্যানে যাহা শাহিদাবাদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, সাইট-৪, গাজিয়াবাদে।
শহর / জেলা	গাজিয়াবাদ
পরিসীমা ঃ	লিজ দলিলের সাথে সংযুক্ত সাইট প্ল্যানে রয়েছে
পূর্বে	প্লট নং. ১২
পশ্চিমে	প্লট নং. ১০
দক্ষিণে	১৫০ মিটার চওড়া রাস্তা
উত্তরে	রেলওয়ে লাইন

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী জানতে, দয়াকরে দেখুন প্রদত্ত লিংকে (লিংক) https://bit.ly/30d6aSg নিরাপদ ঋণদাতার ওয়েবসাইটে-www.tatacapital.com।

টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
স্বা /-
অনুমোদিত আধিকারিক

তারিখ ঃ ১৫ এপ্রিল, ২০২২
স্থান ঃ কলকাতা

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

TTI ENTERPRISE LIMITED

A public limited company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956
Corporate Identification Number: L67120WB1981PLC033771;
Registered Office: Room No-822, 8th Floor, 4 Synagogue Street, Kolkata-700001, West Bengal, India;
Contact Number: +033-22109197; E-mail Address: tti1711@gmail.com; Website: www.ttienterprises.com.

Open Offer for acquisition of up to 66,05,150 (Sixty-Six Lakhs Five Thousand One Hundred And Fifty) Equity Shares, representing 26.00% (Twenty Six Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company, TTI Enterprise Limited, at an offer price of ₹13.50/- (Rupees Thirteen And Fifty Paise Only) per offer share to the public shareholders of the target company, made by , Mr. V S Ranganathan (Promoter Acquirer 1), Mrs. Bindu K C (Promoter Acquirer 2), and Mrs. Kanakavally Prathapan Karumanthra (Promoter Acquirer 3) (Hereinafter collectively referred to as the 'Promoter Acquirers'), in accordance with the provisions of Regulations 3 (2) and 4, and such other applicable provisions of The Securities And Exchange Board of India (Substantial Acquisition Of Shares And Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto ('SEBI (SAST) Regulations') ('Offer').

This Post-Offer Advertisement is being issued by CapitalSquare Advisors Private Limited ('**Manager**'), for and on behalf of the Promoter Acquirers and pursuant to the provisions of Regulation 18 (12) of the SEBI (SAST) Regulations, in respect of the Offer in Financial Express (English daily) (All India Edition), Jansatta (Hindi daily) (All India Edition), Duranta Barta (Bengali daily) (Kolkata Edition) and Mumbai Lakshadeep (Marathi daily) (Mumbai Edition), wherein the Detailed Public Statement dated Tuesday, July 12, 2022, which was published on Wednesday, July 13, 2022, in accordance with the provisions of Regulation 14 (3) of the SEBI (SAST) Regulations ('**Newspapers**')

This Post-Offer Public Announcement should be read in continuation of, and in conjunction with the:

(a) Public Announcement dated Wednesday, July 06, 2022 ('***Public Announcement***');
(b) Detailed Public Statement dated Tuesday, July 12, 2022, which was published on Wednesday, July 13, 2022, in the Newspapers ('***Detailed Public Statement***');
(c) Draft Letter of Offer dated Wednesday, July 20, 2022 ('***Draft Letter of Offer***');
(d) Letter of Offer dated Friday, October 21, 2022, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement and Form SH-4 Securities Transfer Form ('***Letter of Offer***');
(e) Corrigendum to the Letter of Offer dated Monday, October 31, 2022, which was published in the Newspapers on Tuesday, November 01, 2022 ('***Corrigendum to the Letter of Offer***');
(f) Recommendations of the Committee of Independent Directors of the Target Company dated Monday, October 31, 2022, which was published in the Newspapers on Tuesday, November 01, 2022 ('***Recommendations of IDC***');
(g) The dispatch confirmation of Letter of Offer advertisement dated October 31, 2022, which was published in the Newspapers on Tuesday, November 01, 2022 ('***Dispatch Confirmation Advertisement***');
(h) Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement dated Tuesday, November 01, 2022, which was published in the Newspapers on Wednesday, November 02, 2022 ('***Pre-Offer Advertisement***');
(i) Intimation of Extension of Offer Period Advertisement dated Wednesday, November 23, 2022, which was published in the Newspapers on Thursday, November 24, 2022 ('***Extension of Offer Period Advertisement***');
(j) Corrigendum to Offer for Revision of Offer Price dated Friday, March 31, 2023, which was published in the Newspapers on Saturday, April 01, 2023 ('***Corrigendum to the Offer for Revision of Offer Price***'), and
(k) Joint Public Notice pursuant to RBI Approval dated Wednesday, April 05, 2023, which was published in the Newspapers on Thursday, April 06, 2023 ('***Joint Public Notice***')

The Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Corrigendum to the Letter of Offer, Recommendations of IDC, Dispatch Confirmation Advertisement, Pre-Offer Advertisement, Extension of Offer Period Advertisement, Corrigendum to the Offer for Revision of Offer Price, and Joint Public Notice are hereinafter referred to as the 'Offer Documents'.

1.	**Name of the Target Company**	TTI Enterprise Limited	
2.	**Name of the Promoter Acquirers**	Mr. V S Ranganathan (Promoter Acquirer 1), Mrs. Bindu K C (Promoter Acquirer 2), and Mrs. Kanakavally Prathapan Karumanthra (Promoter Acquirer 3). There is no person acting in concert with the Promoter Acquirers for this Offer.	
3.	**Name of Manager to the Offer**	CapitalSquare Advisors Private Limited	
4.	**Name of Registrar to the Offer**	Purva Sharegistry (India) Private Limited	
5.	**Offer Details**		
5.1	Date of Opening of the Offer	Thursday, November 03, 2022	
5.2	Date of Closing of the Offer	Thursday, November 17, 2022	
6.	**Date of Payment of Consideration**	Thursday, April 06, 2023* *Due to delay in receiving RBI approval, payment to shareholders was delayed and hence the same was made on Thursday, April 06, 2023 along with the Interest.	
7.	**Details of the Acquisition**		
	Particulars	**Proposed in the Offer Document (Assuming full acceptance in this Offer)**	**Actuals**
7.1	**Offer Price**	₹13.50/-	₹13.99/-#
7.2	**Aggregate number of Equity Shares tendered**	66,05,150	6,13,858
7.3	**Aggregate number of Equity Shares accepted**	66,05,150	6,13,858
7.4	**Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)**	₹8,91,69,525.00/-	₹85,87,873.42/-
7.5	**Shareholding of the Acquirers before the Share Purchase Agreement/ Public Announcement**		
a)	Number of Equity Shares	90,81,725	90,81,725
b)	% of fully diluted Equity Share capita	35.75%	35.75%
7.6	**Equity Shares acquired by way of Share Purchase Agreement**		
a)	Number of Equity Shares	51,43,803	51,43,803
b)	% of fully diluted Equity Share capital	20.25%	20.25%
7.7	**Equity Shares acquired by way of Offer**		
a)	Number of Equity Shares	66,05,150	6,13,858
b)	% of fully diluted Equity Share capital	26.00%	2.42%
7.8	**Equity Shares acquired after the Detailed Public Statement**		
a)	Number of Equity Shares acquired	Nil	Nil
b)	Price of the Equity Shares acquired	Nil	Nil
c)	% of Equity Shares acquired	Nil	Nil
7.9	**Post-Offer shareholding of the Acquirers**		
a)	Number of Equity Shares	2,08,30,678	1,48,39,386
b)	% of fully diluted Equity Share capital	82.00%	58.41%

7.10	**Pre-Offer and Post-Offer shareholding of the Public Shareholders**				
	Particulars	**Pre-Offer**	**Post-Offer**	**Pre-Offer**	**Post-Offer**
a)	Number of Equity Shares	1,53,53,622	87,48,472	1,53,53,622	1,47,39,764
b)	% of fully diluted Equity Share capital	60.44%	34.44%	60.44%	58.02%

8.	The Promoter Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Post-Offer Public Announcement and for their obligations specified under SEBI (SAST) Regulations.
9.	The Promoter Acquirers will consummate the Share Purchase Agreement transaction in accordance with the provisions of Regulations 22 (1), and 22 (3) read with 17 of the SEBI (SAST) Regulations.
10.	A copy of this Post-Offer Public Announcement will be available and accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com, The Calcutta Stock Exchange Limited at www.cse-india.com and Manager at www.capitalsquare.in and the registered office of the Target Company.
11.	The capitalized terms used in this Post-Offer Public Announcement shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer, unless otherwise specified.

#Note - Offer price is ₹13.50/- and since there was delay in receiving RBI approval, interest payable to the public shareholders is ₹0.49/- amounting to total offer price of ₹13.99/-

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER

CAPITALSQUARE® Teaming together to create value

CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED
205-209, 2nd Floor, Aarpee Centre, MIDC Road No 11, CTS 70, Andheri (East), Mumbai 400093, Maharashtra, India;
Contact Number: +91-22-66849999;
Email Address: mb@capitalsquare.in;
Investor Grievance: investor.grievance@capitalsquare.in;
Website: www.capitalsquare.in;
Contact Person: Mr. Viveka Singhal;
SEBI Registration Number: INM000012219;
Validity: Permanent;
Corporate Identification Number: U65999MH2008PTC187863.

Date: Friday, April 14, 2023
Place: Mumbai

On behalf of the Promoter Acquirers
Sd/-
V S Ranganathan
(Promoter Acquirer 1)

গেরস্থালি

পুরোনো আসবাব একটু রদবদল করে আবার ব্যবহার করতে পারেন

ঘর সাজানোর জন্য চাইলেই অনেকে নতুন আসবাব কিনতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে পুরোনো আসবাব একটু রদবদল করে আবার ব্যবহার করতে পারেন। এ জন্য দরকার একটু

পরিকল্পনা আর সৃজনশীলতা। আধুনিক যুগে চাই আধুনিক আসবাব। বিদায় জানাতে হয় আমাদের খুব প্রিয় পুরোনো দিনের স্মৃতিবিজড়িত আসবাবগুলোকে। আর তখনই তৈরি হয় এক অদ্ভুত টানাপোড়েন-পুরোনোকে রাখব, নাকি নতুনকে জায়গা করে দেব। এ রকম মুহূর্তে পুরোনো আসবাবে কিছু পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করে নতুনভাবে ব্যবহার করা সম্ভব বলে জানালেন এক স্থাপত্যবিষয়ক প্রতিষ্ঠান। বাড়ি বা ফ্ল্যাটে নতুন লুক আনতে সাধারণভাবেই আমরা পুরোনো বা ভাঙা কাঠের জিনিস ফেলে দিয়ে থাকি কিন্তু ওই ভাঙা চেয়ার বা টেবিল থেকেই আপনি বানিয়ে ফেলতে পারেন লিভিং রুমের সুন্দর একটা শেলফ। শুধু চেয়ারের পায়াগুলো কাটিয়ে বসার জায়গাটাকে দেওয়ালের সঙ্গে এমনভাবে সেট করে দিন, যাতে তা একটা শেলফের আকার নেয়। পুরোনো বড় আকারের টেবিল ঘরের আয়তন অনুযায়ী কাটিয়ে তার ওপর ল্যামিনেট তুলে দিয়ে কাচ লাগিয়ে দিন। দেখবেন টেবিলটা দেখতে কত হালকা লাগছে। টেবিলের যে অংশ বাদ গেল, তা যদি ভালো থাকে, তাহলে সেটা দিয়ে আপনার বারান্দা বা বাগানে পট বা টব রাখার জায়গা বানিয়ে ফেলতে পারেন। এখন আলনার চল প্রায় নেই বললেই চলে। আলনার কাঠ দিয়ে আলমারিতে র‌্যাক বানিয়ে ফেলতে পারেন। যদি বাড়িতে কোনো পোষ্য থাকে, তাহলে পুরোনো চেয়ার দিয়ে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস বানাতে পারেন। পুরোনো ভারী কারুকাজ করা খাটের স্ট্যান্ডগুলো খুলে ফেলুন। পায়াগুলো কিছুটা ছোট করে নিন। তারপর পছন্দের রঙের বার্নিশ করুন। পেয়ে যাবেন মানানসই লো হাইট খাট। খাটের মাথার দিকের নকশার অংশ ফেলে না দিয়ে সোফার পিঠের দিকে জুড়ে দিন। পেয়ে যাবেন আধুনিক অ্যান্টিক সোফা। বানিয়ে ফেলতে পারেন দোলনাও। পুরোনো সিন্দুকের ওপর বার্নিশের প্রলেপ দিয়ে ওপরে একটা কাচ বসিয়ে দিন। অ্যান্টিক সোফার সঙ্গে হয়ে যাবে জুতসই সেন্টার টেবিল। আবার এই সিন্দুক দিয়েই করে ফেলতে পারেন বসার ব্যবস্থা। বার্নিশ করে তার ওপরে একটা গদি বসিয়ে দিন। সঙ্গে রঙিন কুশন রেখে দিতে পারেন। পুরোনো ক্যাবিনেট বা বেডসাইড টেবিল ফেলে না দিয়ে বাথরুমের দেওয়ালে লাগিয়ে নিন। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রাখা যাবে। পেরেক ঠুকে বারান্দার দেওয়ালের সঙ্গেও রাখতে পারেন। খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিন স্টোরেজের ব্যবস্থা হিসেবে চমৎকার। এক হোম মেকারের বাড়িতে রয়েছে এমন অনেক আসবাব, যেগুলো তিনি পুরোনো আসবাব থেকে নিয়ে নতুন করে করেছেন। তাঁর স্বামী ছোটবেলার খাটের স্ট্যান্ডগুলো দিয়ে বানিয়ে নিয়েছেন আয়নার ফ্রেম। আবার, পুরোনো দুটি সিঙ্গেল সোফার পেছনের অংশ দিয়ে বানিয়ে নিয়েছেন একটি সোফা। তিনি জানান, পুরোনো শখের আসবাবগুলো একটু বুদ্ধি খাটিয়ে নিলেই আবারও নতুন করে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে খরচ করতে চাইলে এর চেয়ে ভালো কিছু হয় না। আবার ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন খাবার ঘরে পরিবেশিত খাবার আনে পরিতৃপ্তি। এ যুগে অনেক অন্দরেই পরিসর সীমিত। খাবার ঘরটাও ব্যতিক্রম নয়। বিলাসবহুল ভবনে তো আর সবার থাকা হয়ে ওঠে না। তবে বাবুই পাখির নীড়ের মতো ক্ষুদ্র অন্দরও পরিবারের সবার প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব সৃজনশীল আয়োজনে। ছোট খাবার ঘরেও অতিথি আপ্যায়নের সুন্দর ব্যবস্থা করা যায়। প্রথাগত ধারণার বাইরে গিয়ে শৈল্পিক রূপে অন্দর সাজানো হচ্ছে আজকাল। খাবার ঘরে কেউ কেউ এমন টেবিল রাখছেন, যেগুলো দেয়ালে ফোল্ড করে রাখা যায়। ফিরে এসেছে চেয়ারে কভার দেওয়ার চল। বসার জন্য কাজে লাগানো হচ্ছে বেঞ্চ। দেয়াল ঘেঁষে গড়ে তোলা আলাদা একটি অংশে খাবার বা পানীয় রাখার ব্যবস্থাও থাকছে। বাঙালিয়ানার ঐতিহ্য কিংবা ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের আভিজাত্য যেটিই পছন্দ হোক, সেই ধারাতেই গড়ে তোলা যায় খাবার ঘর। তাই বাড়ি সাজাতে নতুনত্ব আনুন।

গরের সাজেও আসুক নববর্ষের ছোঁয়া, কীভাবে দেখে নিন

ইতিমধ্যেই পয়লা বৈশাখের শপিং শুরু শহর জুড়ে। নতুন জামাজুতো কিনতে ব্যস্ত শহরবাসী। কিন্তু নিজেরা তো সাজছেন, নতুন বছরে ঘর সাজাবেন তো? জেনে নিন সহজ কিছু ঘর সাজানোর আইডিয়া। পয়লা বৈশাখ মানেই লাল, হলুদ শুভ রঙের সমাহার। ঘর গোছানোর সময় অবশ্যই ব্যবহার করুন এ সব রং। বিছানায় পেতে নিতে পারেন লাল, হলুদ ডিজাইনের চাদর। সঙ্গে বালিশের কভারে ছোঁয়া থাক সাদা ও লালের। পর্দা বদলে ফেলার দরকার নেই। বরং লাল ও হলুদ রঙের ওড়না কিনে আনুন। পর্দার সামনে সুন্দর করে ঝুলিয়ে দিন। দেখবেন ঘরের লুক একেবারে চেঞ্জ হয়ে যাবে। সোফার বদলে রঙিন মাদুর, বসার ঘরে নকশী কাঁথার কুশন, মাটির পুতুল বা প্রদীপ, বাঁশ ও বেতের শোপিস ইত্যাদি রাখতে পারেন। দেখবেন ঘরের সাজসজ্জা নতুন রূপ পাবে। রাখতে পারেন বেতের মোড়া। আপনার পুরো ঘরের চেহারাটাই একেবারে বদলে দেবে এই জিনিসটি। মোড়ার পাশে বাতাস খেতে রাখুন তালপাতার পাখাও। ছোট পরিবারের জন্য এমন টেবিল রাখতে পারেন, যেটিকে বিস্তৃত করার সুযোগ থাকে। টেবিলের দুই পাশে কবজার সহায়তায় আলাদা অংশ আটকানো থাকলে প্রয়োজনে টেবিলের পরিধি বাড়ানো যায়। তা ছাড়া ছোট পরিবারের সদস্যদের রোজকার ব্যবহারের জন্য রান্নাঘরের এক পাশেও একটি চারকোনা টেবিল রাখা যায়। এই টেবিলের নিচে চারটি টুল ঢুকিয়ে রাখলে প্রয়োজনের সময় বের করে বসা যায়। এতে করে ব্যস্ততার সময় রান্নাঘর থেকে খাবার ঘর পর্যন্ত বাটি আনা নেওয়ার সময় বেঁচে যায়। অনেক অতিথির সমাগম হলে খাবার টেবিলে সবার জায়গা নাই হতে পারে।

বন্ধ হয়ে গেল বিদ্যুৎ বিলে ভর্তুকি, উপরাজ্যপালের সঙ্গে সংঘাতে আপ

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল ঃ বিদ্যুৎ বিলে আর ভর্তুকি পাবে না দিল্লিবাসী। প্রায় ৪৬ লক্ষ পরিবার বিদ্যুৎ বিলে ভর্তুকি পেতেন। আর তাঁরা ভর্তুকি পাবেন না। শুক্রবার থেকেই বিদ্যুৎ বিলে ভর্তুকি দেওয়া বন্ধ করে দিল অরবিন্দ কেজরীবালের সরকার। সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানিয়েছেন কেজরী সরকারের বিদ্যুত্মন্ত্রী আতিশি। যদিও এর জন্য উপরাজ্যপাল ভি.কে সাক্সেনার দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তিনি। আতিশীর অভিযোগ, দিল্লির লেফ্‌টেন্যাাঃট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা পরবর্তী অর্থবর্ষের জন্য বিদ্যুতের বিলে ভর্তুকির ফাইল আটকে রাখার কারণেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যদিকে, কেজরী সরকার অনাবশ্যক রাজনীতি করছে বলে পাল্টা তোপ দেগেছেন দিল্লির উপরাজ্যপাল। তিনি সরকারের এই যুক্তিকে 'মিথ্যা' বলেছেন। শুক্রবার তিনি বলেন, ''আমি সরকারের পরিচালকদের বলব অযথা রাজনীতি করবেন না।'' সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ''সরকার জানত, আইন মেনে ৪ থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করতে হবে। তবে কেন আমার কাছে ১১ এপ্রিল ফাইল পাঠানো হল?''

শ্রী অরোরা, জেনারেল ম্যানেজার বোলপুরে একটি সংস্কার করা রেস্ট হাউসের উদ্বোধন করেন এবং বোলপুরে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পরিদর্শন করেন।

ফাঁসির আসামিদের ক্ষমার আবেদন নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল ঃ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন নিয়ে রাজ্য সরকারগুলির গয়ংগচ্ছ মনোভাবে ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত। ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষককে নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি এম আর শাহ ও বিচারপতি সিটি রবি কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ। শুক্রবার এই নির্দেশ দিতে গিয়ে বিচারপতিরা বলেছেন, 'ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন নিয়ে অযথা দেরির সুবিধা নিচ্ছে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা।' ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার কারণে বম্বে হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই বোনের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। ২০০১ সালে কোলাপুরে ১৩ শিশুকে অপহরণ করে তাদের খুন করার অপরাধে দুজনকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিল নিম্ন আদালত। ২০০৪ সালে ওই রায় বহাল রেখেছিল বম্বে হাইকোর্ট। ২০০৬ সালে সুপ্রিম কোর্টও হাইকোর্টের সাজা বহাল রাখে। ওই সাজার বিরুদ্ধে প্রথমে রাজ্যপাল ও পরে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করে দুই বোন। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন খারিজ করে দেন রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতি। বম্বে হাইকোর্টের সাজা কমানোর নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল মহারাষ্ট্র সরকার। ওই আবেদনের শুনানির সময়ে ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন নিয়ে অকারণে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করায় রাজ্য সরকার সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যত তিরস্কার করেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এম আর শাহ ও বিচারপতি সি টি রবিকুমার।

ইডির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন আপ সাংসদ

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল ঃ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) বিরুদ্ধে বুধবার গুরুতর অভিযোগ করেছেন আম আদমি পার্টির(আপ) সাংসদ সঞ্জয় সিং। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, তদন্তের নামে ইডি হেফাজতে বয়ান নিতে লোকজনকে মারধর করে। তিনি অভিযোগ করেন, চন্দন রেড্ডির বক্তব্যের জন্য ইডি তাকে এমনভাবে মারধর করেছে যে তার কানের পর্দা ছিঁড়ে গেছে। অভিযোগ করার সময়, সিং প্রমাণ হিসাবে হাইকোর্টে চন্দন রেড্ডির আবেদনের উল্লেখ করেছেন। এই আবেদনে তিনি বলেছিলেন, ইডি হুমকি দিয়েছে যে আপনি যদি সেই অনুসারে বিবৃতি না দেন তবে আপনার পরিবারকে খারাপ পরিণতি ভোগ করতে হবে। তিনি আরও বলেছেন, মেডিক্যাল রিপোর্ট এবং আদালতে সাক্ষীকে ফাঁস করার কাজ করেছে ইডি। শুধু চন্দন রেড্ডিই ইডি হাতে নির্যাতনের শিকার হননি, অরুণ পিল্লাইয়ের স্ত্রী ও মেয়েকেও ভয় দেখানো হয়েছিল। সমীর মহেন্দ্রুর কাছ থেকে জোরপূর্বক জবানবন্দি লিখে আদালতে দিতে হয়। ইডি অফিসে তাদের মারধর করার পরে জোর করে বিবৃতি লিখিয়ে নেয়।

মেট্রো রেলে ডা.-এর ১৩২তম জন্মবার্ষিকী পালন

১৪ এপ্রিলঃ ভারতরত্ন ডক্টর বিআর-এর ১৩২তম জন্মবার্ষিকী। মেট্রো রেল ভবনে আজ অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল, ২০২৩-এ দেশের বাকি অংশের সাথে আম্বেদকরকে একটি গৌরবপূর্ণভাবে পালন করা হয়েছিল। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ডঃ বিআরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মহান পণ্ডিত ও ভারতের সংবিধানের স্থপতি আম্বেদকর আজ সকালে তাঁর ছবিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তিনি এই শুভ দিনে সকলকে 'ভিক্ষিত ভারত' প্রতিষ্ঠার জন্য একসাথে কাজ করার জন্য শপথ নেওয়ার পরামর্শ দেন। অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও দেশের এই মহান সন্তানের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এবং সবার জন্য সমান অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করেন। অল ইন্ডিয়া শিডিউলড কাস্টতফসিল্ড ট্রাইবস রেলওয়ে এমপ্লয়িজ় অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, স্বীকৃত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কর্মীরাও এই উপলক্ষে বাবাসাহেবকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে প্রতি বছর মেট্রোম্যান এই মহান সমাজ সংস্কারককে শ্রদ্ধা জানাতে আম্বেদকর জয়ন্তী পালন করেন।

বৈশাখী উদযাপনের সময় উধমপুরে ভেঙে পড়ল ফুটব্রিজ

শ্রীনগর, ১৪ এপ্রিল ঃ বৈশাখী উদযাপনের সময় জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় ভেঙে পড়ল একটি ফুটব্রিজ। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উধমপুর জেলার চেনানি ব্লকের বাইন গ্রামের বেনি সঙ্গমে। এই ঘটনায় আহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে কমপক্ষে ৮০ জন। এসএসপি বিনোদ জানিয়েছেন, উধমপুরের বাইন গ্রামের বেনি সঙ্গমে ইস্পাতের ফুটব্রিজ ভেঙে পড়ে, যখন বৈশাখী উৎসব উদযাপনের জন্য বিপুল সংখ্যক স্থানীয় লোকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আহত ব্যক্তিদের ঘটনাস্থল থেকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখানে তারা চিকিৎসায় ভালোভাবে সাড়া দিচ্ছেন। ফুটব্রিজ ভেঙে পড়ার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চেনানি পৌরসভার চেয়ারম্যান মানিক গুপ্তা বলেন, কমপক্ষে ৮০ জন আহত হয়েছেন, যার মধ্যে ২০-২৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আমরা ৬৭ জনকে জেলা হাসপাতালে রেফার করেছি। বাকিদের চেনানি হাসপাতালে চিকিৎসার চলছে। উধমপুর ডিসির সাথে যোগাযোগ করে, ক্ষতিগ্রস্থদের সমস্ত সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

Name Change

I, MOTAKIN SEKH is wrongly recorded in my Son's Passport No- L5510866, S/o- FATENUR SEKH. Residing at Vill - Angarpur, Post- Alugram, Ps- Bharatpur, Dist- Murshidabad, Pin- 742301, West Bengal. Shall henceforth be known as SHAHANUR SK. That my name SHAHANUR SK and MOTAKIN SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, RAKIB SARDAR is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- RASUL SARDAR. Residing at Vill - Lalnagar, Post- Lalnagar, Ps- Thanarpara, Dist- Nadia, Pin- 741165, West Bengal. Shall henceforth be known as ABDUL RAKIB SARDAR. That my name ABDUL RAKIB SARDAR and RAKIB SARDAR is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, NARAYAN CHANDRA MONDAL is wrongly recorded in my Passport No- L5323988, S/o- DHIRENDRANATH MONDAL. Residing at Vill - Rudranagar, Post- Palashipara, Ps- Thatta, Dist- Nadia, Pin- 741155, West Bengal. Shall henceforth be known as NARAYAN MONDAL. That my name NARAYAN MONDAL and NARAYAN CHANDRA MONDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ENAYETULLAH is wrongly recorded in my Daughter School Certificate, S/o- ABDUL GANI MANDLA. Residing at Vill - Mandalpara, Post- Chhoto Sujapur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Shall henceforth be known as ENAYETULLAH MONDAL. That my name ENAYETULLAH MONDAL and ENAYETULLAH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, NUR ALI is wrongly recorded in my Passport No- M1726064, S/o- JAMSED DEWAN. Residing at Vill - Kaibarta para, Post- Burwan, Ps- Burwan, Dist- Murshidabad, Pin- 742132, West Bengal. Shall henceforth be known as NUR ALAM DEWAN. That my name NUR ALAM DEWAN and NUR ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

বাবা সাহেব আম্বেদকর যাত্রা ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেনের বিশেষ সফর আজ হজরত নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন থেকে তার শুভ সফরে পতাকা যাত্রা শুরু করেন ডক্টর বীরেন্দ্র কুমার, মাননীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী এবং শ্রী জি কিষান রেড্ডি, মাননীয় ' যৌথভাবে উত্তরপূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতি, পর্যটন ও উন্নয়ন মন্ত্রী।

বাবাসাহেব স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সমর্থক ছিলেনঃ খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিলঃ বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং গণতান্ত্রিক নীতির সমর্থক ছিলেন বলে বললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শুক্রবার প্রকাশিত একটি ভিডিওতে ডঃ আম্বেদকরকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করে, খাড়গে বলেন, আমরা সকলেই বাবাসাহেবকে ভারতের সংবিধানের স্থপতি হিসাবে স্মরণ করি এবং শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আজ বাবাসাহেব এবং আধুনিক ভারতের অন্যান্য স্থপতিরা আমাদের সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে বিপদে আছে। আমাদের গণতন্ত্র হুমকির মুখে। একে বাঁচাতে এবং বাবাসাহেবের নীতি রক্ষায় সকলের এগিয়ে আসা উচিত। বিজেপিকে আক্রমণ করে খাড়গে বলেন, এই সময়ে বিরোধী দল, সামাজিক গোষ্ঠী, এনজিও, বিচার বিভাগ, মিডিয়া সহ সাধারণ নাগরিকদের জোর করে চুপ করা হচ্ছে। এটা সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য ভালো নয়। বাবাসাহেবের দেখানো পথে চলতে হবে। এজন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

অত্যন্ত জটিল সার্জারি সম্পন্ন হয়েছে রেল হাসপাতাল মালদায়

১৪ এপ্রিল ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ের মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট সর্বদা তার সেবারত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সুপার স্পেশালিটি স্ট্যান্ডার্ড চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে। এইরকম একটি প্রচেষ্টায়, বিভাগীয় রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা স্ক্যাপুলার রিকন প্লেটিং-এর একটি অত্যন্ত বিরল জটিল অর্থোপেডিক সার্জারি পরিচালনা করে ডাঃ সুশোভন ব্যানার্জী, মালদা বিভাগীয় রেলওয়ে হাসপাতালের ইতিহাসে এটির প্রথম অস্ত্রোপচার।একজন পুরুষ রোগী, শ্রী দশরত মন্ডল, বয়স প্রায় ৪২ বছর, তাকে ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালে মালদায় বাম স্ক্যাপুলায় বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ফ্র্যাকচার নিয়ে ভর্তি করা হয়েছিল। ভর্তির পরপরই অস্ত্রোপচারের হস্তক্ষেপের পরিকল্পনার জন্য ৩ক্ত পুনর্গঠন সহ বিস্তারিত প্রি অপারেটিভ ওয়ার্কআপ উইটজি সিটি স্ক্যান করা হয়েছিল এবং এটি টাইটেনিয়াম বাইকোলামনার রিকন প্লেটিং দিয়ে ঠিক করা হয়েছে। পার্শ্বীয় কলাম এবং মেডিকেল কলাম উভয়ই আলাদাভাবে স্থির এবং স্থিতিশীল করা হযেছে। এই ধরনের বিরল জটিল অস্ত্রোপচার করেন অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ সুশোভন ব্যানার্জী, মালদার ডিভিশনাল মেডিকেল অফিসার এবং অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ পার্থ প্রতিম ভট্টাচার্য জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া করেন। প্রয়োজনীয় ইমপ্লান্ট স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই জটিল অস্ত্রোপচারের পর রোগী এখন ভালো আছেন এবং আশা করা হচ্ছে দুই মাসের মধ্যে রোগী পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। মালদা বিভাগীয় রেলওয়ে হাসপাতালের চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রম চরম জটিলতা থেকে একজন নিয়োগকর্তার জীবন বাঁচিয়েছে।

'প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে খুশি কর্ণাটক'

বেঙ্গালুরু, ১৪ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব ও ডাবল ইঞ্জিন সরকার নিয়ে খুশি কর্ণাটক। মন্তব্য করলেন কর্ণাটকের শিকারিপুরা আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী বি ওয়াই বিজয়েন্দ্র। বিজয়েন্দ্র হলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পার ছেলে।শুক্রবার তিনি বলেছেন, বি এস ইয়েদুরাপ্পা কখনোই তাঁর ছেলেদের জন্য টিকিট চাননি। টিকিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত দলের হাইকমান্ডের।

Name Change

I, JOYANTA KUMAR SAHA and JAYANTA KUMAR SAHA is wrongly recorded in my Passport - K1482496 and my Son's Passport No- R7581616. S/o- SEKHAR KUMAR SAHA. Residing at Vill - Pranta Pally, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Shall henceforth be known as JAYANTA SAHA. That my name JAYANTA SAHA and JOYANTA KUMAR SAHA and JAYANTA KUMAR SAHA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, BARUN KR SAHA S/o- NIMAI CHANDRA SAHA. Residing at Vill - Ghoshpara, Post- Mangalbari, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732142, West Bengal. That my Nick name BARUN SAHA is Recorded in my Daughter Voter Card No- WZJ1436492 and Aadhaar Card No- 350997048082, Shall henceforth be known as BARUN KR SAHA. That my name BARUN KR SAHA and BARUN SAHA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, HAMADUL ISLAM is wrongly recorded in my Passport, S/o- KASHIMUDDIN. Residing at Vill - Mandal Kabiraj Tola, Post- Golapganj, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Shall henceforth be known as HAMDUL ISLAM. That my name HAMDUL ISLAM and HAMADUL ISLAM is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad

বাংলাদেশে আজ পহেলা বৈশাখ,বাংলা নববর্ষ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ১৪ এপ্রিল ঃ বর্ণিল সাজে সেজে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০-এর মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার ১৪ এপ্রিল সকাল ৯টায় শোভাযাত্রাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলা থেকে শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি শাহবাগ মোড় ঘুরে আবারও একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় আবহমান বাংলার ইতিহাসঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রতীকী উপস্থাপনের নানা বিষয় স্থান পেয়েছে।উৎসবপ্রিয় বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা বর্ষবরণের প্রধান অনুষঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা। এবারের মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান থেকে নেওয়া'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।'সকালে শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান। শোভাযাত্রায় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, উপউপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ, উপউপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন স্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন। কঠোর নিরাপত্তার চাদরে মোড়ানো রয়েছে পুরো এলাকা।শোভাযাত্রায় এবার স্থান পেয়েছে পাঁচটি মোটিফ। মোটিফ পাঁচটি হলোটেপা পুতুল, ময়ূর, নীল গাই, হাতি ও বাঘ। এছাড়াও শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণকারীদের হাতে ছিলো বিভিন্ন আকৃতির মুখোশ। চারুকলা থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হওয়ার পর ঢোলের তালে তালে নাচতে শুরু করেন অংশগ্রহণকারীরা। অনেকেই রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা উপভোগ করেন। শোভাযাত্রায় অংশ নিতে দেখা বিদেশি নাগরিকদেরও। তারাও সেজেছেন বাঙালি সাজে।মঙ্গল শোভাযাত্রা উপলক্ষে সকাল থেকেই টিএসসি, দোয়েল চত্বর,শাহবাগ ও এর আশপাশের এলাকায় সাধারণ মানুষের সমাগম বাড়তে থাকে। গত বছরের মতো এবারও তুলনামূলক লোক সমাগম ছিল কম। বর্ষবরণের এই অনুষ্ঠানে আগত নারীদের পরনে শোভা পায় লালসাদা পোশাক,মাথায় নানান রঙের ফুলের টায়রা। তরুণদের পরনে হলুদ লালসাদা পাঞ্জাবি। শোভাযাত্রা ঘিরে ছিল কয়েক স্তরের নিরাপত্তা। প্রথমে এলিট ফোর্স র‌্যাব, সোয়াট টিম, গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পুলিশ। এছাড়াও সাদা পোশাকে গোয়েন্দা সংস্থাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম, শিক্ষক কর্মকর্তাদের টিমও তৎপর ছিল। শোভাযাত্রার পুরো পথে সিসিটিভি ক্যামেরা ও পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ছিল। পথিমধ্যে কেউ মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পারছেন না। কারণ চতুর্দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার স্কাউট, বিএনসিসিসহ রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে মানবপ্রাচীর গঠন করা হয়েছে। গতবারের মতো এবারও মুখোশ ব্যবহার ও ভুভুজেলা বাজানো নিষিদ্ধ ছিল। বর্ণিল সাজে সেজে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০-এর মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার ১৪ এপ্রিল সকাল ৯টায় শোভাযাত্রাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলা থেকে শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি শাহবাগ মোড় ঘুরে আবারও একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় আবহমান বাংলার ইতিহাসঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রতীকী উপস্থাপনের নানা বিষয় স্থান পেয়েছে।উৎসবপ্রিয় বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা বর্ষবরণের প্রধান অনুষঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা। এবারের মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান থেকে নেওয়া'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।'সকালে শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান। শোভাযাত্রায় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, উপউপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ, উপউপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন স্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন। কঠোর নিরাপত্তার চাদরে মোড়ানো রয়েছে পুরো এলাকা। শোভাযাত্রায় এবার স্থান পেয়েছে পাঁচটি মোটিফ। মোটিফ পাঁচটি হলোটেপা পুতুল, ময়ুর, নীল গাই, হাতি ও বাঘ। এছাড়াও শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণকারীদের হাতে ছিলো বিভিন্ন আকৃতির মুখোশ। চারুকলা থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হওয়ার পর ঢোলের তালে তালে নাচতে শুরু করেন অংশগ্রহণকারীরা। অনেকেই রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা উপভোগ করেন। শোভাযাত্রায় অংশ নিতে দেখা বিদেশি নাগরিকদেরও। তারাও সেজেছেন বাঙালি সাজে।মঙ্গল শোভাযাত্রা উপলক্ষে সকাল থেকেই টিএসসি, দোয়েল চত্বর,শাহবাগ ও এর আশপাশের এলাকায় সাধারণ মানুষের সমাগম বাড়তে থাকে। গত বছরের মতো এবারও তুলনামূলক লোক সমাগম ছিল কম। বর্ষবরণের এই অনুষ্ঠানে আগত নারীদের পরনে শোভা পায় লালসাদা পোশাক,মাথায় নানান রঙের ফুলের টায়রা। তরুণদের পরনে হলুদ লালসাদা পাঞ্জাবি।শোভাযাত্রা ঘিরে ছিল কয়েক স্তরের নিরাপত্তা। প্রথমে এলিট ফোর্স র‌্যাব, সোয়াট টিম, গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পুলিশ। এছাড়াও সাদা পোশাকে গোয়েন্দা সংস্থাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম, শিক্ষক কর্মকর্তাদের টিমও তৎপর ছিল।শোভাযাত্রার পুরো পথে সিসিটিভি ক্যামেরা ও পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ছিল। পথিমধ্যে কেউ মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পারছেন না। কারণ চতুর্দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার স্কাউট, বিএনসিসিসহ রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে মানবপ্রাচীর গঠন করা হয়েছে। গতবারের মতো এবারও মুখোশ ব্যবহার ও ভুভুজেলা বাজানো নিষিদ্ধ ছিল।আজ পহেলা বৈশাখ। বাংলা বর্ষপঞ্জিতে যুক্ত হলো নতুন বাংলা বর্ষ ১৪৩০। জীর্ণ পুরাতন সবকিছু ভেসে যাক, 'মুছে যাক গ্লানি' এভাবে বিদায়ী সূর্যের কাছে এ আহ্বান জানায় বাঙালি। পয়লা বৈশাখ আমাদের সকল সঙ্কীর্ণতা, পাপ পরিহার করে উদারনৈতিক জীবনব্যবস্থা গড়তে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের মনের ভেতরের সকল ক্লেদ, জীর্ণতা দূর করে আমাদের নতুন উদ্যোমে বাঁচার অনুপ্রেরণা দেয়। আমরা যে বাঙালি, বিশ্বের বুকে এক গর্বিত জাতি, পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণে আমাদের মধ্যে এই স্বাজাত্যবোধ এবং বাঙালিয়ানা নতুন করে প্রাণ পায়, উজ্জীবিত হয়।অন্যদিকে পহেলা বৈশাখ বাঙালির একটি সার্বজনীন লোকউৎসব। এদিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেয়া হয় নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো নববর্ষ। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদ্যাপিত হয় নববর্ষ।পহেলা বৈশাখে বর্ণিল উৎসবে মাতবে দেশ। ভোরের প্রথম আলো রাঙিয়ে দেবে নতুন স্বপ্ন, প্রত্যাশা আর সম্ভাবনাকে। রাজধানী এবং সারাদেশ জুড়ে থাকবে বর্ষবরণের নানা আয়োজন। 'বাংলা নববর্ষ ১৪৩০' জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। দিনটি সরকারি ছুটির দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। ছায়ানট ভোরে রমনা বটমূলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্যাপন করবে। ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীসহ অন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন করবে। বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠান আবশ্যিকভাবে জাতীয় সংগীত ও এসো হে বৈশাখ গান পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হবে।

চিরেকায় ডাঃ ভীম রাও আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী পালন

চিত্তরঞ্জন, ১৪ এপ্রিল ঃ চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার (চিরেকা) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবনে অবস্থিত বাধোয়ার হলে ১৪ এপ্রিল ভারতরত্ন ড. ভীমরাও আম্বেদকরের ১৩২ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছিল। শ্রী সতীশ কুমার কাশ্যপ, জেনারেল ম্যানেজার, যিনি এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের ছবিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং শ্রদ্ধা জানান। তাঁর ভাষণে শ্রী কাশ্যপ বলেন, সংবিধানের স্থপতি ডক্টর আম্বেদকরের সামাজিক উন্নতির জন্য যে প্রয়াস ছিল তা কখনই ভোলা যাবে না। এই অনুষ্ঠানে শ্রী আর.কে. বার্নওয়াল, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার, বিভাগীয় প্রধান, চিরেকা এসসি এসটি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী এসসি ব্রহ্ম এবং অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্য, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ড. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন, চিরেকা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে উদ্বোধনী ও সমাপনী গান পরিবেশন করা হয়।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে সেতুর দাবিতে সরব খুকলুং মেলা বস্তির বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ এপ্রিল ঃ ভোট আসে ভোট যায় শুধু মিলে আশ্বাস, হয়নি নোনাই নদীর উপর সেতু নির্মাণ। সেতু না থাকায় গ্রীষ্মকালে হাঁটু জল পেরিয়ে ও বর্ষায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হয় বন বনাঞ্চল লাগোয়া বস্তির বাসিন্দাদের। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতাগ্রাম ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর খট্টিমারি এলাকায় নোনাই নদীর এক তীরে রয়েছে অধিকারী পাড়া ও অপর তীরে অবস্থিত খুকলুং মেলা বস্তি। খট্টিমারি গোসাইহাট বনাঞ্চল লাগোয়া এই বস্তিতে বসবাস করে রাভা জনজাতির মানুষেরা। বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়ন হলেও, এই রাভা বস্তিতে উন্নয়নের আলো যে তেমন ভাবে পৌঁছায়নি, এই বস্তিতে এলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। নেই জুনিয়ার হাই স্কুল, হাই স্কুল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র। স্কুল ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র দুটোই রয়েছে নদীর এপারে অধিকারী পাড়ায়। নদী পেরিয়ে এখানকার পড়ুয়ারা পৌঁছায় অধিকারী পাড়া স্কুলে। পাশাপাশি খুকলুং বস্তির গর্ভবতী মহিলারাও টিকা নিতে আসেন অধিকারী পাড়ায়। নদী পেরিয়ে অধিকারী পাড়ায় পৌঁছাতে সময় কম লাগায়, বিকল্প পথ হিসেবে নদী পেরিয়ে অধিকারী পাড়ায় আসতে হয় রাভা বস্তির বাসিন্দাদের। নদী পার করে অধিকারী পাড়ার দূরত্ব মাত্র ১ থেকে দেড় কিলোমিটার। কিন্তু ঘুর পথে সেখানে পৌঁছাতে হলে দূরত্ব বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৬-৭ কিলোমিটার। তাতে সময়ও লাগে অনেক। শুধু তাই নয়, সেই রাস্তায় রয়েছে জঙ্গল। জঙ্গলের রাস্তায় বন্যপ্রাণীদের আনাগোনা প্রায় লেগেই থাকে। যখন তখন বেরিয়ে পড়ে হাতি, বাইসন সহ অন্যান্য বন্য প্রাণীরা। গ্রীষ্মে নদী পেরিয়ে যাতায়াত করা গেলেও, বর্ষাকালে সেই জঙ্গলের রাস্তা দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পড়ুয়া গর্ভবতী মহিলা ও রাভা বস্তির মানুষদের পৌঁছাতে হয়। নিজেদের গন্তব্যে। তাই এই এলাকায় নোনাই নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য বহুবার আবেদন জানিয়েছেও সেতু নির্মাণের দাবি পূরণ হয়নি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, অনেকেই এলাকা পরিদর্শন করে গেছে, শুধুমাত্র আশ্বাস মেলে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেতু নির্মাণের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে হাতির আক্রমণে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সেই ঘটনার পর আরও বেশি আতঙ্কগ্রস্ত করছে এলাকার পড়ুয়া ও অভিভাবকদের। নদীর ওপর ব্রিজ নেই, তাই ঘুরপথে বহুদূর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী গর্ভবতী মহিলা সহ সকলকে যাতায়াত করতে হয়। এর ফলে এই এলাকার অনেক শিশুই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন দাবি রাভা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সম্পাদক রবি রাভার। ব্রিজ হয়ে গেলে খুব সহজেই এই এলাকার মানুষেরা নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। বর্ষায় রাস্তায় উপর হাতি দাঁড়িয়ে থাকে, শীতকালে ঘন কুয়াশায় ঝোপের আড়ালে হাতির দাঁড়িয়ে থাকে তাই হাতির আতঙ্কে গর্ভবতী মহিলারা স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করতে যেতে পারে না। অপর আরেকজন বাসিন্দা মুকুন্দ রাভা জানিয়েছে, আমাদের অনেক পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে ব্রিজ হয়ে গেলে অনেক সুবিধে হবে। বর্ষায় নদী পারাপার করতে পারি না কাজে যেতে হলে জঙ্গলের রাস্তা ধরে যেতে হয়। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। প্রধান জিতেন্দ্র নাথ রায় বলেন, চলতি আর্থিক বর্ষে নোনাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করার জন্য অ্যাকশন প্ল্যানে ধরা হয়েছে। অনুমোদন প্রায় হয়ে গেছে দ্রুত কাজ শুরুর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে সামনেই পঞ্চায়েত ভোট ভোটের আগে সেতু নির্মাণের আশায় অপেক্ষারত রাভা বস্তির বাসিন্দারা।

গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম্পতির আত্মহত্যা, মিলল সুইসাইড নোট

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ এপ্রিল ঃ শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরে দম্পতির মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ঘাটাল পুরসভার আলমগঞ্জের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ওই দম্পতির গলায় ফাঁস লাগিয়ে ওই দম্পতি আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোট। পুলিশ এসে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দম্পতির নাম দেবাশীষ ঘোষ (৫৫) ও জলি ঘোষ (৫০)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দম্পতি দীর্ঘদিন ধরে ঘাটাল পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের একটি আবাসনে ব্যবসার সূত্রে ভাড়া থাকতেন। তাঁদের বাড়ি কলকাতায়। ব্যাবসার সূত্রে ঘাটালে থাকতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে থেকেই তাঁদের দরজা বন্ধ ছিল। অনেক ডাকাডাকির পরও তাঁরা দরজা খোলেনি। খবর দেওয়া হয় ঘাটাল পুলিশকে। ঘাটাল মহকুমা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকেন। তখন তাঁদের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওই মৃতদেহর পাশ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করে পুলিশ। যেখানে আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা দেনার দায়ে এই দম্পতি আত্মহত্যা করেছেন বলে উল্লেখ করা রয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই আবাসনে দুজনেই থাকতেন তাঁরা। তাঁদের দুই মেয়ে অন্য জায়গায় থাকে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে এলাকায়।

রাস্তার ধারে পড়েছিল অসুস্থ মহিলাকে চিকিৎসার করাল ক্লাবের সদস্যারা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল ঃ রাস্তার ধারে পড়েছিল অসুস্থ এক মহিলা। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য এগিয়ে এল লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা শহরের। স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন ফালাকাটার ধূপগুড়ি মোড় বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক অসহায় অসুস্থ মহিলাকে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেন বাসিন্দারা। পরে লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। এদিকে লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার সদস্য ও স্থানীয়দের সহায়তায় অসুস্থ ওই মহিলাকে নিয়ে আসা হয় ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বর্তমানে অসুস্থ ওই মহিলা ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, অসুস্থ ওই মহিলার নাম মুখী সান্তাল। তার বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের তাসটি চা বাগানে। এদিকে লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার সদস্যদের এহেন ভূমিকায় প্রশংসায় ফালাকাটাবাসী।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড়ঞার বিধায়কের বাড়িতে সিবিআই হানা

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১৪ এপ্রিল ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ সিবিআই আধিকারিকরা বড়ঞার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কের বাড়িতে হানা দেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বাইরে পাহারায় রেখে সিবিআই আধিকারিকরা বিধায়কের বাড়ির মূল গেটে তালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যান। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিধায়ক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই। এদিকে, বিধায়কের বাড়িতে সিবিআই হানা দেওয়ার পরেই আশেপাশের এলাকা ধীরে ধীরে ফাঁকা হতে শুরু করে। অনেক দোকানদার নিজেদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা আন্দি এলাকায় স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েকে নিয়ে থাকেন। ওই বাড়িতেই বিধায়কের রেশন ডিস্ট্রিবিউশনের একটি বড় গোডাউন এবং অফিস রয়েছে বলে সূত্রের খবর। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল যখন বিধাযকের বাড়িতে হানা দেয় সেই সময় বিধায়ক বাড়িতেই ছিলেন বলে জানা গেছে। তদন্তকারীরা জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে ঢুকেই পরিবারের সদস্যদের ফোনগুলো নিয়ে নেন। বাড়ির মূল গেট বন্ধ করে তৃণমূল বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গোটা বাড়ি ঘিরে রেখেছেন সিআরপিএফ জওয়ানরা। সিবিআই আধিকারিকরা যখন হানা দেন, সেই সময় তৃণমূল বিধায়কের বাড়ির ভিতরেই ছিলেন দলের বড়ঞা ব্লক সভাপতি সামশের দেওযান, মহিলা নেত্রী তথা বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধক্ষ টলি বেগম সহ দলের একাধিক নেতারা। সিবিআই আধিকারিকরা তাঁদেরও বাড়ি থেকে বেরনোর অনুমতি দেননি। ফলে তৃণমূল বিধায়কের বাড়ির ভিতরে ওই নেতানেত্রীরাও আটকে রয়েছেন। প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন এক মহিলা। পরবর্তীতে অবশ্য ওই মহিলা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার প্রেক্ষাপটেই এই সিবিআই অভিযান বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই নিযগে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক কানাইচন্দ্র মণ্ডলের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা পড়েছে। সূত্রের খবর, ওই মামলার তদন্ত চলাকালীনই সিবিআই আধিকারিকরা জানতে পারেন জীবনকৃষ্ণ সাহা একাধিক চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে টাকা তুলেছেন। বড়ঞা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আজাদ মল্লিক বলেন, 'ওই বিধায়ক একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি। একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে উনি চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তুলেছেন।' তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শাওনি সিংহ রায় জানান, 'বিধায়কের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযান সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।'

প্রতীচী ট্রাস্টের দেওয়ালে উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার নোটিশ সেঁটে দিল বিশ্বভারতী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৪ এপ্রিল ঃ শুক্রবার প্রতীচী ট্রাস্টের দেওয়ালে উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার নোটিশ সেঁটে দিল বিশ্বভারতী। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হলো বিশ্বভারতীর বামভাবাপন্ন অধ্যাপক সংগঠন ভিবিউফা। সংগঠনের সভাপতি সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য বলেন, তাদের সংগঠন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতীচীর দেওয়ালে উচ্ছেদ নোটিশ সাঁটানোর মতো অসভ্য কাজের নিন্দা করছে। ক্যাঙারু কোর্ট বসিয়ে এই আদেশ নামা দেওয়া হয়েছে। যেখানে অমর্ত্য সেনের নামে একশো আটত্রিশ একর জমির মিউটেশন হয়েছে এবং তথ্য জানার অধিকারে বিশ্বভারতী আসল নথি দেখাতে ব্যর্থ। অমর্ত্য সেনের প্রতিনিধি গীতিকণ্ঠ মজুমদার বলেন, আমরা প্রশাসনের সুরক্ষা পেয়েছি। ওই সম্পত্তিতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি আছে। যা সাঁটাবে সাঁটাক। অমর্ত্য সেন বিদেশে। আমাদের কাছে নথি নেই। আমরা সময় চেয়েছিলাম, কিন্তু সময় দিল না। সোমবার কলকাতা উচ্চ আদালতে দ্বারস্থ হব। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, আমরা চাইছি উনারা মামলা করুন। সত্যটা বের হয়ে আসুক। বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে তেরো ডেসিমেল জায়গা ফেরত নেওয়ার প্রক্রিয়া যে শুরু করলো, তা এক অর্ডার সিটে লিখিতভাবে প্রকাশ করলো। বিশ্বভারতীর যুগ্ম কর্ম সচিব এবং এস্টেট আধিকারিক অশোক মেহেতা এই অর্ডার কপি ইমেইলে পাঠানো ছাড়াও অমর্ত্য সেনের আইনজীবী ও প্রতিনিধি ও শান্তিনিকেতন থানা, মহকুমা শাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। তার হার্ড কপি নিতে অস্বীকার করলে প্রাপকের বাড়ির দেওয়াল ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গাতে সাঁটানোর কথা বলা হয়েছে। অর্ডারে পরিস্কার বলা হয়েছে, তেরো এপ্রিল লিখিত জবাব ও হাজিরার জন্য অন্তিম সময় দেওয়া সত্ত্বেও অমর্ত্য সেনের পক্ষে তাঁর আইনজীবী ও প্রতিনিধিরা বিষয়টি উপেক্ষা করে আইনের আশ্রয় নিয়েছে। তবুও শেষবারের মতো ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত শেষবারের মতো ই- মেইল মারফত লিখিত জবাব পাঠানোর সময় দিচ্ছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এবার এটাই শেষবারের সুযোগ দিচ্ছে বিশ্বভারতী। তবে শুনানির সময় আর দেবে না বিশ্বভারতী। ১৯ এপ্রিল বেলা ১২ টা নাগাদ কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ভবনে ফাইনাল অর্ডার পাস করবে বিশ্বভারতী। সেই সময় অমর্ত্য সেনের প্রতিনিধি বা আইনজীবী চাইলে উপস্থিত থাকতে পারেন, এমনটাই জানানো হয়েছে।

নাগরদোলায় চুল পাক খেয়ে খুলি উপড়ে ৩০ ফুট ওপর থেকে পড়ে তরুণীর মৃত্যু

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ চড়ক পুজো উপলক্ষ্যে গাজন মেলায় আনন্দ করে নাগরদোলায় চাতে গিয়েছিলেন তরুণী। মেলায় এদিন ওদিক ঘুরে নাগরদোলায় ওঠেন তিনি। কিন্তু খোলা চুলে নাগরদোলায় ওঠাই কাল হল। নাগরদোলায় লোহার বেয়ারিং চুল জড়িয়ে চুলের গোছা সহ খুলি সমেত উপড়ে গিয়ে প্রায় ৩০ ফুট উঁচু থেকে পড়ে মৃত্যু হল প্রিয়ঙ্কা বাউরী নামে এক তরুণীর। শুক্রবার বাঁকুড়ায় এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘিরে হুলস্থুল পড়ে যায় বাঁকু।ার এক্তেশ্বর শিবের গাজন মেলায়। পুলিশ সূত্রে খবর মৃতা ওই তরুণীর নাম প্রিয়াঙ্কা বাউরী।বয়স ২০ বছর। তরুনী কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। বাঁকুড়ার প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী এক্তেশ্বর গাজন মেলার শুক্রবারই ছিল শেষ দিন। তাই পরিবারের সাথে হইহই করে মেলায় গিয়েছিলেন তরুণী। নাগরদোলার বিয়ারিংয়ে চুল আটকে যে এমন ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে ভাবতেও পারছেন না বাড়ির লোকজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, খোলা চুলে নাগরদোলায় ওঠেন তরুণী। হঠাৎই বিয়ারিংয়ে চুল আটকে যায়। এদিকে তখন নাগরদোলা ঘুরছে। এরপর নাগরদোলা থামানো হলেও বেশ কিছুক্ষণ উপরে ঝুলে ছিলেন প্রিয়ঙ্কা। এরপরই নীচে পড়ে যান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে প্রথমে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অবস্থা আরও খারাপ হলে তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে এদিন বাঁকুড়া শহর লাগোয়া এক্তেশ্বরে গাজন মেলা শুরু হয়। সেখানে এসেছিলেন ভাদুল গ্রামের ২০ বছর বয়সী প্রিয়াঙ্কা। স্থানীয়দের দাবি, তরুণীর খোলা চুল কোনওভাবে নাগরদোলার পিলার ও পরে বিয়ারিংয়ে আটকে যায়। এরপরই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটে। নাগরদোলার আসন থেকে ছিটকে এসে একটা পাশে ঝুলতে থাকেন তিনি। কিছু সময় এভাবে ঝুলে থাকার পর মাটিতে পড়ে যান তিনি। এই ঘটনার পর মেলা প্রাঙ্গণে নাগরদোলা বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। তবে মেলা দর্শনার্থীদের একাংশের মতে মেলা কমিটির সদস্যদের নজরদারির অভাব বলে অভিযোগ তুলেছেন। কমিটির নামে নাগরদোলা থেকে মোটা অংকের টাকা গ্রামের পাঁচ সদস্য আদায় করলেও কোনোরকম আপৎকালীন ব্যাবস্থা থাকে না। মেলা সংলগ্ন স্থানে থাকে না ইমারজেন্সি মেডিকেল টিম, থাকে না অগ্নি নির্বাপক ব্যাবস্থা। মেলা চলাকালীন থাকে না বিকল্প দ্রুত বাহির পথ। ফলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কমিটির নজরদারির অভাব বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন অনেকেই। মেলার উদ্যোক্তা লালমোহন দেওঘরিয়া বলেন, আজ সকালে হঠাৎই দুর্ঘটনা ঘটে। মেলা দেখতে এসে এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো আমরা সকলেই মর্মাহত। আমরা সকলেই শোকাহত। ওই তরুণী খোলা চুলে নাগরদোলায় উঠেছিলেন। সে সময়ই কোনওভাবে নাগরদোলনার বেয়ারিংয়ে চুল আটকে যায়। এরপরই প্রায় ৩০ ফুট উঁচু থেকে পড়ে যায়। প্রথমে তাকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হলে সেখান থেকে পিজিতে রেফার করে দেয়। অন্যদিকে মিতার পরিবারেই দুর্ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। ইতিমধ্যেই বাকুরা সদর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ইসরোর শিবিরে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেল মেমারির ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৪ এপ্রিল ঃ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল মেমারি ক্রিস্টাল মডেল স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র অনুরাগ মান্না । আগামী ১৪ ইসরোর সেন্টারে পৌঁছাবে অনুরাগ। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে ২৭ মে পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নেবে সে। এ খবরে খুশির হাওয়া তার স্কুল ও এলাকায়। অনুরাগের বাবা শ্যামল কুমার মান্না ও মা সাধনা মান্না জানায়, ছোটবেলা থেকেই মহাকাশ ওকে ভাবায়, ভবিষ্যতে তার লক্ষ্য মহাকাশ বিজ্ঞানী হওয়া। স্বপ্নের পেছনে ছুটতে তাকে বরাবর অনুপ্রেরণা দিয়ে চলেছেন তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ও বাবা মা। শিবিরে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেতে অনলাইনে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। সমগ্র ভারত থেকে লক্ষাধিক ছাত্র ছাত্রীর মধ্য থেকে মাত্র ৩৫০ জন সুযোগ পেয়েছে। গত ১০ এপ্রিল ফল প্রকাশিত হতে দেখা যায় সুযোগ পেয়েছে অনুরাগ। তার স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রী অরুন কান্তি নন্দী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভাকে খুঁজে বার করা ও তাদের উদ্দীপিত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। তারই ফল আবারো পেলাম।

২১ লাখ টাকার সোনার বিস্কুটসহ ধৃত পড়ল চোরাকারবারি

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৪ এপ্রিল ঃ তিনটি সোনার বিস্কুটসহ এক চোরাকারবারীকে আটক করেছে মুর্শিদাবাদ জেলা সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) । বাজেয়াপ্ত সোনার ওজন ৩৪৯.৯১ গ্রাম। যার আনুমানিক মূল্য ২১ লাখ ৩৬ হাজার ২০০ টাকা। শুক্রবার বিএসএফের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার সীমান্ত চৌকি এট্রোসিয়ার কাছে সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখে এক কৃষককে থামানো হয়। সীমান্তের ওপারে মাঠে কাজ করে ফিরছিলেন তিনি। এরপর মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি চালানোর সময় বিপ শব্দ হলেই ওই কৃষক পালানোর চেষ্টা করে তাকে ঘিরে ফেলা হয়। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, লুঙ্গিতে তিনটি সোনার বিস্কুট লুকিয়ে রেখেছিলেন সে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটক করা হয়। তার নাম সফিকুল ইসলাম। সে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। ধৃত সফিকুল ইসলাম জানান, প্রতিবেশী মিজারুল ইসলাম তাকে বাংলাদেশ থেকে তিনটি সোনার বিস্কুট আনতে বলে। তাঁর কথায়, সীমান্তের ওপার থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে বিস্কুট দিয়েছিলেন, বিনিময়ে তিনি পেতেন মাত্র ৬০০ টাকা। এরপর তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আটক পাচারকারীকে সোনা সহ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লালগোলা কাস্টম অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

প্রখর রোদ গরমে পুড়ছে কালনা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৪ এপ্রিল ঃ মনে পড়ে যাচ্ছে কোভিড ১৯। করোনার সময় ভারত জুড়ে সাধারণ লকডাউন, পথে দেখা যেত গুটি কয়েক যানবাহন ও লোকজনকে, প্রচন্ড দাবদাহে ফের সেই চিত্র মিলছে কালনা শহরে। কালনার ব্যস্ততম সড়ক এসটিকেকে রোড এই সড়কের উপর দিয়ে সকাল থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহন যাতায়াত করে। কিন্তু চরম দাবদাহের কারণে কালনার এই ব্যস্ত সড়কটি পুরো সুনসান রূপ ধারণ করেছে, যতই বেলা বাড়ছে, ততই বাড়ছে কড়া রোদ। জন শূন্য হয়ে পড়ছে কালনা শহর। চৈত্রের শেষ দিনে আজি বাংলা বছরের বিদায়, চরক সংক্রান্তির বিশেষ দিনে কড়া রোদে গরমে নাজেহাল কালনা শহর তথা কালনা আশপাশের এলাকায় মানুষজন, কালনা শহরের থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বৈদ্যপুর পঞ্চায়েতের তালা গ্রামের বাসিন্দা সুদীপ্ত ঘোষ, রামকৃষ্ণ ব্যানার্জি ও দিলীপ ব্যানার্জি বলেন, চৈত্র মাসে এত গরম এর আগে কখনো হয়নি এই প্রথম এইরকম রোদ গরম, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কতটা রোদ গরম হবে, এই নিয়ে একপ্রকার আতঙ্কিত বাসিন্দারা।

২ বাংলাদেশিকে আটক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল ঃ জাল আধার কার্ড দেখিয়ে ভারত হয়ে নেপালে ঢোকার সময় গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশি। শুক্রবার দুপুর তিনটে নাগাদ ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। জানা গেছে গতকাল তারা নেপালে প্রবেশ করার সময় ভারত নেপাল সীমান্ত পানি ট্যাংকি এলাকায় এসএসবি, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সেই সময় তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় জাল আধার কার্ড। এরপরেই এস এস বি ওই দুজনকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এরপর তাদেরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং ধৃতদের আজ শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

গুরুদুয়ারায় পালিত হল বৈশাখী উৎসব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল ঃ শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিবছর ১৪ এপ্রিল দিনটিকে নতুন বছরের আহ্বানে বৈশাখীর উৎসব হিসেবে পালন করা হয়। শুক্রবার শিলিগুড়ির সেবক রোড গুরুদ্বারে বৈশাখী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এই দিন লঙ্গল খানায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন গুরুদুয়ারের পক্ষ থেকে গুরু প্যারিসিং জি বলেন প্রতিবছর নতুন ধানের চাল থেকে বৈশাখী উদ্‌যাপন করা হয়। এদিন শিলিগুড়ির গুরুদুয়ারায় উপস্থিত হন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার উপস্থিত ছিলেন মানিক দে, ও সঞ্জয় পাঠক।

কালনার মধুপুর বিধায়ক কার্যালয়ে ড. বি আর আম্বেদকর জন্মদিন পালন

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৪ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার মধুপুরে বিধায়ক কার্যালয়ে ডক্টর ভিমরাও রামজি আম্বেদকরের ১৩২ তম জন্মদিন পালন করা হল। তার প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যর প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচয়িতা ড. ভিমরাও রামজি আম্বেদকরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী ১ ব্লক এস.সি.এস.টি ও.বি.সি সেলের উদ্যোগে আজ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, পাশাপাশি মধুপুর বিধায়ক কার্যালয়ে দিদির দূতদের প্রশিক্ষণও দেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

মালদায় বন্যা ত্রানের ৫৮ কোটি টাকা লুট, গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে হাইকোর্টের রায়ে মালদায় বন্যা ত্রাণ দুর্নীতির তদন্ত শুরু করবে ক্যাগ । আর ক্যাগ তদন্তে আসার আগেই বন্যা-ত্রান দুর্নীতিতে যুক্ত তৃণমূল নেতা ও সরকারি আধিকারিকদের গ্রেফতারের দাবিতে এবার পথে নামলো কংগ্রেস। তপ্ত দিনে আরো বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে শুক্রবার মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের কোরিযালি বাজারে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন প্রায় পাঁচ শতাধিক কংগ্রেসের নেতা কর্মী। জানা গেছে, বন্যা-ত্রাণের ৫৮ কোটি টাকা নয়-ছয়ের অভিযোগে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে ক্যাগ -কে। ২০১৭ সালে মালদা বন্যা-ত্রাণের টাকা আত্মসা হয়ে যাওয়ার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম, কংগ্রেসের জেলা পরিষদের সদস্য আনেসুর রহমান ও হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের কংগ্রেসের সভাপতি আবুল কাসেম এবং বাম নেতা সেখ খলিল।সেই মামলায় ক্যাগকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে। মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, ওই টাকা কোথায় গেল,কী ভাবে খরচ হল, তার তদন্ত করে দেখবে ক্যাগ। ৮ সপ্তাহের মধ্যে ওই বিষয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে হাইকোর্টে। অভিযোগ, ২০১৭ সালে বন্যায় মালদার ১২ টি ব্লকের ১০২টি অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল রাজ্য সরকার। সেই টাকা ক্ষতি-গ্রস্তদের না দিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে পরবর্তীকালে। অধিকাংশ ক্ষতি-গ্রস্তদের কাছেই ওই আর্থিক অনুদান পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। এই ইস্যুতেই কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করে ছিলেন বাম কংগ্রেস। ২০১৭ সালের বন্যায় মালদা জেলার মধ্যে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লক। রাজ্য সরকার মালদা জেলায় ১২ টি ব্লকের ১০২ টি গ্রাম পঞ্চাযেতে ৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করে বন্যায় ক্ষতি-গ্রস্তদের ঘর বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকে তিন দফায় ১৩ কোটি ও হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকে ২০ কোটি টাকা দেয় রাজ্য সরকার। এই টাকা ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটের আগে বিলি করা হয়। সেই তালিকা তৈরি করেন তৃণমুলের পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা।সরকারি ভাবে নির্দেশ ছিল সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের ৭০ হাজার টাকা ও আংশিক ক্ষতি-গ্রস্তদের জন্য ১৭ হাজার,১২ হাজার,১০ হাজার ও ৩৩ শো করে টাকা দেওয়ার কথা ছিল। পরে দেখা যায়, সেই টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এবং জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষরা নিজেদের আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলবার ওই মামলায় আদালত নির্দেশ দিয়েছেন, ক্যাগ ওই অভিযোগের অনুসন্ধান করবে। প্রয়োজন হলে ক্যাগ যে কোনও সরকারি আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে এবং এমনকি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রও চাইতে পারে। আট সপ্তাহের মধ্যে তাদের হাইকোর্টে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। কোনও গলদ থাকলে আদালত সিবিআই তদন্তেরও নির্দেশ দিতে পারে বলে বেঞ্চ জানিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে ১২ জুন। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আবুল কাসেম বলেন এখানকার একাধিক তৃণমূল নেতা এই দুর্নীতিতে জড়িয়ে রয়েছে। তারা তাদের আত্মীয়দের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রচুর টাকা তুলেছে। বিহারেও সেই টাকা গেছে। জেলা পরিষদ সদস্য আনিসুর রহমান বলেন আমাদের দাবি এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নেতা এবং আধিকারিকদের গ্রেপ্তার করতে হবে। তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যারা প্রকৃত উপভোক্তা তাদের টাকা দিতে হবে। কংগ্রেস নেতা আবু হেনা মোস্তফা বলেন, অনেক তৃণমূল নেতা এতে জড়িত। এরা সমাজ বিরোধীদের ব্যবহার করে সন্ত্রাস তৈরি করার চেষ্টা করছে। দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। কংগ্রেসের যুব নেতা জিয়াউর রহমান চৌধুরী বলেন নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে ৮ সপ্তাহের মধ্যে ক্যাগ কে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। তদন্ত সঠিক না হলে আমরা সিবিয়াইয়ের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে যাব। আমাদের লড়াই চলবে। তৃণমূল নেতা বলেন আইন আইনের পথে চলবে। কেও দুর্নীতি করলে শাস্তি পাবে। দল অন্যায়ের পাশে দাঁড়াবে না। যে কোনো সময় ঘোষণা হতে পারে পঞ্চায়েত ভোটের দিন-ক্ষণ। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল এই মুহূর্তে নিজেদের প্রস্তুত করছে ভোটের জন্য। শাসকদলের কাছে এই মুহূর্তে সব থেকে বড়ো কাঁটা দুর্নীতি ইস্যু। তার মাঝেই তদন্ত শুরু করছে ক্যাগ। অস্বস্তি বাড়ছে তৃণমূলের।

স্থায়ীকরণ সহ ৪ দফা দাবিতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে অচলাবস্থা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল ঃ শুক্রবার থেকে স্থায়ীকরণ সহ চার দফা দাবিকে সামনে রেখে অনির্দিষ্টকালের কর্ম বিরতিতে নামলেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ১৪৫ জন অস্থায়ী মাহুত ও পাতাওয়ালা। ফলে চূড়ান্ত অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান জুড়ে। ওই আন্দোলনের কারনে বন্ধ রয়েছে পর্যটকদের জন্যে হাতি সাফারি। সঙ্গে মুখথুবড়ে পড়েছে জঙ্গল সুরক্ষার কাজ। অস্থায়ী মাহুত ও পাতাওয়ালাদের অভিযোগ এই অগ্নিমূল্য বাজারে তাঁদের মাত্র ৭২৪০ টাকা মাসোহারা দেয় বনদপ্তর। ১৯৯৭ সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত স্থায়ী মাহুত ও পাতাওয়ালাদের শূন্য পদে বন্ধ রয়েছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। এছাড়াও তাঁদের আরও অভিযোগ যে, জঙ্গল সুরক্ষার কাজে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনায় মাহুত ও পাতাওয়ালাদের মৃত্যু হলে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের কাউকে কাজ দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র বিমার টাকা দিয়ে দায় সারে বনদপ্তর। আন্দোলনকারীরা হুমকি দিয়েছেন যে, তিনদিনের মধ্যে তাঁদের দাবি গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বনদপ্তর আলোচনায় না বসলে তাঁরা তিনদিন পর থেকে কুনকি হাতিদের খাওয়াদাওয়া ও দেখভালের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন। তাতে অভুক্ত থাকতে হবে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ৭৮ টি পোষা হাতিকে। ইতিমধ্যেই আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় তীব্র দাবদাহ শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে। ওই পরিস্থিতিতে অস্থায়ী মাহুত ও পাতাওয়ালারা যদি হাতিদের দেখভালের পরিষেবা বন্ধ করে দেন তবে বেকায়দায় পাতে হবে অসহায় কুনকি হাতিদের। কারন দৈনিক একটি পূর্ণ বয়স্ক হাতির কমপক্ষে একশো লিটার পানীয় জল ও এক কুইন্ট্যাল ঘাস বিচালির প্রয়োজন হয়, সঙ্গে রয়েছে স্নানের জলের যোগান। সব মিলিয়ে জঙ্গল সুরক্ষার কাজ ভেঙে পড়ায় চোরা শিকারিরা যে মাথাচারা দিয়ে উঠবে না, তেমন আশঙ্কাকেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও অস্থায়ী মাহুত ও পাতাওয়ালাদের ওই অনড় অবস্থান নিয়ে বনকর্তাদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

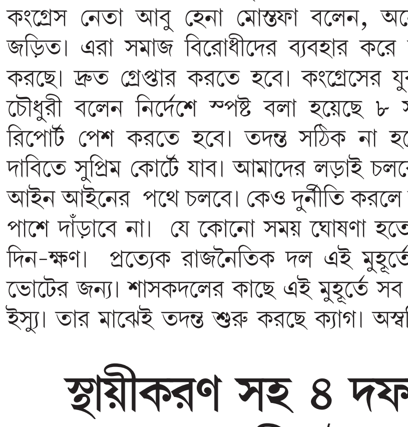

অনলাইন গেমিং নিয়ে প্রশ্নে চটলেন অশ্বিন

চেন্নাই, ১৪ এপ্রিলঃ ১৬তম আইপিএল চলাকালীন ফের বেটিং অ্যাপগুলির দৌরাত্ম্য দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন ফ্যান্টাসি গেমিং অ্যাপগুলোর প্রচারের মুখ রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়ার মতো ক্রিকেটাররা। সেখানে রয়েছেন আমির খানের মতো বলিউডের জনপ্রিয় তারকাও। সম্প্রতি বেটিং সাইটগুলির প্রমোশন করার জন্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়ার মতো ক্রিকেটারদের পাশাপাশি বলিউড সুপারস্টার আমির খানের বিরুদ্ধে বিহারের মজুফফরপুরে এক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। অন্যদিকে সদ্য এক অনুষ্ঠানে ভারতের সিনিয়র তারকা ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে অনলাইন গেমিং নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সাংবাদিকের সেই প্রশ্ন শুনে বেজায় চটে গিয়েছিলেন অশ্বিন। আসলে ওই অনুষ্ঠানে অশ্বিনকে ক্রিকেট সম্পর্কিত অনলাইন জুয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তাতে তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন, ''আপনারা সত্যি কি সেটা জানতে চান, নাকি শিরোনাম হবে তেমন তথ্য চান?'' তাঁর কথা থেকেই পরিষ্কার অনলাইন গেমিং নিয়ে প্রশ্ন শুনে তিনি বেজায় বিরক্ত হয়েছেন। তিনি নিজেও অনলাইন বেটিং গেমিং অ্যাপের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যুক্ত। যেমন ড্রিম ইলেভেনের বিজ্ঞাপনে অশ্বিনকে দেখা যায়। ফলে তিনি নিজে এই ক্রিকেট সম্পর্কিত অনলাইন গেমিং অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতে চাননি। বর্তমানে প্রায়শই দেখা যায় কোনও বাচ্চার হাতে মোবাইল ফোন ধরিয়ে দিলে, সে শান্ত হয়ে সেটি দেখতে থাকে। এই করতে গিয়ে ক্রমশ শৈশব হারিয়ে ফেলছে আজকালকার বাচ্চারা। অনলাইন গেমিং অ্যাপ নিয়ে বলার পাশাপাশি অশ্বিন বাচ্চাদের ক্রিকেট ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিতও করেন। তিনি বলেন, ''শিশুদের এখন আর মাঠে না যাওয়ার অন্যতম কারণ অনলাইন। বাচ্চাদের হাত থেকে মোবাইল সরিয়ে নিলেই ওরা মাঠে খেলতে যাবে। আমাকে যদি বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলতে উৎসাহিত করতে বলা হয় আমি হাসতে হাসতে তা করতে রাজি।'' ড্রিম ইলেভেন, মাই ইলেভেন সার্কল, রামি, পোকারের মতো বেটিং অ্যাপগুলির উপর এ বার নিষেধাজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য বিল এনেছে তামিলনাড়ু মন্ত্রিসভা। দিন তিনেক আগে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন ঘোষণা করেছেন তামিলনাড়ুতে 'অনলাইন জুয়া নিষেধাজ্ঞা এবং অনলাইন গেমগুলির নিয়ন্ত্রণ' বিলে সম্মতি দিয়েছেন রাজ্যপাল। উল্লেখ্য, বর্তমানে ১৬তম আইপিএলে ব্যস্ত রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এখনও অবধি রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ৪ ম্যাচে ৬টি উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন।

'ক্রিকেটই থাপ্পড় কষাবে'

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিলঃ ২০২৩ আইপিএলের শুরু থেকে দারুণ ফর্মে রয়েছেন গুজরাট টাইটান্স ওপেনার শুভমন গিল। বৃহস্পতিবার তাঁর ব্যাটে পঞ্জাব কিংসকে তাদেরই ঘরের মাঠে ৬ উইকেটে হারিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। ৪৯ বলে ৬৭ রানের ইনিংস খেলেন শুভমন। গিলের অর্ধশতরানের দৌলতে পাঞ্জাবের দেওয়া ১৫৪ রানের টার্গেটে পৌঁছে যায় গুজরাট। সোশ্যাল মিডিয়ায় গিলের প্রশংসার বন্যা বইলেও সকলেই যে তাঁর পারফরম্যান্সে খুশি এমনটা নয়। বৃহস্পতিবার রাতে শুভমনের ব্যাটিং দেখে মোটেও প্রসন্ন নন জাতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। গুজরাটকে ম্যাচ জেতানোর দিন গিল সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন তিনি। শেহওয়াগের মতে, গিলের স্ট্রাইক রেট ছিল খুবই খারাপ। তিনি দলের জন্য নয়, নিজের জন্য খেলছিলেন। পাঞ্জাবের দেওয়া ১৫৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শেষ ওভারে ম্যাচ জিতেছে গুজরাট। শেষ ওভারের প্রথম বলে স্যাম কারানের বলে আউট হন গিল। এরপর ওভারের পঞ্চম বলে সেই কারানকেই বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ম্যাচ জেতান রাহুল তেওয়াটিয়া। শেহওয়াগের মতে, শুভমনের জন্যই ম্যাচটি শেষ ওভারে গিয়ে জিতেছে গুজরাট। কারণ শুভমন নিজের ব্যক্তিগত স্কোরের উপর জোর দিয়েছিলেন। নিজের অর্ধশতরান পূরণ করার জন্য অতিরিক্ত বল খরচ করেন। হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ হওয়ার পর হাত খুলে খেলতে শুরু করেন। ক্ষুব্ধ শেহওয়াগ বলেছেন, ''ওর অন্তত ২০০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করা উচিত ছিল। ও ভেবেছে, নিজের অর্ধশতরান পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ম্যাচ জিতিয়ে দেবে।'' শেহওয়াগ বলেছেন, ''ও ৪৯ বলে ৬৭ রান করেছে। কিন্তু ৫০ রান করল কত বলে? ৪১-৪২ বল হবে। বাকি ১৭টা রান করেছে ৭-৮ বলে। পঞ্চাশ হয়ে যাওয়ার পর ইনিংসে গতি এসেছে। সেটা না হলে গুজরাটকে শেষ ওভারে ৭ নয়, ১৭ রান চেজ করতে হত।'' তরুণ ব্যাটারের উপর খাপ্পা বীরু বলেছেন, ''তুমি কখনই ভাবতে পার না যে, আমার হাফ সেঞ্চুরি হয়ে যাক। ম্যাচ তো আমরা কোনওভাবে জিতেই যাব। দল ছেড়ে যে মুহূর্তে নিজের পারফরম্যান্সের কথা ভাববে, ক্রিকেটই তোমাকে থাপ্পড় কষাবে। এভাবে কিছুতেই ভাবতে পারো না।''

'চোট আছে, কিন্তু ধোনি বাকি ম্যাচগুলো খেলবে', বললেন চেন্নাইয়ের সিইও

চেন্নাই, ১৪ এপ্রিলঃ ১৬তম আইপিএল যত এগিয়ে চলেছে, একের পর এক চোট-আঘাতের সমস্যা ঘটেই চলেছে সিএসকে শিবিরে। রাজস্থান রয়্যালসের কাছে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে ৩ রানে হেরেছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। সেই ম্যাচের পর সিএসকে কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং জানিয়েছিলেন, চোট নিয়েই চলতি আইপিএলে খেলছেন ইয়েলোব্রিগেডের ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। হাঁটুর চোটে ভুগছেন মাহি। রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচের শেষে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে খানিক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে ড্রেসিংরুমে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল। তা দেখে সিএসকে সমর্থকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন হয়তো ধোনি চলতি আইপিএলে শেষ ম্যাচ খেলে নিলেন। এ বার মাহিকে নিয়ে বড় সড় আপডেট দিলেন চেন্নাইয়ের সিইও কাশী বিশ্বনাথন। এক সংবাদ ওয়েবসাইটকে সিএসকে সিইও কাশী বিশ্বনাথন জানিয়েছেন, চলতি আইপিএলে কোনও ম্যাচই মিস করবেন না মাহি। তিনি বলেন, ''ও এই মরসুমের বাকি ম্যাচগুলোতেও খেলবে। এটা সত্যি যে ওর হাঁটুতে চোট রয়েছে। কিন্তু ও আমাদের এ ছাড়া আর কিছু বলেনি।'' ধোনিকে পুরো মরসুম পাওয়া যাবে তা নিয়ে স্বস্তি পেলেও, চেন্নাই শিবিরের অন্য চিন্তা ইংল্যান্ডের তারকা অলরাউন্ডার বেন স্টোকসকে নিয়ে। চেন্নাইয়ের হয়ে শেষ দু'টি ম্যাচে খেলেননি স্টোকস। তাঁকে নিয়ে বিশ্বনাথন বলেন, ''বেন তাড়াতাড়া সুস্থ হচ্ছেন। ৩০ এপ্রিলের ম্যাচের আগে হয়তো ও পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারবে।'' সিএসকের সিইওর পাশাপাশি চেন্নাইয়ের অপর এক কর্তা বলেন, ''২৭ এপ্রিলের ম্যাচের আগেও বেন পুরোপুরি ফিট হয়ে যেতে পারেন।'' প্রসঙ্গত অনুশীলনে বোলিং করার সময় বেন স্টোকস বাঁ পায়ের আঙুলে চোট পেয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৬তম আইপিএলে এখনও অবধি সিএসকে জার্সিতে ২টি ম্যাচে খেলেছেন বেন স্টোকস। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৭ রান করেছিলেন। সেই ম্যাচে বোলিং করেননি। এরপর লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে ৮ রান করেছিলেন। ১ ওভার বল করে ১৮ রান খরচ করলেও কোনও উইকেট পাননি স্টোকস। ধোনি ও স্টোকসের পাশাপাশি সিএসকে সিইও কাশী বিশ্বনাথন দীপক চাহারের চোট নিয়েও আপডেট দিয়েছেন। তিনি বলেন, ''বেনের থেকে দীপকের মাঠে ফিরতে বেশিদিন সময় লাগবে। আমরা আশা করছি দীপককে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পাওয়া যাবে।'' ধোনির দলের সবচেয়ে দামি তারকা দীপক চাহার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে মাত্র ১ ওভার বল করে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন। যে কারণে তাঁকে বেশ কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে কাটাতে হবে।

দুই আত্মঘাতী গোল হজম করে ভাগ্যকে দুষলেন টেন হাগ

২১ মিনিটের মধ্যেই দুর্দান্ত দুটি গোল। এরপরও ম্যাচজুড়ে চলতে থাকল দাপট। সব মিলিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জয় মনে হচ্ছিল স্রেফ সময়ের ব্যাপার। কিন্তু কয়েকজনের চোট আর কার্ড শঙ্কায় কয়েকটি পরিবর্তন দিয়ে কিছুটা ছন্দপতন। শেষ দিকে পরপর দুটি আত্মঘাতী গোলে জয় হাতছাড়া। ঘরের মাঠে যেন পুরোপুরি হতভম্ব তারা। ম্যাচ শেষে কোচ এরিক টেন হাগ বললেন, ভাগ্যটাই তাদের সঙ্গে ছিল না।

ম্যানচেস্টার, ১৪ এপ্রিলঃ ইউরোপা লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে ওল্ড ট্রাফোর্ডে বৃহস্পতিবার সেভিয়ার বিপক্ষে এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। মার্সেল সাবিজারের জোড়া গোলে এগিয়ে গিয়েও তারা ম্যাচ ড্র করে শেষ সময়ে দুই দফায় বল নিজেদের জালে ঠেলে। ম্যাচের ১৪তম মিনিটে ব্রুনো ফের্নান্দেসের নিখুঁত পাস বক্সের ভেতর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে দলকে এগিয়ে নেন সাবিজার। বায়ার্ন মিউনিখ থেকে ধারে আসা এই অস্ট্রিয়ান ব্যবধান বাড়ান ৭ মিনিট পরই। এবার প্রতিপক্ষের তিনজনের মাঝখান দিয়ে দুর্দান্ত পাস দেন অঁতনি মার্শিয়াল। আবারও চৎমকার ফিনিশিংয়ে ব্যবধান বাড়ান সাবিজার। পরে চোটের কারণে রাফায়েল ভারানেকে তুলে নেন কোচ। চোটের ধাক্কা সামলে দীর্ঘদিন পর শুরুর একাদশে থাকা মার্শিয়ালকেও ৬০ মিনিটের পর তুলে নেওয়া হয়। হলুদ কার্ড পাওয়ার ব্রুনো ফের্নান্দেসেরও বদলি নামান টেন হাগ। এক পর্যায়ে গুরুতর চোট পেয়ে প্রতিপক্ষের দুই আর্জেন্টাইন ফুটবলারের কাঁধে ভর দিয়ে মাঠ ছাড়েন ইউনাইটেডের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেস। ততক্ষণে ৫ বদলির সবকটি হয়ে যাওয়ায় ইউনাইটেডকে খেলতে হয় ১০ জন নিয়ে। প্রতিপক্ষের এলোমেলো অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে আক্রমণে ধার বাড়ায় সেভিয়া। সুফলও পেয়ে যায় ইউরোপা লিগের রেকর্ড ৬ বারের চ্যাম্পিয়নরা। ৮৪তম মিনিটে ইউনাইটেডের বক্সে গোলবারের ডানপাশ একদম কোনা থেকে বল ভেতরে পাস দেওয়ার চেষ্টা করেন হেসুস নাভাস। সেটিই ইউনাইটেডের ডাচ ডিফেন্ডার তাইরেল মালাসিয়ার পায়ে লেগে চকিতে ঢুকে যায় জালে। কাছেই থাকা গোলকিপার দাভিদ দে হেয়ার করার ছিল না কিছুই। শেষ নয় সেখানেই। ৯২তম মিনিটে বক্সের ভেতর অনেকটা লাফিয়ে হেড

করেন ইউসেফ এন-নেসিরি। তাতে জোর খুব একটা ছিল না। বিপজ্জনক কিছুও ছিল না। কিন্তু তার হেড থেকে বল হ্যারি ম্যাগুইয়ারের মাথায় লেগে দিক বদলে ঢুকে যায় জালে। গোলকিপার দে হেয়া শেষ মুহূর্তে ডাইভ দিয়েও রক্ষা করতে পারেননি। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় মাত্র দ্বিতীয় ইংলিশ ক্লাব হিসেবে এক ম্যাচে দুটি আত্মঘাতী গোল হজম করল ইউনাইটেড। এর আগে ২০১৯ সালে এই তেতো স্বাদ পেয়েছিল চেলসি, তাদের প্রতিপক্ষ ছিল টেন হাগের আয়াক্স আমস্টারডাম! সেই টেন হাগ এবার পেলেন উল্টো স্বাদ। ম্যাচ শেষে বিটি স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি দায় দিলেন ভাগ্যকে, পাশাপাশি নিজেদেরও দাঁড় করালেন কাঠগড়ায়। আমার মনে হয়, ম্যাচ আমাদের মুঠোয় ছিল। তিন বা চার গোল করা উচিত ছিল আমাদের কিন্তু কয়েকজনের চোটে পড়ার দুর্ভাগ্যজনক মুহূর্ত এলো এরপর আমরা দুটি আত্মঘাতী গোল হজম করলাম, এটা তো স্রেফ দুর্ভাগ্য। মেনে নিতেই হবে। তবে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ থাকার সময়ই খেলা শেষ করে দেওয়া শিখতে হবে আমাদের। তবে নিজেদের দায়টুকু নিয়েও শেষ পর্যন্ত দুর্ভাগ্যের থাবাই দলকে কাবু করেছে বলে মনে করেন ইউনাইটেড কোচ। দুটি গোলই ছিল দুর্ভাগ্যজনক। দুটি গোলেই বল দিক বদলে গেছে। কী আর করা যাবে! কখনও কখনও এরকম বাজে দিন ও দুর্ভাগ্য আসে। আজকের রাতটি আমাদের ছিল না। কোচের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভাগ্যকে দায় দিলেন জোড়া গোল করা সাবিজারও। রোলার-কোস্টার ভ্রমণ হলো যেন। আমাদের উচিত ছিল খেলাটা আগেই শেষ করে দেওয়া। শেষ পর্যন্ত ড্র হলো, যা আমাদের কাম্য ছিল না। এরপর সেভিয়ায় গিয়ে কাজ শেষ করতে হবে। আমাদের সুযোগ ছিল (ব্যবধান আরও বাড়ানোর), আত্মবিশ্বাসও ছিল এবং খেলা আমরাই নিয়ন্ত্রণ করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজসকভাবে সহজ দুটি গোল দিয়ে দিয়েছি। দুই দলের পরের লেগ আগামী বৃহস্পতিবার।

সানেকে 'ঘুসি মেরে' শাস্তি পেলেন মানে

মিউনিখ, ১৪ এপ্রিলঃ বায়ার্ন বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়ে জানায়, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ম্যাচের পর অসদাচরণের দায়ে আগামী শনিবার বুন্ডেসলিগায় ঘরের মাঠে হফেনহাইমের বিপক্ষে ম্যাচের স্কোয়াডে রাখা হবে না মানেকে। এছাড়া তাকে জরিমানাও করা হবে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে গত মঙ্গলবার ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে বায়ার্নের ৩-০ গোলে হারের পর এই ঘটনা ঘটে বলে জার্মানি সংবাদমাধ্যমগুলি জানায়। ওই ম্যাচের শেষ দিকে মাঠের ভেতরও কিছু একটা নিয়ে তর্ক করতে দেখা যায় মানে ও সানেকে। সেটির রেশ ম্যাচ শেষে বয়ে যায় ড্রেসিং রুমেও। বিল্ড ও স্কাই স্পোর্টস জার্মানির খবর, এক পর্যায়ে সানের মুখে ঘুষি বসিয়ে দেন মানে। তাতে সানের ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরতে দেখা যায়। বিল্ড জানায়, মাঠে সানের কথা বলার ধরন নিয়ে অভিযোগ জানান মানে। ম্যানচেস্টার থেকে মিউনিখে ফেরার পর বিমানবন্দর থেকে আলাদা করে নিয়ে যাওয়া হয় মানেকে। সানে ফেরেন টিম বাসেই। বৃহস্পতিবার অবশ্য সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে দেখা যায় মানেকে। এর আগে বায়ার্নের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার একটি বৈঠক হয় বলে বিল্ড জানিয়েছে। সেখানে বায়ার্নের প্রধান নির্বাহী অলিভার কান ও স্পোর্টিং ডিরেক্টর হাসান সালিহামিদজিচের সঙ্গে ছিলেন মানে ও সানে। আফ্রিকার দুইবারের বর্ষসেরা ফুটবলার মানে চলতি মরসুমেই লিভারপুল থেকে যোগ দেন বায়ার্নে। আগে ইংলিশ ফুটবলে ছিলেন সানেও। ম্যানচেস্টার সিটি থেকে তিনি ২০২০ সালে নাম লেখান বায়ার্নে।

গার্সিয়াকে বরখাস্ত করল আল নাসের

রিয়াধ, ১৪ এপ্রিলঃ সৌদি আরবের ক্লাবটি বৃহস্পতিবার এক টুইটে গার্সিয়াকে ছাঁটাইয়ের কথা জানায়। সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছিল যে, ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোদের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না তার। গত রবিবার সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল ফেইহার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে আল নাসের। ম্যাচের পর গার্সিয়া বলেছিলেন, খারাপ ফলাফল। খেলোয়াড়দের নিয়ে আমি সন্তুষ্ট নই। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রাক্তন রোমা কোচ গার্সিয়ার সম্পর্কের অবনতি ও তার খেলার ধরন নিয়ে অসন্তোষ ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। গত বছরের শেষ দিনে পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী রোনাল্ডোকে দলে টানে আল নাসের। নতুন লিগে এই তারকা ফরোয়ার্ড ভালো খেললেও তার দল সম্প্রতি নেই ছন্দে। লিগে নিজেদের সবশেষ চার ম্যাচে সম্ভাব্য ১২ পয়েন্টের মধ্যে কেবল ৭ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। ২৩ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে আল নাসের। সমান ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল-ইত্তিহাদ। লিগের ম্যাচ বাকি আছে আর সাতটি। ২০১৯ সালে সবশেষ শিরোপা জেতা দলটির সামনে এখন পথ অনেক কঠিন। গত জানুয়ারিতে সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে আল-ইত্তিহাদের কাছে হেরে যায় আল নাসের।

পিএসজিতেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় চান এমবাপে

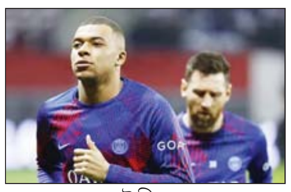

প্যারিস, ১৪ এপ্রিলঃ গত গ্রীষ্মের দলবদলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসের সফলতম দল রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন এমবাপে। তবে অনেক নাটকীয়তার পর শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলে পিএসজিতে থেকে যান তিনি। প্যারিসে তার চুক্তির মেয়াদ আছে ২০২৪-২৫ মরসুমের শেষ পর্যন্ত। চারটি লিগ ওয়ান, তিনটি ফরাসি কাপসহ পিএসজির হয়ে বেশ কয়েকটি শিরোপা জিতেছেন ২৪ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। জাতীয় দল ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন 'টিনএজার' থাকতেই। একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা আরও সমৃদ্ধ করবে তার কেরিয়ার। ২০২০ সালে সেই স্বাদ পাওয়ার খুব কাছে গিয়েছিলেন তিনি। সেবার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরে যায় পিএসজি। তবে এবার নিয়ে টানা দুই মরসুমে তারকাসমৃদ্ধ শক্তিশালী দল নিয়েও তারা শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেয় রিয়াল ও বায়ার্নের কাছে হেরে। ফরাসি টেলিভিশন চ্যানেল 'ফ্রান্স থ্রি' এর এক অনুষ্ঠানে বুধবার এমবাপে বলেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ট্রফিটাই এখন তার দরকার। পরবর্তী স্তর? আমি মনে করি, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়। আমি ইতিমধ্যেই ফাইনাল, সেমি-ফাইনাল, কোয়ার্টার-ফাইনাল, শেষ ষোলোয় খেলেছি। ট্রফি জেতা ছাড়া সবই করেছি। (ট্রফি) এটাই এখন আমার দরকার। আশা করি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা হবে। কোন দলের হয়ে? পিএসজিতে। আমি প্যারিসিয়ান এবং তাদের সঙ্গে আমার চুক্তি আছে। তাই পিএসজিতেই হবে। ফ্রান্সের হয়ে অলিম্পিক ফুটবলে সোনা জয়ের স্বপ্নও দেখেন এমবাপে।

সৌদি আরবের পরিকল্পনায় বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট লিগ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

উপসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট লিগ আয়োজনের কথা ভাবছে সৌদি আরব। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ড জানিয়েছে, সৌদি সরকারের প্রতিনিধিদল এ বিষয়ে আইপিএলের মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। উপসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী টি-টোয়েন্টি চালুর পরিকল্পনা থেকে আইপিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছে সৌদি সরকারের প্রতিনিধিদল। বিভিন্ন দেশের সিনিয়র ক্রিকেট প্রশাসক, কোচ ও খেলোয়াড়েরা সিডনি মর্নিং হেরাল্ড ও দ্য এজকে বলেছেন, বছরখানেক আগেই দুই পক্ষের এ বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার কথা তাঁরা জেনেছেন। তবে কেউ-ই নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে রাজি হননি। ভারতের খেলোয়াড়েরা প্রস্তাবিত এ টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবেন কি না, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। বিসিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, ভারতের কোনো ক্রিকেটার বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টিতে অংশ নিতে পারবেন না। আর যেকোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আয়োজনে আইসিসি ও সদস্যদেশগুলোর অনুমোদনও লাগে। আইসিসি চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে সৌদি আরবের ক্রিকেটে আগ্রহী হওয়ার খবরটি নিশ্চিত করেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় খেলাধুলায় বিনিয়োগ করছে সৌদি আরব সরকার। ২০৩০ বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক হতে আন্তর্জাতিকভাবে নিজেদের ইমেজ বাড়ানোর চেষ্টা করছে আরব দেশটি। বার্কলে মনে করেন, ওই অঞ্চলে ক্রিকেটের উন্নয়নে সৌদির লিগ আয়োজন হবে 'যৌক্তিক' পরবর্তী পদক্ষেপ, 'তারা অন্য যেসব খেলার সঙ্গে জড়িত, সেসব দেখে বোঝা যায়, ক্রিকেটটা আগ্রহ তৈরি করবে। খেলাধুলায় তারা যেভাবে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে, তাতে ক্রিকেট সৌদি আরবের জন্য মানাসই হবে।

খেলাধুলায় তারা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী এবং আঞ্চলিকভাবে তাদের অবস্থান যেমন, তাতে ক্রিকেটই সম্ভাবনাময়।' সিডনি মর্নিং হেরাল্ড জানিয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের জন্য পর্যটন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে চায় সৌদি আরব। দেশটি আইসিসির সহযোগী সদস্য হলেও ভালো স্টেডিয়াম নেই ক্রিকেটের জন্য। গত মাসে আরব নিউজকে সৌদি আরব ক্রিকেট ফেডারেশনের চেয়ারম্যান প্রিন্স সৌদ বিন মিশাল আল-সৌদ বলেছেন, ''আমরা টেকসই অবকাঠামো বানাতে চাই, যেন বৈশ্বিক ক্রিকেটের কেন্দ্রবিন্দু হয় সৌদি আরব।'' খেলাধুলায় বিপ্লব আনার চেষ্টা করছে সৌদি আরব। এরই মধ্যে ফর্মুলা ওয়ান আয়োজন করেছে দেশটি। তাদের সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান কিনেছে ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেড। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর মতো মহাতারকা খেলছেন সৌদির ঘরোয়া লিগে। গুঞ্জন আছে, লিওনেল মেসিকেও নাকি বছরে চার হাজার কোটি টাকার লোভনীয় পারিশ্রমিকে কিনতে চায় সৌদির ক্লাব আল-হিলাল। আর সৌদি সরকারি মালিকানাধীন তেল-গ্যাসের প্রতিষ্ঠান আরামকোর সঙ্গে আইসিসি ও বিসিসিআইয়ের স্পনসর চুক্তিও আছে। গত ফেব্রুয়ারিতে আইপিএলের সঙ্গে পার্টনারশিপ চুক্তিও করেছে সৌদি পর্যটন কমিশন। সিডনি মর্নিং হেরাল্ড জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি সরকারের প্রতিনিধিদলকে ভারতীয় ক্রিকেটে দেখা গেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ আয়োজন নিয়ে সৌদি আরব যে পরিকল্পনা করছে, তা দেখে আইপিএলে দলগুলোর মালিক এবং বিসিসিআই নাকি বেশ চমকে গেছে। সৌদির পরিকল্পনার সঙ্গে টক্কর দিতে পারে নাকি একমাত্র আইপিএলই। গত বছর আরব আমিরাতে শুরু হয়েছে নতুন টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ (আইএলটি২০)। প্রচুর বিদেশি ক্রিকেটার সেখানে খেলেছেন। তবে এ টুর্নামেন্ট নিয়ে বিতর্কও হয়েছে আইসিসির সদস্যদেশগুলোর মধ্যে। কারণ, আরব আমিরাতের ঘরোয়া ক্রিকেট অত শক্তিশালী নয়। এদিকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) প্রধান নিক হকলি জানিয়েছেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টগুলোর লক্ষ্য হলো ওই অঞ্চলে ক্রিকেটের আরও প্রসার ঘটানো। আর তাই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের জন্য কিছু বিধিনিষেধও রয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে আইপিএলের সঙ্গে সৌদি পর্যটন কমিশনের চুক্তির পর বিসিসিআই সচিব জয় শাহ বলেছিলেন, ''সৌদি আরবে ক্রিকেট চালুতে এই পার্টনারশিপ দারুণ ভূমিকা রাখবে।'' পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আক্রাম গত ফেব্রুয়ারিতেই সৌদি আরবে সফরে গিয়ে সেখানে ক্রিকেট লিগ চালু করা নিয়ে কথা বলেছেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। পাকিস্তানের ক্রিকেটও নাকি সৌদি আরবের সঙ্গে হাত মেলাতে চায়। ওয়াসিম আক্রাম তখন বলেছিলেন, ''প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলো। আমরা ক্রিকেট নিয়ে কথা বলেছি এবং শিগগিরই এখানে সৌদি লিগ দেখতে চাই।''

১০০ বাচ্চার দায়িত্ব নেবেন রিঙ্কু সিং!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

স্বপ্ন দেখতে কে না ভালোবাসেন, কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণ করার পথ সকলের জন্য সহজ হয় না। চোখেমুখে ক্রিকেটার হওয়ার রাশি রাশি স্বপ্ন ছিল তাঁর। কিন্তু যে বাড়িতে অভাব-অনটন নিত্যদিনের সঙ্গী, সেই পরিবার থেকে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখাটা যেন বিলাসিতা। কিন্তু জেদ ছাড়েননি আলিগড়ের রিঙ্কু সিং। অভাবের তাড়নায় একসময় ক্রিকেট ছাড়ার পথে গেলেও, তা করতে পারেননি রিঙ্কু। ভাগ্যিস তিনি তখন ক্রিকেট ছেড়ে দেননি। তা না হলে ১৬তম আইপিএলে কেকেআরের রিঙ্কু সিংয়ের ব্যাটে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস শেষ ওভারে টানা ৫ বলে ৫ ছক্কা দেখাই যেত না। রাতারাতি হিরো অনেকেই বনে যান। আর রিঙ্কু সিংও রয়েছেন সেই তালিকায়। যদিও রিঙ্কু সিং নাইট পরিবারের পুরনো সদস্য। দলের প্রয়োজনে সব সময় নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন রিঙ্কু। এ বার সেই রিঙ্কুই হলেন আলিগড়ের মসিহা। নিজে দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করেছেন, তাই আলিগড়ের দরিদ্র শিশুরা যাতে নির্বিঘ্নে ক্রিকেট নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য এক উদ্যোগ নিয়েছেন রিঙ্কু। রিঙ্কু নিজে দুঃস্থ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। তাঁর ক্রিকেটার হওয়ার পথে ছড়িয়েছিল প্রচুর কাঁটা। তিনি চান না আলিগড়ের কোনও গরীব বাচ্চার ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নে তাঁর মতো বাধা আসুক। তাই তিনি আলিগড়ের বাচ্চাদের ক্রিকেট প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এক হোস্টেল তৈরি করছেন। আলিগড়ের মহুয়া খেদা স্টেডিয়ামে এই হোস্টেল তৈরি করা হচ্ছে। রিঙ্কু সিংয়ের বড় দাদা মুকুল সিং জানান রিঙ্কুর উদ্যোগে তৈরি হওয়া এই হোস্টেলে প্রায় ১০০ ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হোস্টেল খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাবে।

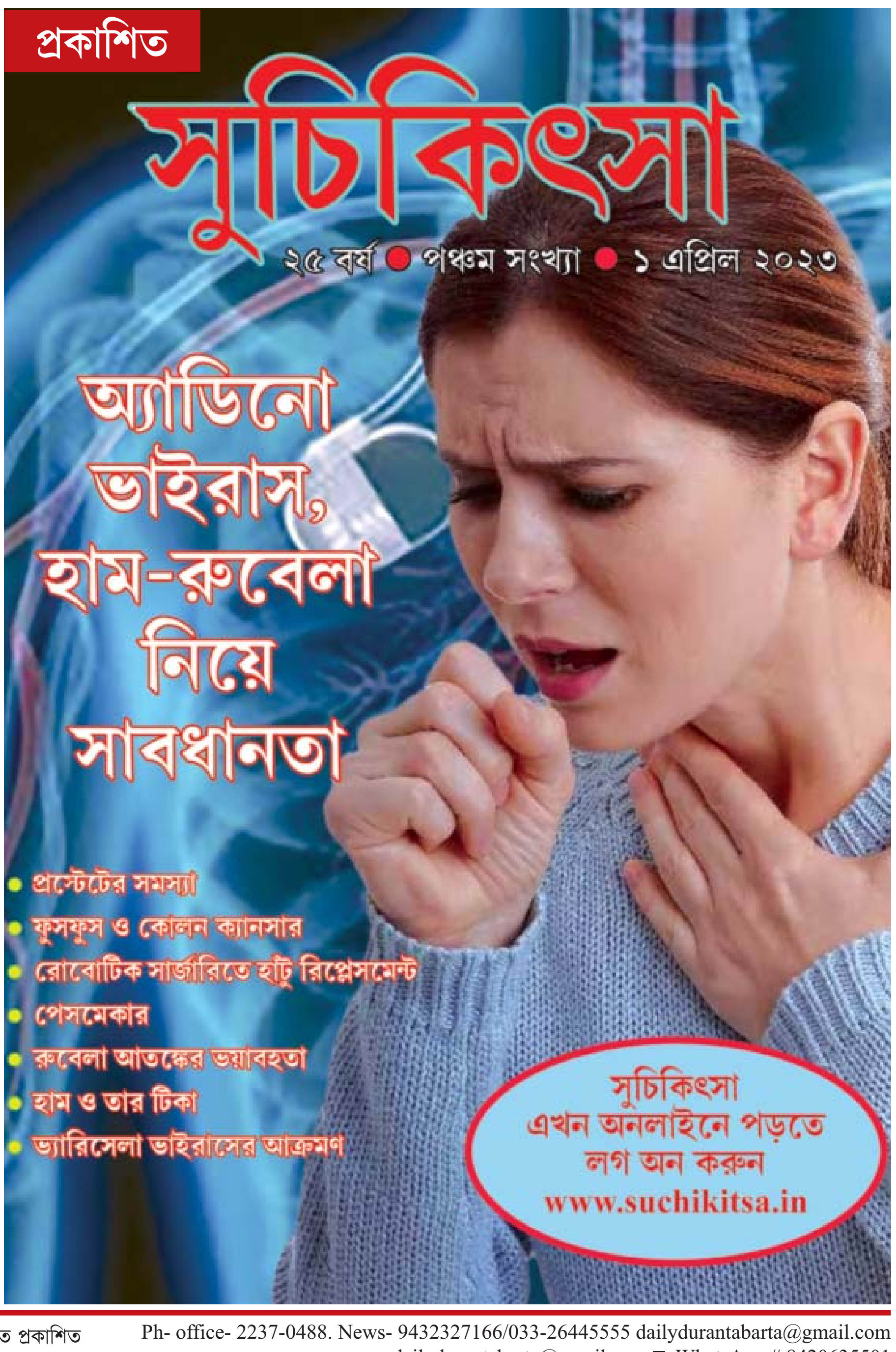

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501